জনা

(পৌরাণিক নাটক)

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

৯ই পৌষ, ১৩০০ সাল, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

অভিনব সংস্করণ

(পঞ্চম প্রচার)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রাবণ—১৩৪১

মূল্য ১৲ এক টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

চরিত্র

(পুরুষ)

শ্রীকৃষ্ণ

মহাদেব

নীলধ্বজ ... ... মাহিষ্মতী-অধিপতি।

প্রবীর ... ... ঐ পুত্র (যুবরাজ)।

অগ্নি ... ... ঐ জামাতা।

বিদূষক ... ... ঐ বয়স্য।

ভীম ... ... মধ্যম পাণ্ডব।

অর্জ্জুন ... ... তৃতীয় পাণ্ডব।

বৃষকেতু ... ... কর্ণ-পুত্র।

অনুশাল্ব ... ... দৈত্যাধিপতি (পাণ্ডব-বন্ধু)।

উলুক ... ... জনার ভ্রাতা।

কাম, গঙ্গারক্ষকদ্বয়, মন্ত্রী, সেনাপতি, সেনানায়ক, ভৈরব, দূতগণ, প্রমথগণ, সৈন্যগণ, রাখালবালকগণ ইত্যাদি।

(স্ত্রী)

জনা ... ... নীলধ্বজের মহিষী।

স্বাহা ... ... ঐ কন্যা (অগ্নির স্ত্রী)।

মদনমঞ্জরী ... ... প্রবীরের স্ত্রী।

বসন্তকুমারী ... ... ঐ সখী।

নায়িকা ... ... দুর্গার সখী।

ব্রাহ্মণী ... ... বিদূষকের স্ত্রী।

গঙ্গা, রতি, পরিচারিকা, সখিগণ, ডাকিনী ও যোগিনীগণ, গোপিনীগণ ইত্যাদি।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

'জনা' নাটক—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক বি-এ ও এম্-এ ক্লাসের পাঠ্য-গ্রন্থ-রূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। কলেজের পাঠ্য সাহিত্য-গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় ছত্র-সংখ্যার সন্নিবেশ থাকিলে, অধ্যাপনার সময় ছাত্রের ও অধ্যাপকের সুবিধা হয় বলিয়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (পোষ্ট্-গ্রাজুয়েটের) অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র এম্-এ মহাশয় 'জনা' নাটক ঐ ভাবে ছাপিতে আমাদিগকে পরামর্শ দেন। শুধু পরামর্শ নয়, তিনি নিজেই শ্রম স্বীকার করিয়া ইহার ঐ ভাবে ছত্র-সন্নিবেশ করিয়া দিয়াছেন। এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় এই নাটকের আগাগোড়া প্রূফ দেখিয়া দিয়াছেন। এ-জন্য তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

"গিরিশ-ভবন"
১৩ নং বসুপাড়া লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা।
২৭শে । শ্রাবণ, ১৩৪১ সাল

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

জনা

(পৌরাণিক নাটক)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর কক্ষ

নীলধ্বজ, অগ্নি, জনা, স্বাহা, প্রবীর ও বিদুষক।

নীলধ্বজ। কল্পতরু যদি তুমি দেব বৈশ্বানর,
দেহ বর,
যেন নটবর নব-ঘন-কায়
বাঁশরী-বয়ান ত্রিভঙ্গিম ঠাম,
নর-রূপী নারায়ণে পাই দরশন।

অগ্নি। চিন্তা দূর কর, মহারাজ,
আশা তব অচিরে পূরিবে।

জনা। নাহি অন্য বাসনা আমার,
যেন অন্তকালে গঙ্গাজলে
ত্যজি প্রাণবায়ু;
ভাগীরথী-পদে মতি রহে চিরদিন;
বাল্যকালে মাতৃহীনা আমি— ... ৫
মা'র কোল চিরদিন করি আকিঞ্চন।
অগ্নি। মম বরে পূর্ণকাম হইবে নিশ্চয়।
প্রবীর। তব যোগ্য বীর-সনে সদা রণ-সাধ,
চিরদিন আছে এ বিষাদ,
সমকক্ষ বীর না মিলিল! ... ১০
বর যদি দিবে, বৈশ্বানর,
ভুবন-বিজয়ী রথী দেহ মোরে অরি;
মরি কিম্বা মারি,
মিটুক সমর-বাঞ্ছা মোর।
অগ্নি। শীঘ্র তব পূরিবে বাসনা। ... ১৫
স্বাহা। তব পদ বিনা, প্রভু, নাহি অন্য সাধ,
পতি মাত্র গতি অবলার,
তব পদে নিরবধি স্থির রহে মতি।
অগ্নি। প্রেমে বাঁধা, প্রণয়িনি, আছি তব পাশে;
শুন প্রাণেশ্বরি, কহি সত্য করি, ... ২০
'স্বাহা' নাম যেই না করিবে উচ্চারণ,
আহুতি গ্রহণ তার কভু না করিব।
ভাব-চক্ষে হের, গুণবতি,
দানি পূর্ব্বস্মৃতি,—
লক্ষ্মী-জনার্দ্দন করেছেন অর্পণ তোমায়, ... ২৫

বহু ভাগ্য মানি', হৃদি-বিলাসিনি,
করিয়াছি সে দান গ্রহণ।
তুমি বসুমতী,
লক্ষ্মী-শাপে কন্যারূপে পাইলা নরপতি ;
বার বার অবতার হ'য়ে নারায়ণ, ... ৫
তব বক্ষে করিবে ভ্রমণ।
লক্ষ্মী-জনার্দ্দনে হেরি' সিংহাসনে,
হ'য়েছিল সাধ তব মনে—
মাধবের রাজীব-চরণ
ধরিতে হৃদয়-মাঝে ; ... ১০
ঈর্ষ্যায় মাধব-প্রিয়া দিলা অভিশাপ,—
'নীলধ্বজ ঝিয়ারী হইবে।'
কিন্তু,
বাঞ্ছা-পূর্ণকারী হরি কল্পতরু-শ্যাম,
কার' প্রতি কভু নহে বাম,— ... ১৫
পৃথ্বী-রূপে ধর বক্ষে মাধব-চরণ।
শুন রাজা,
প্রজাগণে জনে জনে কিবা দিব বর,—
নররূপী পীতাম্বর আসি এই পুরে,
পূরাবেন বাসনা সবার ; ... ২০
আমিও পবিত্র হব নেহারি শ্রীহরি।
নিজ নিজ কার্য্যে সবে করহ প্রস্থান,
ধ্যানে মগ্ন রব সঙ্গোপনে।

[অগ্নি ও বিদূষক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কি হে, তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে ?

বিদূ। তোমার ভাব বুঝ্‌ছি।

অগ্নি। তুমি ত কিছু চাইলে না?

বিদূ। আজ দেখ্‌ছি, তোমার ভারি বাড়াবাড়ি, হরি নিয়ে ছড়াছড়ি; তাই হ'চ্ছে ভয়, কৃষ্ণ দয়াময়, নাম কল্লেই হন উদয়,—কিন্তু যেখানে দেন পদাশ্রয়, সেখানে যে সর্ব্বনাশ হয়, এ কথা নিশ্চয়।

অগ্নি। দূর মূর্খ!

বিদূ। আর কাজ কি দেবতা, তোমার ভাব বুঝে নিয়েছি, তুমিও এবার সট্‌কাচ্ছ। ৮

অগ্নি। আমি যা করি! তুই কেমন ক'রে বল্লি যে হরিনামে সর্ব্বনাশ হয়?

বিদূ। আমিই কি একলা জানি, তুমিই কি আর জান না? আমায় কি পেয়েছ ধান্‌কাণা,— শুন্‌বে তোমার দয়াময় হরির গুণ-বর্ণনা? —পাথর চাপালেন মা-বাপের বুকে, তারপর বৃন্দাবনে ঝুঁকে— গোপ-গোপিনীর হাড়ির হাল, যশোদা মাগী নাকাল, অবোধ রাখাল কেঁদে সারা, নন্দ মিন্‌সে দিশেহারা! আর রাধা?—তাঁর কাঁদা সার, একশ' বচ্ছর দেখ্‌লেন আঁধার, এদিকে দয়াময় হরি যমুনা-পার, কাণ দেন না কথায় কার, যেন কারুর কখনও ধারেন না ধার! ১৭

অগ্নি। আরে ছিঃ ছিঃ, তুই কৃষ্ণ-নিন্দা কচ্ছিস্‌!

বিদূ। নিন্দে কেন? তোমার শ্রীহরির গুণ! যেখানে যান—জ্বালান আগুন; যদি পদার্পণ হ'লো মথুরায়, অম্‌নি সেখানে উঠ্‌লো হায় হায়! পরে কৃপাময় হ'লেন পাণ্ডব-সখা—বেজায় পিরীত, রথের সারথি হ'লেন, এক গাড়ে বংশটা খেলেন! তাই ভাবছি, এমন সুখের মাহিষ্মতী পুরী, উদয় হ'য়ে শ্রীহরি, না জানি কি কারখানা-টাই ক'র্‌বেন! আমায় যদি বর দাও ত শোন, যদি সট্‌কাতে চাও ত সট্‌কাও, স্বাহা দেবীকে সঙ্গে নাও; যদি হরিগুণ গাও,

তোমার গায়ে জল ঢেলে দেব। ডাক্‌লেই দয়াময় এসে উদয় হবে, আর রাজ্যটা ছারখার দেবে।

অগ্নি। তুমি জ্ঞানী, তোমার মুখে এ কথা সাজে না। হরি ভবের কাণ্ডারী, চরণ-তরী দিয়ে জগৎ উদ্ধার করেন। যে তার পদাশ্রয় পায়, তার ভবের বন্ধন ঘুচে যায়। ৫

বিদূ। সে বহুকাল থেকে দেখে আস্‌ছি,—যে ফেরে তার আশে, দয়াময় হরি তার নাকে আগে ঝামা ঘষে।

অগ্নি। না না, তোমার প্রতি হরির বড় কৃপা; তুমি অচিরে তাঁর রাঙ্গা পায়ে স্থান পাবে। ৯

বিদূ। তোমার সাতগুষ্ঠী গে স্থান পাক্‌, তোমার দেবলোক উদ্ধার হ'য়ে যাক্‌। হুতাশন, নির্ব্বাণ হ'য়ে পরম শান্তি লাভ কর,—আমাদের উপর জুলুম কেন? শোন দেবতা, আমার রাজার প্রতি বড় মমতা, ও আমার অন্নদাতা বাপ; কৃষ্ণ-ভক্তি দিতে হয়, শেষাশেষি দিও, কিন্তু তাড়াতাড়ি যেন হরি দিয়ে বৈকুণ্ঠে পাঠিও না। তা নই্‌লে তোমায় সাফ ব'লছি,—আমি বামুনের ছেলে, হোম ক'রতে তোমায় আবাহন ক'রে ঘি'র বদলে জল ঢেলে দেব। ... ১৬

অগ্নি। আচ্ছা, তোমার রাজার জন্যে এত দরদ, তোমার আপনার দশা কিছু ভাব না?

বিদূ। আরে দেবতা, ওই যে তোমার ঠেলায় প'ড়ে বিশ বার হরি হরি ব'ল্লুম, একবার নাম ক'র্‌লে ত'রে যায়! আমার উপায় হয়েছে, তোমায় ভাব্‌তে হবে না। ২১

অগ্নি। ধন্য ধন্য তুমি দ্বিজোত্তম!
হরি-ভক্ত তোমা সম নাহি ত্রিভুবনে।
হরির মহিমা তোমা সম কেবা জানে!
এক নামে মুক্তি পায় নরে,

এ বিশ্বাস হৃদে যেই ধরে,
এ ভব-সাগর গোষ্পদ সমান তার।
হে ব্রাহ্মণ, অসামান্য বিশ্বাস তোমার,
তুমি যার হিতকারী, তার কিবা ডর!
রণে বনে দুর্গমে সে তরে,
অন্তে পায় হরির চরণ। ... ৬

বিদূ। যেও না দেবতা! আমি খুব চটকদার বামুন, আগাগোড়া তা বুঝে নিয়েছ, মোণ্ডা পেলেই প্রাণ ঠাণ্ডা হয়! আমায় আর কৃপায় কাজ নেই; তুমি বল যে রাজার কোন ভয় নেই, তারপর সকলকে জিব বা'র ক'রে ঘি খাও, আমায় একটু দাও বা না দাও;—ভাল-মন্দ একটা ব'লে যাও। ১১

অগ্নি। ব্রাহ্মণ, তুমি যার প্রতি সদয়, তার কোন আশঙ্কা নাই।

বিদূ। আমার সদয়-নিদয়ের কথা নয়, তুমি পরিষ্কার ব'লে যাও, রাজার কোন ভয় নেই; দয়াময় হরি এসে তাড়াতাড়ি না উদ্ধার করেন, দিনকতক মহারাজের রাজ্য যেন ভোগ হয়।

অগ্নি। তুমি নিশ্চিন্ত হও, রাজার কোন ভয় নেই। ... ১৬

বিদূ। তবে দেবতা, তোমায় প্রণাম করি, আস্তে আস্তে সরি।

[প্রস্থান।

অগ্নি। দ্বিজোত্তম অতি বিচক্ষণ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

মদনমঞ্জরী, বসন্তকুমারী ও সখিগণ।

সখিগণ।— (গীত)

নটমল্লার (মিশ্র)—খেম্‌টা।

প্রাণ কেমন কেমন করে সজনি !
কেন এল না গুণমণি।
ভুলে তো থাকে না সই,
শুকালো কমল-মালা বল এলো কই,
কোমল প্রাণে কত সই ; ... ৫
কেন এল না, বল না, আনি গে চল না,
কিসে রমণী বাঁচে, ধনি, বিহনে হৃদয়মণি।

মদনমঞ্জরী। সখি, আজ আমার কিছু ভাল লাগ্‌ছে না, আমার প্রাণের ভিতর যেন আগুন জ্বল্‌ছে, তিনি কেন এখনও এলেন না ?

বসন্ত।৹ আমার নয়ন-মণি, গুণমণি, না হেরে প্রাণ কেমন করে ;
কে লো হায় নিদয় হ'য়ে, হৃদয়-নিধি রাখ্‌লে ধ'রে।
যদি সে যত্ন করে, রাখুক ধ'রে, তায় ত আমার নাইকো মানা ;
বারেক হেরে ফিরে দেব, একবার এনে প্রাণ বাঁচা না।
দেখ্‌ব কেবল চোখের দেখা, তারি রতন থাক্‌বে তারই ;
পলকে প্রলয় আমার, না দেখে কি রইতে পারি ? ... ১৫
শুকালো ফুলের মালা, প্রাণের জ্বালা বাড়লো তত,
যদি সই না পাই তারে, দেখে জুজুই কতক মত।
সে তো সই নয় লো আমার, মজেছি সই আমার জেনে,
বলে দে জানিস্ যদি, কি দিয়ে সই তারে কেনে ?

বুঝি হায় অযতনে, অভিমানে গেছে চলে ;
যা লো যা আন্‌লো তারে, মিষ্টি ক'রে বুঝিয়ে ব'লে।

মদনমঞ্জরী। সত্যি আজ—

বসন্ত। সত্যি নয় ত কি মিছে ?
ও লো সই, সত্যি বলি, মনের কলি ফুটেছে হায় যারে দেখে ;
বল না, মন কি বোঝে, চোখের আড়ে তারে রেখে ? ৬
পল ব'য়ে যায় যুগের মত, সে বিনা সব দেখি আঁধার ;
আমি তায় আমার জানি, বিকিয়ে পায় হ'য়েছি তার।
সে যদি সই, পায়ে ঠেলে, প্রাণে বড় দাগা লাগে ;
মনে হয়, পর ত সে নয়, সে যে আমার প্রাণে জাগে।

মদনমঞ্জরী। সই,
পরিহাস কর পরিহার ! … … ১২
কে জানে লো কেন কাঁদে প্রাণ ;
যেন হৃদাগার শূন্যময় মম,
যেন কোথা শুনি রোদনের ধ্বনি !
কেন লো সজনি,
গুণমণি এখন' এলো না ?
নহে সখি, প্রেমের প্রলাপ, … … ১৮
ছার প্রেম ক্ষার দিই তায় ;
প্রাণনাথ থাকুন কুশলে,
নাহি চাই ভালবাসা, মিষ্ট সম্ভাষণ,
নাহি চাই দরশন তাঁর।
প্রাণপতি আছেন কুশলে,
যদি কেহ বলে, … … ২৪
যাই চ'লে নিবিড় অরণ্য-মাঝে ;

সই, নহি আর প্রয়াসী তাঁহার।
কেন হৃদিপদ্মে উঠে হাহাকার,
যেন কঙ্কণ খসিয়ে পড়ে,
সিন্দূর মলিন যেন শিরে।
যাও, সখি, যাও— ৫
দেখ'—কোথা প্রাণেশ্বর মম।
ওই শুন গুন্ গুন্ ধ্বনি,
যেন কে রমণী কাঁদে শোকাতুরা ;
সেই স্বরে, এক তারে, কাঁদে মম প্রাণ !
সজনী লো এনে দাও প্রাণেশ্বরে। ... ১০

বসন্ত ও লো তোর নিত্যি নূতন ঢং,
বালাই বালাই, ছাই মুখে তোর, একি আবার রং !
অমন কথা বল্‌বি যদি আর,
চলে যাব তোর সোহাগের মুখে দিয়ে ক্ষার।
তোর মনের মুখে নুড়ো জ্বালি, মন নিয়ে তুই থাক্ ; ১৫
আর কি খুঁজে পাও নি সোহাগ ? এমন সোহাগ রাখ্।

মদনমঞ্জরী। সই !
শুন শুন এখন' সে রোদনের ধ্বনি,
দূরে ক্ষীণস্বরে কাঁদে কে রমণী।
ওই শুন, ওই শুন, ... ২০
প্রাণ আর বুঝাইতে নারি !
যাও ত্বরাত্বরি,
দেখ কোথা প্রাণেশ্বর মম।
ওই শুন, ওই শুন,
পুনঃ পুনঃ উঠে মৃদু রোল ; ... ২৫

কেন কাঁদে অন্তর আমার !
কি হলো, কি হলো,
মন না বুঝাতে পারি ;
বল, সখি, এ কি বিড়ম্বনা,
প্রাণনাথ কেন লো এলো না ? ... ৫
চল যাই, দেখি কোথা পাই,
কোন মতে ধৈর্য্য নাহি মানে মন।

(নেপথ্যে প্রবীরকে দেখিয়া)

বসন্ত। আয় লো আয়,
নিয়ে দু'জনার বালাই আমরা চ'লে যাই।
প্রাণনাথ এলো কি না ভাবছ তাই ? ... ১০
একলা ব'সে নিরিবিলি চিরকাল ভোগ কর।

(গীত)

হাম্বির-মিশ্র—ত্রিতালি।

এলো তোর প্রাণবঁধু এলো !
টেনেছ প্রেমের ডুরি, লুকিয়ে কোথায় থাক্‌বে বল ?
ওলো এত কি মানা, হাতে ধ'রে কাছে বসা না,
নইলে সই, বল্‌বে বঁধু, সোহাগ জানে না ;— ... ১৫
ও লো গরব কিসের তোর,
যার গরবে গরবিণী কর্ তারে আদর ;
থাক্ থাক্ মান তুলে রাখ্, মানে কি লো এল গেল !

(প্রবীরের প্রবেশ)

প্রবীর। কেন প্রাণেশ্বরি, বিমলিনী হেরি,'
প্রভাত-সমীরে কমলে নীহার যথা ঝরে, ... ২০

কেন আঁখি-জল ঝরে অবিরল,
কেন বিধুমুখে হাসি না নেহারি ?
কেন লো করেছ অভিমান ?
বিলম্বে কি ব্যাকুলা হয়েছ ?
অন্তরে অন্তরে চাঁদমুখ তোমার বিহরে, … ৫
তোরই তরে দেরী এত।
মুছ আঁখি-জল, মন-প্রাণ হতেছে বিকল,
তোল মুখ, হেসে কথা কও,
কেন অধোমুখে রও ?
পায়ে ধরি মান ভিক্ষা দাও। … ১০

মদনমঞ্জরী। রাখ রাখ মিনতি আমার,
প্রাণনাথ, কত বল ! বুঝিতে না পারি,
কেন আঁখি-বারি সম্বরিতে নারি,
তুমি পাশে—
তবু কেন হুতাশে পরাণ কাঁদে ? … ১৫
বল বল কি হলো আমার !

প্রবীর। বিলম্ব যে-হেতু মম, শুন লো প্রেয়সি,—
রাজপথে করিতে ভ্রমণ,
সর্ব্ব-সুলক্ষণ তুরঙ্গম হেরিলাম ধায় দূরে,
তখনি অমনি তোমারে পড়িল মনে। … ২০
মনোহর বাজী,
নেচে চলে ফুল-হারে সাজি,
সাধ হ'লো ধ'রে আনি দিব তোরে।
ধাইলাম অশ্ব ধরিবারে।
হাওয়ায় হারায় বলবান্ হয়, … ২৫

ছুটিলাম পাছে পাছে তার ;
শ্রম-জল ঝরে অনিবার,
তবু পাছে ধাই তার ;
পাছে করি বহু বনরাজী—
ধরিলাম বাজী, ... ৫
আনিয়াছি আদরে তোমারে দিতে।

মদনমঞ্জরী। আচম্বিতে কোথা হ'তে এলো হেন হয় ?
ভয় হয়—মায়া ত এ নয় !

প্রবীর। চিন্তা ত্যজ সুবদনি, মায়া ইহা নয়।
অশ্ব-ভালে রয়েছে লিখন— ... ১০
অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী রাজা যুধিষ্ঠির.
যজ্ঞ-অশ্ব দেশে দেশে ফেরে,
অর্জ্জুন রক্ষক তার।
লিখিয়াছে অহঙ্কারে,—
'ঘোড়া যে ধরিবে, ... ১৫
ফাল্গুনী বধিবে তারে'।

মদনমঞ্জরী। পায়ে ধরি, প্রাণনাথ, দেহ ঘোড়া ছাড়ি !
ননদিনী-মুখে বার্ত্তা শুনি,
মহাবীর পাণ্ডব ফাল্গুনী ;—
খাণ্ডব-দাহনে ২০
পরাজয় ক'রেছিল দেবগণে,
বাহু-যুদ্ধে মহেশে তুষিল,
দেব অরি নিবাতকবচে নিপাতিল,
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ পায় পরাজয়,
সর্ব্বত্র বিজয়; ২৫

	সেই হেতু বিজয় তাহার নাম।	
প্রবীর।	জানি, সতি, মহারথী বীর ধনঞ্জয়।	
	অনলের বরে,	
	হেন অরি মিলিয়াছে ঘরে,	
	এতদিনে মিটিবে সমর-সাধ। …	৫
মদনমঞ্জরী।	যুঝিতে কি চাও, প্রভু, অর্জ্জুনের সনে ?	
প্রবীর।	চমৎকৃত কেন চন্দ্রাননে ?	
	সত্য যেই ক্ষত্রিয়নন্দন,	
	রণ তার চির আকিঞ্চন ;	
	উচ্চ অধিকার— … …	১০
	ক্ষত্রিয়ের সম আছে কার ?	
	সম মান জীবনে মরণে।	
	হ'লে রণজয়, মান্য লোকময় ;	
	পড়িলে সমরে, দম্ভভরে যায় স্বর্গপুরে।	
	তুমি ক্ষত্রিয়কুমারী, … …	১৫
	সমরে কি ডর তব ?	
	রণসাজে বীরাঙ্গনা সাজায় পতিরে,	
	হাসিমুখে সমরে যাইতে কহে।	
মদনমঞ্জরী।	রাখ, নাথ, দাসীর মিনতি,	
	ছেড়ে দাও হয়, ..	২০
	পাণ্ডব-সংহতি ক'রো না ক'রো না বাদ।	
	পাণ্ডবেরে কেহ নারে জিনিতে সমরে,	
	নারায়ণ রথের সারথি,	
	ভুবন-বিজয়ী ধনঞ্জয়।	
প্রবীর।	হেন হেয় পতি সাধ কি রে তোর ? …	২৫

অহঙ্কারে ধরিয়াছি ঘোড়া,
প্রাণ-ভয়ে দিব ছেড়ে ?
সম্মুখ-সংগ্রামে পাণ্ডবে না ডরি,
নাহি ডরি নারায়ণে।

মদনমঞ্জরী। ক্ষম দোষ, পাণ্ডব-সহায় হরি, ... ৫
ডরি, পাছে রুষ্ট হন জনার্দ্দন।

প্রবীর। নিজ-কর্ম্ম করিলে সাধন,
রুষ্ট যদি হন জনার্দ্দন,
নারায়ণ কভু তিনি নন।
ধর্ম্মের স্থাপন-হেতু হন অবতার ; ... ১০
নিজ-ধর্ম্মে রুচি আছে যার,
তার প্রতি বহু প্রীতি তাঁর ;
তবে কেন ভাব অকারণ ?
ধনু-করে ক্ষত্রিয় শমনে নাহি ডরে।
যাও, প্রিয়ে, মাতার সদন, ... ১৫
পিতৃসন্নিধানে
যাই আমি দিতে সমাচার।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পাণ্ডব-শিবির

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন

অর্জ্জুন। অকস্মাৎ কেন, সখা, ত্যজিয়া হস্তিনা,
দাসে আসি দিলে দরশন ?
ও রাজীব-চরণ-প্রসাদে,
করিতেছি অনায়াসে রাজাগণে জয় ;
ভয়ে হয় নাহি ধরে কেহ। … ৫
কভু যদি কেহ অশ্ব ধরে,
অশ্ব-ভালে লিখন নেহারে,
সভয় অন্তরে—
মিনতি করিয়ে কত, বাজী দেয় ফিরে।
বিশ্বজয়ী অধ্যক্ষ-সকল, … … ১০
কেহ নাহি হৃদে বাঁধে বল,
রাখিতে যজ্ঞের হয়।
শুন দয়াময়, পাণ্ডবের সর্ব্বত্র বিজয়,
বিপদ-ভঞ্জন নাম স্মরি’।
শ্রীকৃষ্ণ। শুন সখা, … … ১৫
যে হেতু এসেছি হেথা আজ ;
নীলধ্বজ রাজার তনয়
ধ’রেছে যজ্ঞের বাজী,
মহাবীর প্রবীর তাহার নাম ;

জাহ্নবীর বরে
শিব-অংশে জন্মেছে কুমার,
শূলী-সম বলী রথী,
সমরে তাহার নিস্তার নাহিক কার।
ভাবি পাছে যজ্ঞ-বিঘ্ন হয়। … … ৫

অর্জ্জুন। যজ্ঞেশ্বর, বিঘ্ন-বিনাশন,
বঞ্চনা ক'র না দাসে।
তুমি সখা যার,
ত্রিভুবনে কি অসাধ্য তার!
কি ছার প্রবীর ওহে শ্রীমধুসূদন! … ১০
কৃপায় তোমার,
দুস্তর কৌরব-রণে পেয়েছি নিস্তার,
কালকেয় করিয়াছি ক্ষয়,
বিজয়-চরণ স্মরি'।

শ্রীকৃষ্ণ। দেব নর গন্ধর্ব্ব কিন্নর— … … ১৫
বিদিত হে বাহুবল তব,
কিন্তু জেন' দেবকৃপা বলবান্।
যার প্রতি দেব রুষ্ট নয়,
শুন ধনঞ্জয়,
ত্রিভুবনে নাহি সাধ্য বিনাশিতে তারে। … ২০
দেব-বরে দেব-অংশে জন্মেছে কুমার,
দেবের প্রসাদে
মাতৃভক্তি অপার তাহার।
সত্য কহি,
শক্তি নাহি ধরে ষড়ানন— … … ২৫

বিমুখিতে মাতৃভক্ত যোধে।
মাতৃ-পদধূলি বীর নিত্য ধরে শিরে,
ম্রিয়মাণ ডরে মম চক্র আসে ফিরে,
পাছে ভস্ম হয়।
মাতৃভক্ত মহাতেজা! ৫
প্রবীরে নিবারে বীর নাহি ত্রিভুবনে।

অর্জ্জুন। গর্ব্ব, মান, বীর-অহঙ্কার—
পাণ্ডবের তুমি হরি!
আদেশে তোমার
অশ্বমেধ হইয়াছে আয়োজন, ... ১০
নারায়ণ, নাহি লয় মন
তাহে কভু বিঘ্ন হবে।
তব যজ্ঞ-ভার, পাণ্ডব তোমার,
তুমি প্রভু, দাস মোরা সবে।
চিন্তামণি সহায় যাহার, ... ১৫
কিবা চিন্তা তার;
নিজ-কার্য্য উদ্ধার', কেশব!

শ্রীকৃষ্ণ। শিব-বলে বলী বীর প্রবীর কুমার,
শিব-পূজা বিনা কার্য্য না হবে উদ্ধার।
ধ্যানযোগে চল যাই কৈলাস-আলয়, ... ২০
চল কুঞ্জবনে নিভৃতে বসি গে ধ্যানে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

জনার কক্ষ

জনা ও প্রবীর।

প্রবীর। দাও, মা গো, সন্তানে বিদায়,
চ'লে যাই লোকালয় ত্যজি।
ক্ষত্রিয়-সন্তান অপমান কেন সব?
ধরিয়াছি পাণ্ডবের হয়,
আদেশ পিতার— ৫
ফিরে দিতে অর্জ্জুনেরে;
পিতৃ-আজ্ঞা না হবে লঙ্ঘন,—
করি' অশ্ব অর্জ্জুনে অর্পণ,
চলে যাব যথা ল'য়ে যায় আঁখি!
বৃথা ধনু ধরেছি মা করে, ... ১০
বিফল জীবন,
শত্রু-ভয়ে অস্ত্র ত্যজি' দাসত্ব করিব!
বীর-দম্ভে অশ্ব-ভালে ক'রেছে লিখন
রণে আবাহন করি,—
ত্যজি' রণ ক্ষত্রিয়-নন্দন ১৫
পরাজয় মানি লব—
হেন প্রাণ কেন মা রাখিব?
কেন মা গো, ধ'রেছিলে গর্ভে মোরে!

জনা। বৎস, ত্যজ মনস্তাপ,

প্রবলপ্রতাপ পাণ্ডব ফাল্গুনী শুনি।
তুমি নৃপতির নয়নের নিধি,—
তাই রাজা নিবারে তোমারে
সমরে যাইতে যাদুমণি!
বলবানে পূজা-দান আছে এ নিয়ম, ... ৫
রণস্থলে বীর করে বীরের আদর।
শুনিয়াছি নরনারায়ণ ধনঞ্জয়,
লজ্জা নাহি হেন জনে সম্মান প্রদানে।

প্রবীর। ডরে পূজা—ঘৃণা করে বীর।
ফিরে দিতে যাই যদি বাজী, ... ১০
ঘৃণায় অর্জ্জুন
কথা নাহি কবে মম সনে;
ফিরায়ে বদন বীরগণ হাসিবে সকলে।
শুনি, মাতা, জাহ্নবীর বরে
পাইয়াছ মোরে; ১৫
কাপুরুষ পুত্র কি দেছেন ভাগীরথী?
রণে যদি না যাই জননি,
দেবতার হবে অপমান।
মা গো, তব পদে মতি,
তোমার চরণ মম গতি, ... ২০
অক্ষয় কিরীট শিরে তোর পদধূলি,
মাতৃনাম অক্ষয় কবচ বুকে,—
সম্মুখ-সমরে বিমুখ কে করে মোরে?

জনা। নয়ন-আনন্দ তুমি জীবন আমার,
ভাবি মনে, পাছে তোর হয় অকল্যাণ! ... ২৫

প্রবীর। রণ-মৃত্যু হ'তে কিবা আছে মা কল্যাণ?
কে কোথায় ক্ষত্রিয়-রমণী
সন্তানে অঞ্চলে ঢাকি রাখে?
কুলাঙ্গার পুত্র কার কামনা জননি?
ক্ষত্রিয়-নন্দিনী কার ভীরু পুত্র-সাধ? ... ৫
পিতার নিষেধ যদি,
না করিব রণ, ফিরে দিব হয়,
কিন্তু লোকময় কলঙ্ক-ভাজন—
রাখিব জীবন ছার,
মনে স্থান দিও না জননি! ... ১০
রণে যদি যেতে মোরে মানা,
বন্দিয়া চরণ—
বিদায় হইয়া যাই জন্মের মতন।

জনা। স্থির হও, আমি বুঝাইব ভূপে।
হয় হো'ক যা আছে মা জাহ্নবীর মনে, ... ১৫
রণ-সাধ যদি তোর, রণ পণ মম।

প্রবীর। ধরি তোর পদধূলি শঙ্করে না ডরি।

(নীলধ্বজ ও বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক। এই যে মায়ে-পোয়ে একত্র হ'য়েছেন! নিশ্চয় দামোদর আসছেন, সন্দেহ নাই; অগ্নি-দেবতার বর কি আর বিফল হয়? মনে ক'চ্ছ রাজা, রাণী ঠাকরুণ বোঝাবেন; উনি না ঢাল খাঁড়া ধ'রে রণাঙ্গনা হ'য়ে দাঁড়ান, ও আমার মুখের ভাবেই মালুম হ'য়েছে। আপনি ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে ব'লেছেন, কেঁদে দুলাল রাণীর কাছে এসেছে! সকাল থেকে পুরে হরি হরি রব, এ কি বিফল হয়? ২৫

নীলধ্বজ। রাণি, নিবার কুমারে তব,
চাহে রণ অর্জ্জুনের সনে !
অবোধ বালক,
নাহি জানে পাণ্ডব-বিক্রম !
শঙ্করে যে বাহুযুদ্ধে তোষে, ...
ত্রিভুবনে যার যশ ঘোষে,
অবোধ নন্দন দ্বন্দ্ব চাহে তার সনে ;
নহে, কহে—'ত্যজিব জীবন'।
সভয়ে কহিল হুতাশন—
অর্জ্জুনেরে পূজা দিতে ; . ১০
বাজী ফিরে দিতে, পুত্রে বুঝাও মহিষি !
জনা। তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য মম মহারাজ !
কিন্তু প্রভু, ক্ষত্রিয়-জননী,
রণে যেতে পুত্রে কেন করিব নিষেধ ?
কতদিন শুনেছি শ্রীমুখে, ... ১৫
যুদ্ধ কর্ম্ম ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের ;
চাহে পুত্র ক্ষত্র-ধর্ম্ম করিতে পালন,
মা হ'য়ে কি হেতু কহ করিব বারণ ?
বিদূ। বুঝ্‌লেম, ত্রিভঙ্গ মুরারি শীঘ্র এসে পুরী অধিকার ক'চ্ছেন, তার আর সন্দেহ নাই। করুণাময়ের কৃপা-বলে হাহাকার উঠ্‌লো ব'লে ! থাকি চেপে. বরং নিস্তার আছে রাজার কোপে। ... ২১
নীল। শুন সখা, কি বলে মহিষী !
বিদূ। আজ্ঞে হাঁ—ব'ল্‌ছেন—ব'ল্‌ছেন্—
জনা। তব উপদেশ কিবা কহ দ্বিজোত্তম ? .
বিদূ। আজ্ঞে হাঁ,—সত্যি তো, সত্যি তো—তাই তো—তাই তো, তাই

তো—(স্বগত) মাগী এখন রণমুখী, উগ্রচণ্ডাকে কে ক্ষেপায় বাবা !

নীল বাতুল হ'য়েছ রাণি,
হেন বাণী সে হেতু তোমার।
সমর পাণ্ডব-সনে কভু কি সম্ভবে ? ... ৫
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ জগতে বিদিত ;
দেবতা-মণ্ডলে—
পরাজয় পুরন্দর পাণ্ডব-সমরে !

জনা পাণ্ডবে পূজিতে সাধ নাহি হে রাজন্,
পাণ্ডবের কীর্ত্তি গান— ... ১০
শ্রবণে নাহিক সাধ মম।
জানি প্রভু, তোমার চরণ ;
পূজা করি জাহ্নবীরে ;
ক্ষত্রিয়-নন্দিনী, মম পাণ্ডবে কি ডর ?
দেব-বরে দেব-সম জন্মেছে কুমার, ... ১৫
ক্ষত্র-ধর্ম্ম আচরণে করিয়াছে সাধ,
তাহে বাদ কি কারণে সাধ' নরনাথ ?

নীল পতনের অগ্রগামী হেন বুদ্ধি রাণি !
এই বুদ্ধি করি' দুর্য্যোধন
হইয়াছে সবংশে নিধন ; ... ২০
ধ্বংসপ্রায় ক্ষত্রকুল এ বুদ্ধি-প্রভাবে।
কৃষ্ণার্জ্জুন-সনে বাদ নরে না সম্ভবে ;
বিধাতা বিমুখ যার রন্ধ্রগত শনি,
হেন বুদ্ধি ওঠে তার ঘটে।
পূজ্য জনে পূজা-দানে অসম্মত যেই, ... ২৫

তার নাহি সম্মান জগতে।
কৃষ্ণার্জ্জুন নর-নারায়ণ,
অবতার হরিতে ধরার ভার,
নরশ্রেষ্ঠ পূজ্য লোক-মাঝে।
দুষ্টবুদ্ধি নাহি হবে যার, ... ৫
কৃষ্ণার্জ্জুনে অবশ্য পূজিবে,
নহে, দুর্য্যোধন-সম অবশ্য মজিবে।

জনা। হীনবুদ্ধি নারী, বুঝিতে না পারি—
কেমনে মজিল দুর্য্যোধন!
হ'য়ে সসাগরা ধরণী-ঈশ্বর ... ১০
কাটাইল অতুল প্রতাপে,
অতুল গৌরবে পড়িল সম্মুখ-রণে!
জীবনে মরণে শ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন।
পূজ্য জনে পূজা-দান অবশ্য বিধান,
পূজা-আশে আসে নাই ধনঞ্জয়;— ... ১৫
দিয়ে লাজ ক্ষত্রিয়-সমাজে
বীর-দম্ভে ফেরে ল'য়ে বাজী;
যেন কহে,—
'আছ কেবা কোথা শক্তিমান্,
আগুয়ান হও রণে'। ... ২০
হেন রণ-আবাহন উপেক্ষা যে করে,
শত ধিক্ হেন অস্ত্রধরে,
মৃত্যু শ্রেয়ঃ হেয় প্রাণ হ'তে।
পুত্রের কল্যাণ, প্রভু, কর কি কামনা?
কেন তবে দাও তারে কলঙ্কের ডালি? ... ২৫

ক্ষত্রোচিত গৌরব-ইচ্ছায়
পুত্রবর চায় রণে যেতে,
পরাজিতে দাম্ভিক অরিরে ;
মন্দ যদি তায় কভু হয় নরনাথ,
না করিব বিন্দু অশ্রুপাত, ... ৫
প্রফুল্ল-নয়নে—
নন্দনে হেরিব রণস্থলে ;—
বীর-মাতা পুত্রের বীরত্ব করে সাধ।
যদি হয় জয়, পূজা লোকময়
পাইবে নন্দন মম। ... ১০
উচ্চ কার্য্যে ব্রতী সুতে কভু না বারিব,
তুমিও না নিবার, রাজন্!

নীল। বুঝিলাম দৈব বিড়ম্বনা,
নহে কেন হেন বুদ্ধি ঘটিবে তোমার!
বংশের দুলালে চাও অর্পিতে শমনে? ... ১৫
ব্রহ্মশির পাশুপত অস্ত্র করগত,
নিবাতকবচ হত প্রভাবে যাহার,
রণ-সাধ তার সনে?
বিড়ম্বনা বিনা জন্মে হেন বুদ্ধি কার!
যতক্ষণ নাহি রোষে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন, ... ২০
সযতনে দুইজনে আনিয়ে আলয়ে,
বহুমানে ফিরে দিব হয়।
রণ যদি আকিঞ্চন তব বীরাঙ্গনা,
যাও রণে নন্দনে লইয়ে ;—
জেনে শুনে করিব না নারায়ণে অরি। ... ২৫

জনা। দেহ আজ্ঞা,—যাব রণে নন্দনে লইয়ে,
আজ্ঞা মাত্র চাই,—
এক গোটা পদাতিক সঙ্গে নাহি লব,
তনয়ে করিব রথী, সারথি হইব,—
নারায়ণে ভেটিব সম্মুখ-রণে। … ৫
নারায়ণ অরি-রূপী যার,
করগত গোলোক তাহার।
সুসময় উদয় ভূপাল,
অরি-রূপে নারায়ণ আসিয়াছে ঘরে!
রাজ্য ছার, জীবন অসার, … ১০
অতুল গৌরব ভবে রাখ, নরবর,
কৃষ্ণ-সখা অর্জ্জুনের সনে বাদ করি।
ব'য়ে যায় জাহ্নবীর পূজার সময়,
বিদায় চরণে এবে।
যথা ইচ্ছা কর নরপতি, … … ১৫
পতি তুমি—কত আর কব,
রণে যেতে পুত্রে কভু আমি না বারিব।

[প্রস্থান।

নীল। রাখ বাক্য, রণ-সাধ ত্যজহ প্রবীর!
প্রবীর। দাস পদে আজ্ঞাবাহী, দেব,
আজ্ঞা তব অবশ্য পালিব। … ২০
কিন্তু তাত,
নিবেদন করি শ্রীচরণে,
কলঙ্ক-কালিমা-মাখা কুৎসিত বদন

লোকে কভু না দেখাব আর।
কহ কিবা আজ্ঞা, দেব, কিঙ্করের প্রতি ?

নীল। যাও পুত্র,
ডাকি আন বৈশ্বানরে মন্ত্রণা-ভবনে,
মন্ত্রণার মত কার্য্য করিব পশ্চাতে। ... ৫

[প্রবীরের প্রস্থান।

বিদূ। আর কি মন্ত্রণা ? যদি ভালাই চাও, ঘোড়া নিয়ে ফিরিয়ে দাও। আর যদি রাণীর কথা শোন, তা হলেই কিছু গোলযোগ ; কিন্তু মাগী যখন ক্ষেপেছে, হানাহানি না হ'য়ে যে যায়, এমন ত বুদ্ধি যোয়ায় না ! একে সকাল থেকে হরি হরি, তাতে রাজ-কার্য্যে নারী, তার উপর বেজায় বাঁকোয়ারা সুত, কিছু না কিছু জুত আস্‌ছে নিশ্চয় ! মন্ত্রণা ক'রে কি হবে বল ? যা হয় একটা ক'রে ফেল। হরি হে ! তোমার মহিমা তুমিই নিয়ে থেক, অন্তিমকালে দেখ', আর রাজবাড়ীতে ছুটো যোগুার পথ রেখো। ... ১৩

নীল। বল দেখি, সখা, এখন উপায় ?

বিদূ। রাজারাজ্‌ড়া গেল তল, বামুন এখন উপায় বল,—উপায় বড় যোয়াচ্ছে না।

নীল। যা হবার হবে, যুদ্ধ করি।

বিদূ। তাই করুন, রথে চেপে ধনুক ধরুন।

নীল। কিন্তু জয়-আশা ত কোন মতেই নাই। ... ১৯

বিদূ। আশায় লোক বেঁচে থাকে, নিরাশা ধ'রে যদি কাজ করেন, কাজটা নূতন হয় বটে, কিন্তু শেষটা কি ঘটে, সেই একটা কথা।

নীল। বিপদে কাণ্ডারী শ্রীহরির স্মরণ করি।

বিদূ। অমন কাজ কদাচ ক'রবেন না, মহারাজ ! কাঙ্গালের এই কথাটি

রাখুন। কৃপাময় হরিকে ডেকে ঐহিকের ভালাই কারু কখন হয় নি। আমি সাত দিন যদি মোণ্ডা খেতে না পাই, মনে এলেও নাম মুখে আনি নে! কি জানি বাবা, কে কখন বৈকুণ্ঠ থেকে রথ আন্‌ছে, চতুর্ভুজ হ'লে পাশ ফিরে শুতে পারব না। মহারাজ, ওইটী আমার মিনতি, বাঁকা ঠাকুরকে স্মরণ ক'রবেন না। আর তেত্রিশ কোটি দেবতা আছেন, যাঁরে ইচ্ছে হয়, ডাকুন। বাঁকাঠাকুর সোজা পথে চ'ল্‌তে শেখেন নি। মুনি-ঋষিরা বলে—শোনেন না,—'যদি বাঁকাটীকে চাও ত সৃষ্টি-সংসার ভাসিয়ে দাও, কপ্নি নাও'। লোকে ভয়ে কেবল দয়াময় বলে, কিন্তু দয়াময় কেবল ফিরচেন—কার উপযুক্ত ছেলে শ্রীচরণে রাখ্‌বেন, কোন্ সতীর কঙ্কণ খুল্‌বেন, কোন্ কুল নির্ম্মূল ক'রে গোপাল হ'য়ে ননী খাবেন! করুণাময়ের চরিত্র শুনে আমার আক্কেল জন্মে গিয়েছে। মহারাজ, ভোরের বেলা রজকের মুখ দেখে উঠি, সেও ভাল, তবু শ্রীহরি স্মরণ ক'রে কখনও উঠ্‌ছি নি। দয়াময়ের নাম যে নিয়েছে, সে ত সে,—তার চৌদ্দপুরুষ অকূলে ভেসেছে। ১৫

নীল। ছিঃ সখা, অকারণ কেন কৃষ্ণ-নিন্দা ক'চ্ছ?

বিদূ। নিন্দে কি মহারাজ! সংস্কৃত ক'রে এই কথা ব'ল্লেই স্তব হ'তো। মুনিরা যে মন্তর আওড়ায়, তার মানে বোঝেন? যতগুলি নাম বলে, তার মানে একজনের না একজনের সর্ব্বনাশ ক'রেছেন। নাম কি না মুরারি, নাম কি না ধনুর্ধারী, নাম কি না কংসারি, দানবারি, আরির একেবারে কেয়ারি! নাম কি না ননীচোর, নাম কি না বসনচোর, এই ছোট ছোট কাজগুলি প্রেমের কাজের ভেতর। যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা এক গাড়্ করে, যোগাড় ক'রে আপনার ভাগ্নে মারে, যে পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় রাখ্‌লে না, তাকে ডেকে উপায় হবে, কদাচ ভেব না। যদি ঐহিক সুখ চাও ত হরিনাম যেথা হয়,

কাণে আঙ্গুল দাও; আর যদি সকাল সকাল বৈকুণ্ঠে শুভাগমন বাসনা থাকে, বৈকুণ্ঠনাথের শ্রীচরণ হৃদয়ে ধ'রে বনবাসে যান। ভব-নদীর কাণ্ডারী কি না! নৌকা-ভরা লোক তো চাই, দেহ ধ'রে এসে দেশে দেশে ফিরে লোকের সর্ব্বনাশ ক'চ্ছেন তাই। ও মা, এই মারে তো এই মারে, কাট্ শিশুপালের মাথা, ফাঁড়্ জরাসন্ধকে। শুনেছি, ধরার ভার হরণ ক'রতে এসেছেন, তা ধরার ভার বেশ হাল্কা ক'রে যাচ্ছেন বটে! ... ৭

নীল। কৃষ্ণ বিনা এ সঙ্কটে না হবে উপায়;
কৃষ্ণের রাজীব-পায় লইব আশ্রয়। [প্রস্থান।

বিদু। হরি হে, তোমার দোহাই—শীঘ্র না চরণ পাই। দুটো মোণ্ডা খেতে এসেছি, দু'দিন খেয়ে যাই। [প্রস্থান। ১১

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কৈলাস পর্ব্বত—উপত্যকা

মহাদেব, প্রমথগণ ও যোগিনীগণ।

প্রমথগণ— (গীত)

দেশকার—তাল লোফা।

ভোলানাথ পঞ্চমুখে গায়।
হরিনাম প্রেমভরা হরি বলি আয়॥
নাচ ভাই হরি ব'লে, নামে রস উথ্‌লে চলে,
কর নাম বদন ভ'রে, নামে মন মাতায়॥ ... ১৫

হরিনাম কর্‌বি যত, সাধের তুফান উঠ্‌বে তত,
সাধে সাধ সাগর হ'য়ে উজান ব'য়ে যায়।
হরিনাম যে জানে না, রস জানে না তার রসনা ;
নামে কারু নাইকো মানা, যে চায়, সে তো পায়।

মহাদেব। হরি বল, প্রমথমণ্ডল, ... ৫
নাচ হরি ব'লে বাহু তুলে !
প্রেম-নিকেতন, প্রেমের গঠন,
প্রেমিকের প্রাণ প্রেমময় ।
হরিনাম কীর্ত্তন কর রে কুতূহলে—
প্রেমানন্দ যে নামে উথলে, ... ১০
যে নামে উন্মাদ ভোলা।
হরি, হরি, বাঁশরী-বদন,
ব্রজনাথ, রাধিকারঞ্জন,
রাস-রসে-বিভোর-রসিকবর !
রসের সাগর উথলে রসের নামে ! ... ১৫
গোবিন্দ, গোবিন্দ, অপার আনন্দ,
বাঁকা শ্যাম, গুণধাম, আনন্দ-পুতলী,
বনমালী গোপিনীর প্রাণ।
উচ্চ রবে কর নাম-গান—
হরি, বল, হরি বল, বল হরি হরি ! ... ২০
উচ্চ রবে হরি বল, শিঙ্গা ;
হরিনাম বাজাও, ডমরু ;
কুলু কুলু রবে
হরিধ্বনি জটা-মাঝে কর, সুরধুনি ;
হরিনামে ত্যজ শ্বাস, ফণী ; ২৫

মাত, বৃষ, হরিনামোৎসবে ;
হরিনামে মত্ত হও, কৈলাসশিখর !
(শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ এবং
মহাদেব ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর আলিঙ্গন)

(গীত)

যোগিয়া—তাল লোফা।

যোগিনীগণ।—হরি, হরি, হরি,
প্রমথগণ।— হর, হর, হর,
উভয়ে।— কায়ে কায়ে মিল্‌লো ভালো। ৫
প্রমথগণ।—মদনদহন,
যোগিনীগণ।—মদনমোহন,
প্রমথগণ।— রজতবরণ,
যোগিনীগণ।— আধ কালো।
(আধ) গোপিনী-মোহন চাঁচর কেশ, ১০
প্রমথগণ।—(আধ) ঘনঘটা জটাজাল,
আধ ভস্ম-লেপন,
যোগিনীগণ।— চন্দন আধ, বনমালা,
প্রমথগণ।— হাড়মাল।
যোগিনীগণ।—আধ ভালে তিলক-ঝলক, ১৫
প্রমথগণ।— শিশু-শশী আধ ভাল।
যোগিনীগণ।—মণিকুণ্ডল দল দল দল,
প্রমথগণ।— ফণিকুণ্ডল করাল।
যোগিনীগণ।—আধ পীতবসন, ভুবনমোহন,
প্রমথগণ।— আধ বাঘছাল, ২০
যোগিনীগণ।—রক্তোৎপল যুগল চরণ,
উভয়ে।— হরি-হরের রূপে ভুবন আলো।

মহাদেব। জানি, পীতাম্বর,
পবিত্র কৈলাসপুরী কিসের কারণ।
কৈল জনা জাহ্নবী-অর্চ্চনা,
পুত্রের কামনা করি';
জাহ্নবীর অনুরোধে কিঙ্করে আমার ... ৫
পাইয়াছে জনা গুণবতী।
মহাশক্ত মাতৃভক্ত প্রবীর সুধীর,—
ত্রিভুবনে নাহি হেন বীর
নিবারিতে মহাশূরে;
কিন্তু পূর্ণ হয়েছে সময়, ... ১০
আনিব দাসেরে পুন কৈলাস-আলয়ে,—
অশ্বমেধ-যজ্ঞ পূর্ণ হবে।
মাতৃপদধূলি ল'য়ে পশিলে সমরে
শূল নাহি স্পর্শিবে তাহায়।
যাও ফিরে, কামদেব উপায় করিবে। ... ১৫
বিশ্বজয়ী কামের প্রভাবে
মাতৃনাম যেই দিন না লবে প্রভাতে,
সেই দিন নাশ তার।
যাও, ধনঞ্জয়,
সদয়া অভয়া তোর প্রতি। ২০
সখা তোর হরি—
হরি-ভক্ত—প্রাণ মম, বিদিত ভুবনে।
প্রবীরের শক্তি কালি করিতে হরণ
পাঠাইব পার্ব্বতীর প্রধানা নায়িকা।
শ্রীকৃষ্ণ। বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর গৌরীপতি ভোলা, ... ২৫

অনাদি পুরুষ সনাতন,
জগদ্‌গুরু কল্পতরু আশুতোষ হর,
মহেশ শঙ্কর,
দিগম্বর বৃষভবাহন,
জটাধর রজতভূধর, … … ৫
কিঙ্কর বিদায় মাগে;
প্রণমে পাণ্ডব,—পদে রেখো, ভূতনাথ।

অর্জ্জুন। পশুপতি, হীনমতি স্তুতি নাহি জানি।
বীর-সাজ দিয়াছ আমায়,
ধনু ধরি' ফিরি হে ধরায়,— … ১০
তব কার্য্যে নিমিত্ত, মহেশ!
কিঙ্করে, শঙ্কর, রেখ চরণ-অম্বুজে!

(গীত)

দেশমিশ্র—ঠুংরী।

যোগিনীগণ।—বনফুলভূষণ শ্যাম মুরলীধর, গোপিনীরঞ্জন বিপিনবিহারী।
প্রমথগণ।—বিভূতিছাদন বিষাণবাদন, ঈশান-ভীষণ শ্মশানচারী।
যোগিনীগণ।—দুকূলচোরা রাস রসিকবর, ১৫
প্রমথগণ।—উলঙ্গ ভৈরব ধূর্জ্জটি স্মরহর;
যোগিনীগণ।—রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু মঞ্জীর-গুঞ্জন,
প্রমথগণ।—ডমরু ডিমি ডিমি তাণ্ডব-নর্ত্তন;
যোগিনীগণ।—মানোন্মাদিনী, রঙ্গিণী-গোপিনী-মোহন মানভিখারী।
প্রমথগণ।—মুড় চন্দ্রচূড় হাড়-মাল-গল জটা-তরঙ্গিত-জাহ্নবী-বারি। ২০

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

জনার পূজা-গৃহ

(জনা পূজায় আসীনা)

জনা। মা জাহ্নবি, তোমার পাদপদ্ম পূজা ক'রে পুত্র কোলে পেয়েছি ; দেখ, মা, দাসীরে বঞ্চনা ক'র না ! মা হ'য়ে, মা, মার প্রাণে ব্যথা দিও না ! নিস্তারিণি, সঙ্কটে নিস্তার কর ; তোমার পাদপদ্ম এ কিঙ্করীর একমাত্র ভরসা। কলনাদিনি, হরশিরোবিহারিণি, দেখ, মা, অকূলে ভাসিও না ; ভবরাণি, ভবভাবিনি, জননি, বড় দায়ে ঠেকেছি। ৫

(স্তব)

তরঙ্গ-অঙ্গিনি, আতঙ্কভঙ্গিনি,
শিবশিরোরঙ্গিণি, শুভঙ্করি !
মাতঙ্গমর্দ্দিনি, মঙ্গলবর্দ্ধিনি,
মহেশবন্দিনি, মহেশ্বরি !
প্রবল প্রবাহিনি, সাগরবাহিনি, ১০
অভয়প্রদায়িনি, অভয়করা !
কুলু-কুলুনাদিনি কলুষবিবাদিনি,
ভক্তপ্রসাদিনি, দুরিতহরা !
পঙ্কজমালিনী, আশ্রিতপালিনী,
সন্তাপচালিনি, শ্বেতকায়া ! ... ১৫
বর দে, বরদে, জয় দে, জয়দে,
দেহি, শুভদে, চরণ-ছায়া।

(গীত)

রামকেলি—যৎ।

মা হ'য়ে, মা, মায়ের মনে ব্যথা দিও না, জননি,
সমর-সাগর-ঘোরে স'পি গো নয়নমণি।
স্মরি' পদ-কোকনদে, ঝাঁপ দিছি এ বিপদে,
পতিত দুস্তর হ্রদে, তার' পতিতপাবনি!
তুমি মা প্রসন্ন হ'য়ে, কোলে দিয়েছ তনয়ে,
অন্তরে, ডাকি মা ভয়ে, চাহ প্রসন্ননয়নি!

কেন রে মন, তুই থেকে থেকে কেঁদে উঠ্‌ছিস? আমার প্রবীরের অকল্যাণ হবে! যদি স্থির না হোস, আমি জাহ্নবীতটে ব'সে তীক্ষ্ণ ছুরিকায় বুক চিরে' তোকে বা'র ক'র্‌ব। হীনপ্রাণ, প্রবীর আমার জাহ্নবীর বরপুত্র, তার অমঙ্গল আশঙ্কা ক'রিস? আমি কি ক্ষত্রিয়পুত্রী নই? আমি কোথায় মঙ্গল-গান ক'রে হাস্য-মুখে কুমারকে যুদ্ধে বিদায় দেব, তা নয়, আশঙ্কায় অভিভূত হ'য়েছি! আমি অতি হীনা, যদি মন স্থির না কর্‌তে পারি, কালি প্রাতে জাহ্নবী-সলিলে প্রাণত্যাগ কর্‌ব। দেখ্‌ছি, আমি ক্ষত্রিয়-জননী নই,—চণ্ডালিনীর ন্যায় আমার আচার! বীরমাতা হ'য়ে বীরশ্রেষ্ঠ পুত্রের গৌরব-পথে কি কণ্টক হ'ব? কদাচ নয়,—জনার জীবন থাকৃতে নয়। প্রাণ, তুই বক্ষ বিদীর্ণ করে' বাহির হ', ক্ষতি নাই; আমি পণ ক'রেছি—রণ, রণ, রণ,—স্বয়ং জাহ্নবীর কথাতে বারণ হবে না। ১৮

(স্বাহা ও মদনমঞ্জরীর প্রবেশ)

মদনমঞ্জরী। মা, তোমার মিনতি চরণে,
রণে যেতে প্রাণনাথে কর মানা।
যমজয়ী রথিবৃন্দ-সনে

একা কেবা নিবারে অর্জ্জুনে ?
কর মানা, রণে যেতে দিও না, দিও না।
দুখিনী নন্দিনী—পদে পতি-ভিক্ষা চায়,
বঞ্চনা ক'র না তায় নিদয়া হইয়ে।
ও মা, দারুণ পাণ্ডব, সহায় কেশব, ... ৫
ইন্দ্রে জিনি' অনলে করিল পূজা,
হুতাশন হীনতেজ অর্জ্জুনের শরে।
রণে দে, মা, ক্ষমা,
হাহাকার তুল না গো রাজপুরে !

জনা। পতির মঙ্গল যদি চাহ, গুণবতি, ... ১০
ইষ্টদেবে পূজা কর পতির কল্যাণে।
রাজ-কার্য্য পুরুষের ভার,
অংশী তুমি কেন হও তার ?
জন্মিয়াছ ক্ষত্রিয়ের কুলে,
মালা দেছ ক্ষত্রিয়ের গলে, ... ১৫
রণ শুনি' বিষণ্ন হয়ো না, বালা।
ক্ষত্রিয়ের নিত্য বাধে রণ ;
জয় পরাজয়—
যুদ্ধে কিছু নাহিক নিয়ম ;
বীরাঙ্গনা পতিরে না বারে রণে যেতে। ... ২০
যদি শুনে থাক পাণ্ডব-কাহিনী,—
দ্রুপদ-নন্দিনী এলাইল বেণী,
স্বামিগণে সমরে উৎসাহ দিতে;
গভীর নিশায় বিরাট-আলয়
রন্ধনশালায় পশি', ... ২৫

ভীমে কৈল উত্তেজনা বধিতে কীচকে ;
শত ভাই কীচক নিধন তাহে।
উত্তর গোগৃহ-যুদ্ধে একক অর্জ্জুনে
বিরোধিতে রাম-জয়ী ভীষ্মদেব-সনে
পাঠাইল বীরাঙ্গনা ;— ৫
বীর-পত্নি, নিরুৎসাহ ক'র না পতিরে।
বীর-কার্য্যে ব্রতী তব পতি ;
নিজ-কার্য্যে রহ গুণবতি।
ত্যজি' ভয়, ক্ষত্রিয়তনয়া,
উচ্চ কার্য্যে স্বামীরে উৎসাহ কর দান। ... ১০

মদনমঞ্জরী। কৃষ্ণ-সখা অজেয় পাণ্ডব শুনি, রাণী,
তাই মা গো কেঁদে উঠে প্রাণ !
শুনেছি, মা, অমঙ্গল-ধ্বনি আজি,—
যেন দূরে,
মৃদু স্বরে কাঁদে কে প্রভুর নাম স্মরি' ; ... ১৫
মনে হ'লে, এখন' শিহরে কায় !
মা হ'য়ে, মা, অকূলে ফেল না দুহিতায়,
আপন নন্দনে, মা গো, নাহি ঠেল পায়।

জনা। এনেছি কি পুত্রবধূ নীচ কুল হ'তে ?
যুদ্ধ-কার্য্য নিত্য যেই ঘরে, ... ২০
আছে তথা অমঙ্গল-আশঙ্কা সর্ব্বদা ;
কিন্তু তোর সম,
শুনি' দূর সমীরণ-ধ্বনি,
রোদনের ধ্বনি অনুমানি—
অকল্যাণ-চিন্তা কেবা করে ? ... ২৫

আরে হীনমতি,
পতি-ভক্তি এই কি তোমার !
কেবা সে অর্জ্জুন ?—কেবা নারায়ণ ?
পতি শ্রেষ্ঠ সবা হতে।
ভাব তুমি,—শ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়, ... ৫
হীন মম প্রবীর তনয় ?
কুলবালা, কুলব্রত কর আচরণ ;
যুদ্ধ-পণ কভু মম হবে না লঙ্ঘন।

[প্রস্থান।

মদনমঞ্জরী। ননদিনী,
ধরি পায়, জননীরে কর লো মিনতি। ... ১০
পাণ্ডব-সমরে কারু নাহিক নিস্তার,
বারবার শুনিয়াছ বৈশ্বানর-মুখে।
ভ্রাতার মঙ্গল-চিন্তা কর, গুণবতি,
কাঙ্গালিনী পায়ে ধরি' যাচি প্রাণপতি।
বল গিয়ে, জননীরে যুদ্ধে ক্ষমা দিতে ; ... ১৫
কার শক্তি কৃষ্ণ-সখা-পাণ্ডবে জিনিতে ?

স্বাহা। মাতার বদন-ভাব করি' দরশন,
বাক্য নাহি সরিল আমার।
শুনেছ ত, ঠেলেছেন পিতার বচন !
বাধা দিলে দৃঢ়তর হবে তাঁর পণ,— ... ২০
ভালমতে জানি জননীরে।

মদনমঞ্জরী। বল, তবে কি উপায় করি, সুলোচনে,
এ সঙ্কটে কিসে হব পার ?

স্বাহা। চল, সখি, দোঁহে যাই পাণ্ডব-শিবিরে ;
কৃষ্ণ-গুণ-গানে তুষ্ট করি' ফাল্গুনীরে
মাগি সব রাজ্যের মঙ্গল।
পার্থের বচন, শুনি, মিথ্যা কভু নয় ;
যদি তিনি দানেন অভয়, ... ৫
তবে ত উপায়,—
নহে সঙ্কট বিষম।

মদনমঞ্জরী। জ্ঞান-বুদ্ধি হইয়াছি হারা ;
কর ত্বরা বিহিত, ননদী। ৯

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর-মধ্যে বৃক্ষ

(দুই জন গঙ্গা-রক্ষকের প্রবেশ)

১ম রক্ষক। সে দিন যে মজা হ'য়েছিল! সে দিন একজন ছাপা-কাটা, তুলসীর-মালা-আঁটা গঙ্গায় যাচ্ছিলেন মন্ত্রতে,—চিরকাল পর-চর্চ্চা, পর-নিন্দা করেছেন,—এখন সজ্ঞানে গঙ্গালাভ কর্‌বেন! খাটে চড়ে, গলা টিপে, বেটার দফা সারলুম; তে-শূন্যে মলো,—গো-ভাগাড়ে আমগাছে ভূত হ'য়ে আছে। ১৪

২য় রক্ষক। আমিও কাল খুব মজা করেছি! দিনের বেলা যোগী সেজে থাক্‌তেন, রাত্তিরে সেবা-দাসীর কোলে শুতেন; মাতব্বর শিষ্যেরা সব জড় হয়ে ঘাড়ে করে গঙ্গায় দিতে চলেছিলেন; ঝড় তুলে পগারে

ফেলে, ঘাড় বেঁকিয়ে ধরলেম ;—এখন মালিনীর বাগানে বেলগাছে বেহ্মদত্যি হয়ে আছেন !

১ম রক্ষক। মজার মধ্যে মজার একশেষ হয়েছিল একটা পূজরী বামুন নিয়ে !—যোগাড় করে' একটা নিষ্ঠে বামুন তাকে গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত এনে'ছল। চিৎ হয়ে খাটে শুয়ে শ্বাস টান্‌ছে ; যারা নিয়ে গেছে, তাদের একটু তন্দ্রা এসেছে ; আমি তুলে নে গিয়ে ব্যাটাকে ব্যাস-কাশীতে মারলুম, আর চিৎ হয়ে তার সাজ সেজে খাটের উপর শুলুম ! ব্যাটার গাধা-জন্ম হয়েছে ; কিন্তু শেষটা গঙ্গা পাবে, গঙ্গার হাওয়া লেগেছিল গায়,—উদ্ধার হবেই হবে। এক জন্ম তো ধোপার বোঝা ব'য়ে, ঘাস খেয়ে আসুক। … … ১০

২য় রক্ষক। ও সব কথা থাক্ ভাই ; এখন ঘোড়া কোথা পাই বল্ ! ছিষ্টি খুঁজ্‌লুম,—মা বলেছেন, ঘোড়া চুরি করে' এনে পাণ্ডবদের দিতে ;— পাত্তি পাতি ক'রে ঘর খুঁজ্‌লুম্, নগর খুঁজ্‌লুম্, অশ্বশালা খুঁজ্‌লুম্, ঘোড়া ত কোথাও পেলুম্ না ! … … ১৪

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। কে বাবা, দুষ্‌মন্ চেহারা ! রাত-দুপুরে অশথতলায় খাড়া আছ ? যে রাজ্যময় হরি-হরি-রব, অমন তর-বেতর চেহারা দেখা দেবে বই কি ! মতলবখানা কি ? কারুর ঘরে আগুন দেবে ?

১ম রক্ষক। কেন ঠাকুর, অকারণ আমাদের গালাগালি কর্‌ছ ? ১৮

বিদূ। গালাগালি আর কি ক'চ্চি ত্রিবক্রবদন ? চেহারা দু-খানা কেমন কেমন ঠেক্‌ছে, তাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি ; চেহারা দেখে প্রাণ খুসী হয়েছে, তাই পরিচয় চাচ্ছি। এই তোমাদের মতন চটকদার চেহারাই খুঁজ্‌ছি ! কোথা যাচ্ছিলুম জান ?—চোরপাড়ায়। তা আমার বরাত ভাল, পথে আপনাদের দর্শন-লাভ। ২৩

২য় রক্ষক। চোরপাড়ায় কেন যাচ্ছিলে ঠাকুর ?

বিদূ। অন্তরা ভাংচি, একটু সবুর কর না ;—ঘোড়া চুরি কর্‌তে পার্ব্বে ?

১ম রক্ষক। ঠাকুর, তুমি কি আমাদের চোর পেলে ? ৩

বিদূ। অধীনকে আর বঞ্চনা কেন ? আগুন কি ছাপা থাকে চাঁদ ? আমি কি আর বুঝতে পারি না ? তোমরা বোনেদি লোক, এক পুরুষে কি আর অমন ছাঁচ দাঁড়িয়েছে ? রাজার ঘোড়াশালা থেকে যত ঘোড়া পার চুরি কর, আমি কোটালদের সে পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাব। মনের সাধে যত পার ঘোড়া চুরি ক'রো, কেবল একটী ঘোড়া পাণ্ডবদের ছেড়ে দিও,—এইটি আমার মিনতি। সেই ঘোড়ার পরিবর্ত্তে,—রাজা বাম্‌নীকে একটী হীরের কাঁঠী দিয়েছিল,—চাও যদি, এনে শ্রী-করে অর্পণ ক'র্‌ব। ১১

২য় রক্ষক। কি ঠাকুর, মিছে বক্ বক্ ক'রছ ? আমাদের কি বদমায়েস পেয়েছ ?

বিদূ। কেন বাবা, এই রাত-দুপুরে খড়া বেয়ে উঠ্‌বে, এটা ওটা সেটা কি হাতাবে বল ? পাঁওদলে রাজার অশ্বশালে চল, নানান রকম ঘোড়া আছে, নিয়ে সর। ভাব্‌ছ—অশ্ব-রক্ষকেরা ? তাদের মাদক দিয়ে আমি ঘুম পাড়িয়েছি ; তবে ঘোড়ার চাটের ভয়ে আমি এগুতে পারি নি। ১৮

১ম রক্ষক। তোমায় ক'টা ঘোড়া দিতে হবে ?

বিদূ। বালাম্‌চিটী না। ঐ একটী ঘোড়া পাণ্ডবদের ফিরিয়ে দিতে হবে, এই আমার অনুরোধ ; তার বদলে হীরের কাঁঠীটী পর্য্যন্ত দিতে রাজি আছি।

২য় রক্ষক। আচ্ছা, আমরা ঘোড়া পেলে তোমার কি লাভ হবে ? ২৩

বিদূ। কি জান, আমার শূলব্যথা হ'য়েছিল, তাই পঞ্চানন্দের কাছে হত্যা দিছিলুম। আর জন্মে তুমি ছিলে আমার মেসো, আর উনি

ছিলেন আমার পিসে; তাই পঞ্চানন্দ হুকুম দিয়েছেন, যদি তোর মেসো-পিসেকে দিয়ে ঘোড়া চুরি করাতে পারিস্, তা হ'লে তোর শূলব্যথা সারবে। প্রাণের দায়ে জখম হ'য়ে এসেছি বাবা! তবে বাপধন, শুভাগমন হোক্।

১ম রক্ষক। ঠাকুর, তুমি ঠিক ঠাউরেছ, আমরাও ঘোড়া চুরি কর্‌তে এসেছি। ৬

বিদূ। তবে, সোণারচাঁদ, এতক্ষণ চালাকি ক'চ্ছিলে কেন? ঘোড়া-চোর তোমাদের বদনের ঝিঁকে ঝিঁকে লেখা,—এ কি ঢাক্‌তে পার? তা এস, ত্বরা কর।

১ম রক্ষক। কিন্তু ঠাকুর, তোমার কি দরকার, না বল্লে, আমরা যাব না।

বিদূ। এই যে ভেঙ্গে বল্লুম, যাদু! ১১

১ম রক্ষক। সত্যি না বল্লে আমরা এগুচ্ছি না।

বিদূ। সুপাত্রে অশ্ব-দান,—আর কি? বাক্য-ব্যয়ে রাত ব'য়ে যায়।

২য় রক্ষক। ঠাকুর, আমরা তো অশ্বশালা খুঁজে হাল্লাক হ'য়েছি, খুঁজে তো পেলুম না! ১৫

বিদূ। সে ভাবনায় কাজ কি? আমার পেছনে এস না, একটা ভার আমার ওপরেই দাও না!

১ম রক্ষক। তবে চল, ঠাকুর।

বিদূ। ভ্যালা মোর্ বাপরে, একেই বলি চোর-শিরোমণি!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দুর্গাভ্যন্তর

(মন্ত্রী, সেনাপতি, সেনানায়ক ও সেনাগণের প্রবেশ)

মন্ত্রী। মাহিষ্মতীপুরী হায় মজে এতদিনে !
কৃষ্ণদ্বেষী হ'লো নরবর,
উপদেষ্টা বালক-রমণী !
যে জন পাণ্ডব-অরি, কৃষ্ণ অরি তার ;
কৃষ্ণ শত্রু যার, তার কোথায় নিস্তার ? ... ৫
কারু কথা রাজা নাহি মানে,
যুদ্ধ পণ পাণ্ডবের সনে !
হয় বুঝি বংশ-নাশ মহিষীর দোষে ;
কহ, সেনাপতি, উপায় সঙ্কটে ?

সেনাপতি। প্রস্তর বাঁধিয়ে পায় ডুবিলে পাথারে, ... ১০
লম্ফ দিলে গিরি-শির হ'তে,
কে কোথায় পায় পরিত্রাণ ?
জীবনের রাখে যেই সাধ,
অর্জ্জুনের সনে কভু সে কি করে বাদ ?
যুদ্ধের নিয়ম হয় সমানে সমান, ... ১৫
বলীয়ানে পূজা-দান শাস্ত্রের বিধান।
মতিচ্ছন্ন ভূপতির ঘটেছে নিশ্চয় ;
নহে জেনে শুনে,
কে কোথায় কৃষ্ণে করে অরি ?

১ম সেনানায়ক। বাক্য-ব্যয় করি অকারণ, ... ২০

শ্রেয়ঃ কার্য্য উচিত এখন।
কহ, মন্ত্রীবর, কিবা তব অভিপ্রায়,—
পাণ্ডব-বিরুদ্ধে কালি যাবে কি সমরে ?
মন্ত্রী। কহ অগ্রে কিবা মত তোমা সবাকার ?
মম মত কহিব পশ্চাৎ। ৫
যুক্তি স্থির কর ত্বরা ;
রাজার আজ্ঞায় প্রাতে যেতে হবে রণে,
প্রাণ দিতে পাণ্ডবের শরে ;
অসম্মত হও যদি বধিবে প্রবীর।
মারীচের দশা মো সবার,— ১০
রাম, নয় রাবণ মারিবে।
সেনাপতি। বিপক্ষ পাণ্ডব—রণ অসম্ভব।
প্রভাত নিকট, কর উপায় সত্বর।
১ম সেনানায়ক। মোর মত জিজ্ঞাস হে যদি,
কহি সত্য কথা, প্রাণ বড় ধন, ... ১৫
অকারণ বিসর্জ্জন দিতে নাহি সাধ।
পড়িতে অনল-মাঝে পতঙ্গের প্রায়,
যুক্তি না যুয়ায় মম।
সেনাপতি। চল তবে, মন্ত্রীবর, নৃপতি-সদনে,
বুঝাই রাজায় ক্ষমা দিতে কাল-রণে। ... ২০
মন্ত্রী। বোঝাবুঝি হয়েছে বিস্তর,
কোন কথা রাজা নাহি শুনে ;
চামুণ্ডারূপিণী রাজ্ঞী রুধির-প্রয়াসী,
রাহুরূপী পুত্র গর্ব্বে ধ'রে
মজাইল নীলধ্বজরাজে। ২৫

১ম সেনানায়ক। তবে আর কার মুখ চাহ, মন্ত্রিবর ?
আত্মরক্ষা শাস্ত্রের বিধান,—
প্রভাত না হ'তে চল যাই পলাইয়ে ;
পাণ্ডব-আশ্রয় ল'য়ে রাখিব জীবন।
সেনাপতি। এ নহে উচিত কভু। ... ৫
পুত্র-সম এতদিন পালিল ভূপাল,
অসময়ে লব গিয়ে শত্রুর আশ্রয় ?
ধর্ম্মে নাহি সবে হেন কাজ।
১ম সেনানায়ক। ধর্ম্ম—ধর্ম্ম ?
আত্মরক্ষা মহাধর্ম্ম শাস্ত্রে হেন কয়। ... ১০
বিশেষতঃ কৃষ্ণদ্বেষী হয় যেই জন,
ত্যজ্য সেই, একবাক্যে কহে সাধুজন।
দেখ, বিভীষণ ধার্ম্মিক সুজন
রাবণে করিল ত্যাগ রামের কারণ।
আসে ওই দেউটী জ্বালিয়ে ১৫
বিভীষণা চামুণ্ডারূপিণী।

(জনা ও দেউটী হস্তে পরিচারিকার প্রবেশ)

জনা। ধিক্ মন্ত্রীবর, শত ধিক সেনাপতি !
প্রায় নিশা অবসান,
আছ সবে জম্বুক-সমান দাঁড়াইয়ে ?
প্রাতে অরি আক্রমিবে পুরী, ... ২০
উৎসাহ-বিহীন আছ পুতলী সমান ?
মরণে কি মন্ত্রী এত ভয় ?
রণ-মৃত্যু না হলে কি এড়াবে শমন ?

উচ্চ জন্ম লভি, নাই গৌরব-কামনা ?
ধিক্ ধিক্ ! কি ক'ব অধিক,—
সুসজ্জিত না হেরি বাহিনী !
ঘোর রবে কর সিংহনাদ !
বজ্রাঘাত করি' শত্রু-বুকে, ... ৫
হুহুঙ্কারে খর্ব্ব কর শত্রু-অহঙ্কার !
সাজায়ে বাহিনী শীঘ্র প্রকাশ বিক্রম।
অমর কি জন্মেছে পাণ্ডব ?
পাণ্ডব কি প্রস্তর-গঠিত—
তীক্ষ্ণ তীর নাহি পশে কায় ? ... ১০
বীর-পুত্র বীর-অবতার তোমা সবে,
রণোৎসাহ কেন নাহি হেরি ?
বাঁধ বুক, সাজ শীঘ্র, আসন্ন সমর ;
বীরদম্ভে বিমুখ পাণ্ডবে।
কিবা ভয় ? ১৫
রণজয় হইবে নিশ্চয়।
জাহ্নবীর বরে মম প্রবীর কুমার
কুমার-সমান শক্তিধর ;—
আগুয়ান তার বাণে কে হবে সংগ্রামে ?
সাজ রণে কে আছ কোথায় ; ... ২০
বাজাও দুন্দুভি ঘোর রবে ;
চল চল, গৃহ-দ্বারে অরি।

সকলে। জয় জয় নীলধ্বজ ভূপ !

জনা। চল চল, বিলম্বে কি ফল ?
সাজাও স্যন্দন ; ২৫

সাজায়ে বাহিনী আশুবাড়ি দেহ রণ !
সাজ শীঘ্র, রণজয় হইবে নিশ্চয়।

সকলে। জয় জয় নীলধ্বজ রায় !

জনা। কারে ভয় ?—
জাহ্নবী সহায়। … … ৫
স্মরিয়ে জাহ্নবী-পদ প্রবেশ সমরে।
পাণ্ডব-সহায়ে যদি যুঝে পুরন্দর,
তবু জয় হইবে সমর।
গভীর গর্জ্জনে
মাতৃনাম উচ্চারি বদনে, … … ১০
চতুরঙ্গ দলে দেহ হানা ;
শত্রু-শিরে পড়ুক ঝন্‌ঝনা।
অগ্নিময় বাণ বরিষণে
দহ শত্রুগণে ;
পাণ্ডবে জিনিবে, মহাকীর্ত্তি রবে, … ১৫
যমজয়ী মাহিষ্মতী-সেনা।
বীরদম্ভে অশ্ব-ভালে দিয়েছে লিখন,
বীর-প্রাণে সহিবে কেমনে ?
নির্বীর নহে ত বসুন্ধরা।
উৎসাহে মাতহ বীরভাগ ; … … ২০
মাখিয়ে কলঙ্ক-কালি অপমান স'য়ে
কে চাহে রাখিতে প্রাণ ?
যাও যাও, প্রবেশ আহবে,
গর্ব্ব খর্ব্ব কর ফাল্গুনীর !
যাও শীঘ্র—আজ্ঞা জাহ্নবীর। … ২৫

সকলে। জয় জয় মাহিষ্মতীপুরী !
পাণ্ডবের গর্ব্ব খর্ব্ব করিব এখনি।

[জনা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জনা। প্রভাত নিকট—
নাহি চিন্তার সময়।
পাষাণে বাঁধিয়ে প্রাণ সাজায়ে নন্দনে … ৫
দিতে হবে বিদায় সংগ্রামে।
বুঝিতে না পারি কিছু রাজার আচার !
রাজারে না হেরি,—
নিরুৎসাহ নগরে সকলে !
নারী হ'য়ে উৎসাহ দানিব কত আর ! … ১০
দেখি কোথা নরপতি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শিবিরের পথ

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। ধরিয়াছি নর-দেহ ধরার রোদনে।
না করিলে মমতা বর্জ্জন—
ধর্ম্মরাজ্য ভারতে না হইবে স্থাপন।
মহাবীর প্রবীর না পতন হইলে— ১৫
পাণ্ডবের সমকক্ষ বীর রবে ভবে।

করিয়াছি ভাগিনা-ছেদন,
নিজ-কুল করিব নিধন,
যুধিষ্ঠির-সুশাসন ভারত মানিবে।
নীর হেরি নারী-চক্ষে দয়া না করিব—
প্রবীরে বধিব। ৫
শুনি' মম নাম-গান,
সদয়-হৃদয় পার্থ নাহি প্রবীরে নাশিবে ;
বৈষ্ণবী মায়ায় মুগ্ধ গঙ্গার কিঙ্কর
হরিতে নারিবে বাজী।
ছলে ভুলাইয়ে ফিরাইব বামাদলে, ... ১০
কিন্তু হায় বাঁধা রব নিজ ছলে ;—
অনন্ত অনন্ত কাল মদনমঞ্জরী
বাঁধিয়া রাখিবে মোরে।

(ভিখারিণী-বেশে মদনমঞ্জরী, স্বাহা ও বসন্তকুমারীর প্রবেশ)

সকলে। (গীত)

কীর্ত্তন—লোফা।

রাখাল মিলি, ঘন করতালি, কাননে চলিছে কানু।
হেলিছে খেলিছে ময়ূরপাখা, চুমিছে তরুণ ভানু। ... ১৫
উচ্চ পুচ্ছ হাম্বা রবে, গোধন দলে দলে—
আগে ছুটে যায়, পুনঃ পাছে ধায়, নেচে নেচে সাথে চলে।
মোহন মুরলী, তান-লহরী, ধীর সমীরে খেলে ;
আমোদ-মদ উথলে গোকুলে, ফুল-কলি আঁখি মেলে।
কোকিলকুল কল কল কল, মধুর নূপুর বোলে। ... ২০
মঞ্জীর-রবে ভ্রমর-ভ্রমরী গুঞ্জরে মৃদু রোলে।
চ'লে চ'লে চ'লে নাচে বনমালী, ধীরে ধীরে কটি হেলে।
সারি সারি সারি গোপ-গোপিনী, অনিমিখ আঁখি মেলে।

শ্রীকৃষ্ণ। ছি ছি! কুলের কামিনী
সাজি' ভিখারিণী—
যামিনীতে ভ্রম কি কারণ ?
কুলবালা, নিশাযোগে গৃহ পরিহরি
আসিয়াছ কোন্ কাজে ? ৫

মদনমঞ্জরী। ভিখারিণী—নহি কুলবালা,
যাব মোরা পাণ্ডব শিবিরে ;
কহ, যদি জান সমাচার,
কোথায় অর্জ্জুন গুণধর ?

শ্রীকৃষ্ণ। বঞ্চনা কর না, সুলোচনা ! ... ১০
তুমি রাজার ঝিয়ারী, তুমি পুত্রবধূ,
আসিয়াছ কুমারের কল্যাণ-আশায় ;
কিন্তু মা গো, সুধাই তোমায়,
অরি কার হয়েছে সদয় ?
নিদারুণ পণ তার,— ১৫
যুধিষ্ঠির-সনে বাদ যার,
নিশ্চয় তাহার নাশ।
কঠিন অর্জ্জুন ;
কৃশোদরি, শুন তার গুণ,—
কর্ণ-সহ দ্বৈরথ সমরে, ... ২০
অনুমানি শুনেছ কাহিনী,
কর্ণ সহ দ্বৈরথ সমরে—
রথচক্র মেদিনী গ্রাসিল যবে,
বিকল অন্তর বীরবর

অৰ্জ্জুনে করিল স্তুতি ;
কোন কথা পার্থ না মানিল !
কবচকুণ্ডলহীন বিরথী যখন,
মহাবাণ তাহে প্রহারিল ;
নির্দ্দয়-হৃদয়, কর্ণে করিল সংহার। … ৫
আছে কথা বিদিত সংসারে,
শান্তনুকুমার
ভীষ্মদেব—পিতামহ তার,
ছলে শিখণ্ডীর আড়ে থাকি
নিপাতিল শূরে। … … ১০
বিকল পুত্রের শোকে গুরু দ্রোণ যবে
ধনু-হুলে চিবুক রাখিয়ে
ভেসে যায় অশ্রুজলে,
পার্থ শর করিয়ে সন্ধান
ধনুর্গুণ করিল ছেদন ; … … ১৫
ব্রহ্মরন্ধ্রে পশিল ধনুর হুল,—
পড়িল ব্রাহ্মণ !

স্বাহা। সত্য এ সকল,
কিন্তু সকলি কৃষ্ণের ছল শুনি !
অর্জ্জুনের নাহি দোষ তায়। … ২০
কৃষ্ণ-ছলে কর্ণের বিনাশ,
দ্রোণের নিধন, ভীষ্মের পতন,
সকলি কৃষ্ণের ছলে।
অর্জ্জুনের দোষ কিবা তাহে ?
জান যদি, কহ, মহাশয়, … ২৫

কোথা ধনঞ্জয় ?
যাব তথা, ভিক্ষা লব প্রবীরের প্রাণ।

শ্রীকৃষ্ণ। শুন ,ধনি, হিতবাণী কহি তোমা সবে,
যাও যদি অর্জ্জুন-সদনে,
অপকীর্ত্তি হবে রাজকুলে ; … … ৫
যুক্তি যাহা শুন মন দিয়া।
হের বর্ম্ম, হের ধনু, হের যুগ্ম তূণ,
হের যুগল কুণ্ডল,
মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড জিনি কিরীট উজ্জ্বল,
হের অসি, যম বসে অসি-ধারে,— … ১০
উপহার দিয়াছেন জাহ্নবী প্রবীরে।
অর্জ্জুন বা নারায়ণ, ত্রিপুরারি কিবা,—
এই সাজে সুসজ্জিত হইলে কুমার,
সমরে প্রবীরে কেহ নারিবে আঁটিতে।
পাণ্ডবের পরাভব হবে, … … ১৫
অতুল গৌরব রবে ভবে।
পতির সম্মান চাহ কি, জননি, তুমি ?
যাও ত্বরা, প্রভাত নিকট,
রণ-সজ্জা ল'য়ে দাও রথীন্দ্র কুমারে।

মদনমঞ্জরী। কে তুমি, হে শুভকারী, দেহ পরিচয়। … ২০

শ্রীকৃষ্ণ। এক উপদেশ-কথা শুন মন দিয়া,
যতদিন পাণ্ডব না হয় পরাভব,
শয়নে ভোজনে—
রণ-সাজ কভু নাহি ত্যজে।
চক্রী হরি—পাণ্ডব-সহায়, … ২৫

ছলে পাছে হ'রে ল'য়ে যায় !
সতর্ক করিও, সতি, পতিরে তোমার।

স্বাহা। কেবা তুমি, মহাশয়, দেহ পরিচয়।

শ্রীকৃষ্ণ। পরিচয় পাবে মম রাজার সভায়,
যাও ফিরে, প্রভাত নিকট। [প্রস্থান। ... ৫

স্বাহা। শুন শুন, মদনমঞ্জরী,
বুঝিতে না পারি, কোন্ জন করে ছল !
কিরীট, কুণ্ডল. বর্ম্ম, শরাসন, তূণ,—
দেবতা-দুর্লভ অস্ত্র যত—
কোথা হ'তে এলো ! ১০
এ পথিক কোথায় পাইল ?
হয় ভয়, নাহি দিল পরিচয় ;
গঙ্গার কিঙ্কর বলি নাহি লয় মন।
প্রফুল্লিত কায়, পদ্মগন্ধ তায়,
পঙ্কজ বদন, বঙ্কিম নয়ন,— ... ১৫
হরি বুঝি করে গেল ছল !
সন্দ নাহি হয় দূর,
চল যাই পার্থের সদন,
কুমারের প্রাণ-ভিক্ষা মাগি।

মদনমঞ্জরী। অদ্ভুত সন্দেহ তব ননদিনী আজি ! ... ২০
জন্মেছেন প্রাণনাথ জাহ্নবীর বরে,
রণ-সজ্জা প্রেরিলেন মাতা।
অস্ত্রের প্রভাবে
অনায়াসে পাণ্ডব বিমুখ হবে ;
পতির গৌরবে পূর্ণ হইবে মেদিনী। ... ২৫

স্বাহা। শুন সখি,
কোন মতে মন নাহি বুঝে !
উপদেশ ভাবি' বাড়ে আতঙ্ক আমার—
'চক্রী হরি রণ-সজ্জা নাহি লয় হরি'।
বিষ্ণুমায়া কে বল বুঝিবে ! ৫
কেবা জানে কি ছলে হরিবে ?
যার ছলে মুগ্ধ ত্রিভুবন,
রণ-সজ্জা করিবে হরণ,—
এ নহে বিচিত্র কথা।

মদনমঞ্জরী। যাও, যদি থাকে সাধ, পাণ্ডব-শিবিরে। ... ১০
ছি ছি ! কুল-লাজ ভুলি আইলাম চলি !
শক্র কবে সদয় কাহার ?
বহে ধীর সমীরণ, প্রভাত নিকট,
নিজ হস্তে সাজায়ে পতিরে
পাঠাব সমরে ; ১৫
বীরবালা বীরাঙ্গনা আমি।

স্বাহা। চল তবে, বিধিলিপি কে করে খণ্ডন ? ... ১৭

[সকলের প্রস্থান।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। খুব জবর বাবা, সারারাত ঘুরে আচ্ছা ঘোড়া চুরি কল্লুম বটে ! এ যে মাঠের ধারে এসে পড়লুম, ঐ যে পাণ্ডব-শিবিরের ধ্বজা। প্রভাতেই কৃষ্ণনাম শুনে রাতকাণা হ'লেম বাবা ; পায়ের দফা খতম, আচ্ছা জখম ; এই যে চিক্‌চিকিয়ে উষা দেখা দিয়েছেন। কই গো তোমরা, কোথায় ? আমা হ'তে ত আর হ'ল না। (ইতস্ততঃ

দেখিয়া) তারা সট্‌কেছে,—ভোরাই হাওয়া পেয়ে। ও বাবা, এ যে সাজ-সাজ রব উঠ্‌লো! এ মাঠের ধারে আর কেন, বাম্‌নীর আঁচল ধরি গে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

প্রবীরের শয়ন-কক্ষ

পালঙ্কোপরি প্রবীর নিদ্রিত

(জনার প্রবেশ)

জনা। উঠ উঠ, কত নিদ্রা যাও, যাদুমণি!
প্রভাত রজনী, ... ৫
আক্রমিতে পুরী
অগ্রসর পাণ্ডব-বাহিনী।
শুন ভৈরব-কল্লোল—
নড়িছে পাণ্ডবচমূ,
ঘন ধূলা গগনমণ্ডলে, ... ১০
বীর পদভরে
জল-স্থল কাঁপে থরথরি ;

রথের ঘর্ঘরনাদ জীমূত-গর্জ্জন,
অস্ত্র-আভা ক্ষণপ্রভা-সম খেলে ;
বাহুবলে অরিদলে বিমুখ' সত্বর।
সুসজ্জিত তব অনীকিনী,
শার্দ্দূল-বিক্রমে শত্রু কর আক্রমণ। … ৫

প্রবীর। বীরমাতা, শুন গো, জননি,
ল'য়ে পদধূলি এখনি পশিব রণে।
কিন্তু মাতা যাব একেশ্বর,
নিবারণ কর' না কিঙ্করে।
কালি সন্ধ্যাকালে ভ্রমিয়া নগরে … ১০
হেরিলাম নিরুৎসাহ সবে,
হুতাশ সবার প্রাণে।
আমা হেতু ঘটেছে বিবাদ ;
হারি, জিনি, একেশ্বর পশিব সমরে।

জনা। মহোল্লাসে গর্জ্জে, শুন, মাহিষ্মতী-সেনা, … ১৫
বীরমদে মত্ত জনে জনে,
শমন-সমান সবে প্রবেশিবে রণে !

প্রবীর। ভেব না, জননি,
একেশ্বর পশি রণে নাশিব পাণ্ডবে।
তব পদধূলি মাতা করিলে গ্রহণ … ২০
মহাশক্তি জাগে হৃদি-মাঝে।
ত্রিপুরারি হন যদি অরি,
তাঁরে নাহি ডরি,—
মার নাম কবচ আমার।
রহুক বাহিনী মাগো রাজার রক্ষণে, … ২৫

সাবধানে রাখুক নগর-দ্বার।
আশীষ, জননি. আসি বিনাশি পাণ্ডবে।

(মদনমঞ্জরীর প্রবেশ)

মদনমঞ্জরী। মা গো, সদয়া অভয়া
রণ-সাজ দেছেন দাসীরে।
হের, বর্ম্ম কিরীট কুণ্ডল ৫
ধনু শর তরবারি,—
অরি মুগ্ধ প্রভাবে যাহার।
কি ছার পাণ্ডব,
পরাভব এখনি হইবে ;
সদয়া অভয়া, মা গো, কারে আর ডর ? ... ১০

জনা। মা গো নিস্তারকারিণি, সুরতরঙ্গিণি,
কিঙ্করীরে রাখিলি কি পায় ?
অস্ত্র দিয়ে ভুলে যেন থেক না, জননি !

মদনমঞ্জরী। একমাত্র নিষেধ মা তাঁর,—
যতদিন পাণ্ডব না ফিরে হস্তিনায়, ... ১৫
শয়নে ভোজনে রণ-সাজ ত্যজিতে নিষেধ।

জনা। বৎস, ভক্তিভাবে করহ প্রণাম
জাহ্নবীর রাজীব-চরণে।

প্রবীর। শিরোধার্য্য তব আজ্ঞা, মাতা,
তব পাদপদ্মে আমি প্রণমি জাহ্নবী ! ... ২০
দেব-কৃপা তোমার প্রসাদে,—
তুমি মম ইষ্টদেবী।

মদনমঞ্জরী। সাধ মম সাজাইতে, দেহ অনুমতি।

(মাঙ্গলিক সামগ্রী লইয়া সখিগণের প্রবেশ)

সকলে।

(গীত)

বাহার—ঠুংরি।

দেখ, ওই দেখ, ধেনু দাঁড়ায়ে বৎস-সনে,
বৃষভ, গজবাজী, কুমার আজ যাবে রণে।
(জিন্‌বে সমর)
সুন্দরী, রজত, সোণা, দ্বিজ, নৃপ, বারাঙ্গনা,
ঘৃত, মধু, ফুলের মালা, পতাকা ঐ গগনে। … ৫
(জিন্‌বে সমর)
দেখ, ঐ অনল জ্বলে, শিখা তার ডাইনে হেলে,
পূর্ণ ঘড়া, দধির ছড়া, ধানের গোছা শ্বেতবরণে।
(জিন্‌বে সমর)

(জনৈক দূতের প্রবেশ

দূত। উপস্থিত শত্রু-সৈন্য তোরণ-সমীপে। … ১০
প্রাণপণে বীরগণে
নিবারিতে নারে মহাচমূ।
গদা-হাতে বীর একজন,—
দীর্ঘকায়,
গদার বাতাসে উড়ায় বারণ ঠাট্ ; … ১৫
রথ মারে রথোপরে তুলি ;
মহাবলী দুর্ম্মদ সমরে।
ঝাঁকে ঝাঁকে ছোটে শর অন্ধকার দিশা !
কোন্ বীরশ্রেষ্ঠ নাহি জানি,
কিরীট-কুণ্ডল-সুশোভিত, … ২০

ধনুক-টঙ্কারে তার পর্ব্বত বিদরে,
মহানাদে গর্জ্জে তার ধ্বজ,
অনায়াসে পরাজিল দেব হুতাশনে।
দৈত্য-সৈন্য যুঝে অগণন—
শিলাবৃক্ষ করে বরিষণ; ৫
যুঝিছে রাক্ষসসেনা।
কেবা যুবা নাহি জানি, বীরের তনয়,
অস্ত্রে তার রুধির-তরঙ্গ বহে,—
এতক্ষণ কি হয়, না জানি!

প্রবীর। বিদায় জননি! ১০

জনা। যাও পুত্র।

[প্রবীরের প্রস্থান।

দেখ' মা জাহ্নবি!
চল যাই প্রাসাদ-উপরে, হেরি রণ। ... ১৩

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর নিকটস্থ উদ্যান

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। ভরসার মধ্যে এই, পাণ্ডবেরাও হরি হরি ক'চ্ছে। দয়াময় হরি, এত করে প্রাণপণে ডাকছে, কেন তাদের মুক্তিদানই কর না? দয়াময়, পাণ্ডবকুলেই চেপে থেক, যেমন চেপে থেকে দ্রৌপদীর পাঁচটী ছেলে খেয়েছ! এ ছোট মাহিষ্মতীপুরী, এর বাগে আর

নজর টজর দিও না ঠাকুর! এখন রাজার কি হয়! বামুনের ছেলে বাবা, বাণের ঠন্ঠনিতে ঘেঁস্‌তে পার্‌বো না, তা হলে মধুর কৃষ্ণনাম ফলে যাবে। তা ফলে ফলুক, আমার ওপর দে ফ'লে যাক্, না হয় মোণ্ডা আর নাই খাব, রাজাটার না কিছু হয়। হরির নীচে যদি কেউ ঠাকুর থাকে ত, ঐ অগ্নি দেবতা। বাবা! কাল সকালে কল্পতরু হ'য়ে কি বর দিলেন, দেখ্‌তে না দেখ্‌তে পুরী এক গাড় হওয়ার যোগাড়! আহা, আমাদের রাজার কি বুদ্ধি! যার খাণ্ডব বন খেয়ে মন্দাগ্নি সারে, তাকে ঘরজামাই রাখে? আমার মত মোণ্ডাখোর লাখ বামুন একদিকে, আর হুতাশন একদিকে! বাবা!—কে আকাঁড়া জোয়ান সেঁধুচ্ছে? কে তুমি গো, কে তুমি? বলি, হন্ হন্ ক'রেই যে চলেছ! আরে দাঁড়িয়েই যাও না;—তোমার সঙ্গে না রাত্তিরে আলাপ হয়েছিল? … … ১২

(প্রথম গঙ্গা-রক্ষকের প্রবেশ)

১ম গঙ্গা-রক্ষক। কি ঠাকুর, তুমি এখানে? চল, দিনের বেলা খুঁজে দেখি, যদি ঘোড়া পাওয়া যায়। … .. ১৪

বিদূ। ও কাজে আর আমি নেই, সোণার চাঁদ! রেতে ঘুরে রাতকাণা হয়েছি, আবার দিনে ঘুরে দিনকাণা হতে নারাজ। তোমার হাঁটুর বল থাকে, ঘুরে দেখ বাবা! চোর হয় বটে বাবা, কিন্তু তোমার মত নচ্ছার চোর ত আমি দেখি নি; সমস্ত রাত মাঠে-ঘাটে হেঁটে হুঁটে তোমার আক্কেল হ'লো না? সে ঘোড়া আর পাওয়া যায়! সে—দয়াময় হরির কৃপায় অন্তর্ধান হয়েছে! ঐ দিকটে পানে অশ্বশালা আমার জানা ছিল, এখন কোথায় গেছে জানি না; তোমার সখ হয় —ঘুরে দেখ। আমি ত আর যাচ্ছি নে। … ২২

১ম গঙ্গা-রক্ষক। রাজমহিষী কোথায়?

বিদূ। কেন, অন্তঃপুরে।

১ম গঙ্গা-রক্ষক। আমাকে তাঁর কাছে নে যেতে পার?

বিদূ। কেন বল দেখি? পতি-পুত্র যুদ্ধে গিয়েছে, মাগী হা-হুতাশ ক'চ্ছে, এ দুষমন চেহারা নিয়ে গিয়ে কেন খাড়া ক'রব, বল ত? কি, তোমার কথাটা কি ভাঙ্গ না? কাল রাত থেকে ত ফিরূছ—মতলব-খানা কি? ... ৬

১ম গঙ্গা-রক্ষক। আমি রাজার মঙ্গলের জন্য এসেছি।

বিদূ। কারুর মঙ্গল যে তোমার চৌদ্দপুরুষে কখন করেছে, এ ত আমার বিশ্বাস হয় না। এ রাজ্যে ত চারিদিকে মঙ্গলের ধ্বনি উঠেছে, যা হবার তা পুরুষ-মহলে একদম হ'য়ে যাবে! এখন মাগীদের কি ঘর-চাপা দেবে,—না গয়না কেড়ে নেবে? ১১

১ম গঙ্গা-রক্ষক। সত্যি ব্রাহ্মণ, আমি মঙ্গল-কামনায় এসেছি।

বিদূ। ভেঙ্গে না বল্লে, দাদা, আমি বুঝ্তে পাচ্চি নি।

১ম গঙ্গা-রক্ষক। শোন ব্রাহ্মণ, আমি গঙ্গাদেবীর কিঙ্কর। ১৪

বিদূ। হ'তে পারে, গঙ্গাযাত্রীর ঘাড়-মোচড়ান-গোছ চেহারা বটে! তা কার সন্ধানে গঙ্গালাভের জন্য আসা হ'য়েছে? রাণীরও কি দিন সংক্ষেপ না কি? এ দিকে হরিনাম, এ দিকে আপনাদের পদার্পণ, কারখানাটা কি বল্তে পারেন? কি, বাস্তুবৃক্ষটী রাখবেন না, না কি?

১ম গঙ্গা-রক্ষক। ঠাকুর, পরিহাস রাখ। ১৯

বিদূ। পরিহাস আমার চৌদ্দপুরুষে জানে না।

১ম গঙ্গা-রক্ষক। সর্ব্বনাশ হবে।

বিদূ। প্রত্যক্ষ দেখ্ছি! আর যেটুকু সন্দেহ ছিল, মহাশয়ের শুভাগমনে তা বিনাশ হয়েছে। ২৩

১ম গঙ্গা-রক্ষক। ঠাকুর, তুমি রাজ্ঞীকে গিয়ে বল, শত্রুর বিরূপ, যুদ্ধে জয় হবে না। কি আশ্চর্য্য! আমরা অলক্ষিতে যথা ইচ্ছা যাই আসি,—

দেবদেবের কি কোপ, কাল অশ্বশালা খুঁজে পেলেম না, আজ অন্তঃপুর খুঁজে পাচ্ছিনে! ঠাকুর, তুমি রাণীকে বল গে, ঘোড়া ফিরিয়ে দিন,—যুদ্ধে জয় হবে না। … … ৩

বিদূ। সে আমার কর্ম্ম নয়। ঐ ওদিকে অন্তঃপুর, যেতে ইচ্ছা হয় যাও; তোমারও কর্ম্ম নয়, স্বয়ং গঙ্গা মা এসে বল্লে কি হয়, জানি না! হরি ঘাড়ে চেপেছে, মাগী কি হিত কথা শোনে? চল নিয়ে যাই। পালাও কেন, পালাও কেন?

১ম গঙ্গা-রক্ষক। আর পালাও কেন! দেখ্‌ছ না, শূল হাতে কে তেড়ে আস্‌ছে? (পলায়ন) … … ৯

বিদূ। কে বাবা, কাকেও ত দেখ্‌ছি নে; দেখা না দেন, সে এক রকম ভাল! ওদের মতন আলো-করা চেহারা কোন্ চণ্ডালের দেখ্‌বার সখ্ আছে! যাই—একবার রাণীর কাছে, যদি সুবিধা বুঝি, কথাটা পাড়্‌ব, নইলে গুম্ খেয়ে চ'লে আসব আর কি! আহা, মাগী মুক্তিলাভ করে না গা? ভবের কাণ্ডারী হরি, বেছে বেছে লোক নাও না কেন? [প্রস্থান। … ১৫

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

শ্রীকৃষ্ণ, ভীম, বৃষকেতু ও অনুশাল্ব

ভীম। বৃথা বীর্য্যবল, বিফল গৌরব,—
পরাভব বালকের রণে!
হা কৃষ্ণ! এ হেয় প্রাণ না রাখিব আর,
বাহুদ্বয় করিব ছেদন,
প্রবেশিব অগ্নিকুণ্ড মাঝে! ... ৫
বধিলাম হিড়িম্ব, কিৰ্ম্মীর, বকে,
শত ভাই কীচক নিপাত ভুজবলে,
শত ভাই দুর্য্যোধন চূর্ণ গদা-ঘায়,—
কেন, হরি, নিবারিছ আর?
বধুক বালক মোরে পুনঃ যাই রণে। ... ১০

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষ্যান্ত হও, বীরবর,
হরে নাহি চাল'।
যতক্ষণ মহাদেব বল না হ[illegible],
প্রবীরে ফিরাতে কেহ কদাচ নারিবে।

ভীম। ধিক্ ধিক্, ... ১৫
হা কৃষ্ণ, এ অপমানে ফেটে যায় প্রাণ!

বৃষকেতু। শুভক্ষণে রাজপুত্র ধরেছিল ধনু,—
কোটি বাণ পলকে ঝলকে ধনুর্গুণে!
প্রাণপণে আক্রমণ করি'

নারিলাম আঘাতিতে বীরে,
অস্থিমাত্র সার মম প্রবীর-সমরে।

অনুশাল্ব। দানবীয় মায়া যত করিনু প্রকাশ,
হ'লো নাশ বালকের শরে ;
তিন পুরে নাহি বীর প্রবীর-সমান। … ৫
স্বচক্ষে দেখেছি,
গুণহীন করিল গাণ্ডীব ;
দীপ্তিমান লক্ষ লক্ষ বাণ
ছাড়ে বীর আঁখি পালটিতে।
কিরূপে সংগ্রাম-জয় হবে, হৃষীকেশ ? … ১০

ভীম। রামজয়ী পিতামহে দেখেছি সমরে,
ধনুর্ব্বেদী দ্রোণ-সনে করিয়াছি রণ ;
কিন্তু এ হেন বিক্রম—
মানবে সম্ভব কভু নাহি ছিল জ্ঞান !
বল মোরে, শ্রীমধুসূদন, … … ১৫
কেমনে দুর্জ্জয় রিপু হইবে নিপাত ?

শ্রীকৃষ্ণ। যা কহিলে সত্য, বীরবর,
প্রবীরে নিবারে রণে নাহি হেন জন ;
শূল করে শঙ্কর সহায় তার।
আগত যামিনী, লভ শিবিরে বিরাম, … ২০
আজি নিশার মতন
সন্ধি ক'রেছি স্থাপন।
কালি প্রাতে শিবের প্রসাদে,
প্রবীর পড়িবে রণে অর্জ্জুনের করে।

[সকলের প্রস্থান

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

রণক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব

প্রবীর

প্রবীর। আজিকার মত রণ হ'ল অবসান।
এ কি,
কোথা হতে যন্ত্র-ধ্বনি ওঠে সুমধুর ?
মরি মরি,
বিদ্যুৎ-ঝলক-সম কে রমণী হেরি ? ... ৫
আহা,
রূপের ছটায় মাতায় ধরণীতল !
কে রমণী ? কোথায় লুকাল ?

(বালক-বালিকা-বেশে কাম ও রতির প্রবেশ)

উভয়ে। (গীত)

খাম্বাজ-মিশ্র—দাদরা।

ভালবাসি তাই বসি সেথায়,—
কাঁপিয়ে পাতা ধীরে যেথা মলয়-মারুত ব'য়ে যায়। ... ১০
যেথা নবীন লতা নবীন তরু বেড়ে আদরে,
আকুল হ'য়ে কোকিল যেথা গায় কুহুস্বরে ;
ফোটে ফুল গৌরবের ভরে,
সৌরভে দিক আমোদ করে,
মধুপানে মত্ত ভ্রমর ঢ'লে পড়ে কলির গায়। ... ১৫

প্রবীর। মরি মরি, কে এ দুটী বালক-বালিকা!

কাম। ঘরে ঘরে খেলে বেড়াই আমরা দু'জনে,
নইলে এমন বাঁধাবাঁধি থাকতো কেমনে?
আমি ফুল ছড়াই সবার গায়;—

রতি। মিনি স্থতোর ডুরি আমি বাঁধি সবার পায়। … ৫

কাম। আমার পূজো সবাই করে।

রতি। আদর আমার ঘরে ঘরে।

প্রবীর। তোমরা কি ঐ দিক্ থেকে আস্‌ছ?

কাম। হাঁ।

প্রবীর। ওদিকে একটী যুবতীকে যেতে দেখেছ? … ১০

কাম। হাঁ।

প্রবীর। সে কোথা গেল?

কাম। বাড়ী গেছে; তুমি যাবে? নিয়ে যাই চল।

উভয়ে। (গীত)

খাম্বাজ-মিশ্র—ঠুংরি।

নাগরী গেঁথে মালা যত্নে পরায় নাগরে।
নইলে কিসের কদর ফুলের, … ১৫
আদর তারে কে করে?
অনুরাগে কুঞ্জে জাগে নাগরী-নাগর,
না হ'লে কুঞ্জবনের এত কি গুমর,
শিখ্‌তে সোহাগ গুঞ্জে ধেয়ে আস্‌তো কি ভ্রমর?
নইলে কি বয় মলয়-বাতাস, কোকিল গায় কুহুস্বরে?

[উভয়ের প্রস্থান ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবীরের গমন

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মায়াকানন

নায়িকা ও সখিগণ

(প্রবীরের প্রবেশ)

সখিগণ। (গীত)

বেহাগ-মিশ্র—খেম্‌টা।

একে সই ছোটে মলয়-বায়—
ফোটে ফুল, কোকিল কুহু গায়।
দেখিস্ দেখিস্, সাম্‌লে থাকিস্, প্রাণ নিয়ে না যায়!
চলে যা ফিরিয়ে বদন, নয়নে না মিলে নয়ন,
হ'য়েছে কেমন কেমন, তাই বলি আয় চ'লে আয়। ... ৫
কেন লো কাঁদ্‌বি শেষে? ফেল্‌বে ফ"াদে মুচকে হেসে
কে এলো কি ভাবে, সই, ছল্‌তে অবলায়।

প্রবীর। কে সুন্দরি, ল'য়ে সহচরী
কেলি কর বন-মাঝে?
প্রফুল্ল যৌবন, ... ১০
বনে হেন না ফুটে কুসুম
তুলনায় সম যে বা তব;
কি বা রাগ-রঞ্জিত বদনে
কৌমুদী আদরে খেলে!

মন্দ বায় অলকা উড়ায়,
জিনি' মণি অধর রক্তিম,
পদ্মমুখে—
নয়ন খঞ্জন করিছে নর্ত্তন,
মাধুরী-লহরী তুলে যায়, … ৫
সে লহরে ভাসে মম প্রাণ।
ফিরে চাও, সুহাসিনি,
দেহ পরিচয়।
রাজার তনয় আজি কিঙ্কর তোমার।

সখিগণ। (গীত)

শ্যামসিন্ধু—দাদ্‌রা।

না, কথায় ভুলো না— … ১০
হেথা তো থাকা হ'ল না।
থাক্‌লে হেথা ঠেক্‌বে দায়ে, ফিরে চল না।
এসেছে—ছল্‌বে ব'লে ; শেষে কি ভাস্‌ব জলে ?
চেও না, চাইলে যাবে নারীর মন ট'লে ;
ওলো সরল ললনা। … ১৫
দেখিস্ লো থাকিস সাবধানে,
আঁখি-বাণ প্রাণে না হানে,
মন্‌চোরারে ধরা কেন দেব বল না ?
চতুরের কাছে নারীর থাকা চলে না।

প্রবীর　বিমোহিনী ছবি ! দেবী কি মানবী ! … ২০
ছাড় ছলা—দেহ পরিচয়,
হে রূপসি, তৃষিত পরাণ,

সুধাংশুহাসিনি, রাখ পায়।
নিতম্বিনি,
বিভোর হৃদয়, চিত্তহারা তোমা হেরি।
কামিনী কোমল-প্রাণা শুনেছি, ললনা,
কঠিনা হ'য়ো না মম প্রতি। ... ৫

নায়িকা। অমনি ক'রে যারে তারে, ভুলাও বুঝি কথার ছলে!
বল হে, চ'লে এলে, কোথায় কারে ভাসিয়ে জলে?
মজেছি, নাই কো বাকী; হয় নি কি হে মনের মত?
বল হে, শেখালে কে, এলো সোহাগ জান কত?
সরলা বনবালা,—কেন জ্বালা বাড়াও এসে? ... ১০
সখী মিলি করি কেলি, কে জানে হায় মজ্‌ব শেষে!
যাও, যাও, সেই ত যাবে; কেন হেসে পরাও ফাঁসি?
আজকে বল ফুলের মত, কাল সকালে ব'ল্‌বে বাসি। ১৩

প্রবীর। সুন্দরি, তোমায় মিনতি কচ্ছি, আর আমার সঙ্গে ছল ক'র না, আমায় যাতনা দিও না। আমি আর আমার নই—আমি তোমার; মুখ তুলে চাও, কথা কও। পায়ে প্রাণ রেখেছি, তুলে নাও।

নায়িকা। (গীত)

কানাড়া—দাদ্‌রা।

ও লো সই, দেখ লো কত কাণ!
কথায় কথায় প্রাণ রাখে পায়, শুধু কথার প্রাণ!
কথায় কথায় যে জন ধরে পায়,
কেউ যেন না ভোলে তার কথায়;
কথায় কথায় প্রাণ রাখে পায়, মজিয়ে চ'লে যায়! ... ২২
মন-মজানের মজ্‌লে কথায় থাকে না লো মান;
যেমন আদর তেমনি অপমান।

প্রবীর। স্থলোচনা, হয়ো না কঠিনা,
দিও না বেদনা,
সহে না—বল না কত সয় ?
মজায়ে মজিতে কর ভয়,
এই কি কোমলপ্রাণা নারীর বিচার ? … ৫
হৃদয়ের হার তুমি লো আমার,
প্রেমে তব বাঁধা রব চিরদিন।
চন্দ্রাননি,
বদন তুলিয়ে, হেসে কথা ক'য়ে,
আশা দিয়ে জুড়াও তাপিত প্রাণ। … ১০
দেখ পরীক্ষিয়া,
দহে হিয়া তব অযতনে !

নায়িকা। তুমি রাজার কুমার, যাও মেনে আর—
কাজ কি অত কথার ভাগে ?
তুমি কি আমার হবে ? … ১৫
কাজ কি, থাকি মানে মানে।

প্রবীর। কি কথায় জন্মিবে প্রত্যয় ?
সাধ হয়,
বিদারি হৃদয় দেখাই তোমায়।
বুঝে—কেন বুঝ না রূপসি ? … … ২০
কর লো প্রত্যয়,
তোমা বিনা কারু নয় আর ;
চোখে চোখে রব, তোমারে দেখিব,
কারু পানে ফিরে নাহি চাব ;
হৃদি-সিংহাসনে যতনে তোমারে দিব স্থান। ২৫

যা আছে আমার, সকলি তোমার,
আমি লো তোমার—ধনি।
সুন্দরি, কেন লো বঞ্চনা কর ?

নায়িকা। তুমি যে আমার হবে, স্বপনে ওঠে না মনে ;
জেনে শুনে মন মজেছে, মন ফিরাব আর কেমনে ! ৫
বিষ-মাখান-নয়ন-বাণে জরজর হ'ল তনু ;
মরে নারী নয়ন-শরে—তবে কেন করে ধনু ?

(ধনুক ধরিতে গিয়া)

এ কি হে কেমন রীতি, দিতে নার ধনুকখানি ?
তুমি হে আমার যত, মনে মনে তা ত জানি !

প্রবীর। রিপুঞ্জয় যত দিন না হয়, সুন্দরি, ... ১০
নিষেধ ত্যজিতে শরাসন,
বীর-সাজ ত্যজিতে লো মানা।
কালি অরি প্রেরি' হস্তিনায়
ধনুর্ব্বাণ অর্পণ করিব তোর পায়।
বল, ধনি, তুমি তো আমার হবে ? ১৫

নায়িকা। হ'য়েছি ; আর কি হব ? দেখ, ব'য়ে যায় যামিনী ;
বুঝে ছল কর এত, বল, কত সয় কামিনী।
এস হে, সাজাই তোমায়. বীর-সাজে আর কি কাজ এখন ?
বড় সাধ উঠ্‌ছে মনে, যতনের ধন কর্‌ব যতন।
মাত' আজ প্রেম-সমরে, সকালে কাল যেও রণে ; ... ২০
এস হে, হৃদয়নিধি, সাধের সাগর ভাসাই মনে !
আদরে সাজিয়ে বাসর, সোহাগ তোমায় কর্‌ব সাধে।
পেয়েছি. আর কি ছাড়ি ? রাখব বেঁধে রসিকচাঁদে।

[সখিগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(দৃশ্য-পরিবর্ত্তন—সখিগণের ডাকিনী-বেশে পরিবর্ত্তন)

সখিগণ। গীত।

সামন্ত-সারঙ্গ—খেম্‌টা।

মড়ার হাড়ের ফুলের মালা পরেছি গলায়,
নিয়ে মড়ার মাথা খেলি আয়।
শ্মশানে নাচ লো তাথেই থেই.
হাড়ে হাড়ে তাল দে না লো—কাজ ত বাকী নেই;
আয় লো বসি মড়ার বুকে, ... ৫
চিতের ছাই আয় মাখি গায়।
হি হি হি হাসির ঘটায় খেলুক দামিনী,
নেচে নেচে আয় লো, যোগিনি, রণরঙ্গিণি,
নাড়ীর মালে, মড়ার ছালে, আয় সজনি, সাজাই কায়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যানস্থ চন্দ্রাতপ

(জনা ও নীলধ্বজের প্রবেশ)

নীল। বল, প্রিয়ে, কুমার কোথায়? ... ১০
দমিয়ে দুর্ম্মদ অরি রথীন্দ্র নন্দন
নামি' রথ হ'তে
পদব্রজে গেছে কোথা চলে!
এখন' কি আসে নাই তোমার নিকটে?

চারিদিকে দূতগণ করে অন্বেষণ,
সন্ধান না পায় কেহ !
কেহ বলে, দেখিয়াছি বটবৃক্ষ-তলে,
কেহ বলে, বনপথে গেছে চ'লে ;
তত্ত্ব কিছু না হয় নির্ণয়। ৫
তোমা ছেড়ে সে ত নাহি রয় ;
যথা রয়, সন্ধ্যার সময়
তোমায় আমায় প্রণাম করিয়ে যায়।
কিছু ত বুঝিতে নারি,
বন্দী কি হইল পুত্র অরির কৌশলে ? ... ১০
দেখ, দ্বিপ্রহর উদয় হইল,
তবু কেন গৃহে না আইল ?

জনা। প্রাণেশ্বর, প্রাণ মন কাঁপে থর থর !
কোন্ মায়াবিনী
ভুলালে বাছারে আজি ! ...
মম দুত আসিয়াছে ফিরে,
তত্ত্ব নেছে শত্রুর শিবিরে,—
নিরানন্দ অরিবৃন্দ করে হায় হায়,
নিরুৎসাহ পাণ্ডববাহিনী।
রণ অবসান, ... ২০
তথাপি কটক নহে স্থির ;
ম্রিয়মাণ রথিগণে যুক্তি করে সবে
কি উপায় হবে,
প্রাতে যবে কুমার পশিবে রণে !
বন্দী যদি করিতে পারিত, ... ২৫

এতক্ষণ পুনঃ হানা দিত।
মম ঘটে বুদ্ধি না যুয়ায়,
হুতাশে নেহারি অন্ধকার;
গেছে কি সে জাহ্নবী পূজিতে ?
না—না—সম্ভব ত নয়, ... ৫
আমা বিনা সে কারে না জানে;
কার্য্যান্তরে রহি যদি, ভোজন-সময়
অন্ন নাহি খায়,
'মা' ব'লে সঘনে ডাকে।
বধূরে রাখিয়া একা আসে রজনীতে, ... ১০
কত ভুলাইয়ে
বাছারে পাঠাই পুনঃ শয়ন-আগারে।
তবে কেন দুলাল আমার
'মা' বলে এলো না ঘরে ?

নীল। পুনঃ যাই সভায়, মহিষি, ... ১৫
দেখি যদি তত্ত্ব ল'য়ে ফিরে থাকে কেহ।

জনা। দিনমানে দুরন্ত সমরে
ক্লান্ত বুঝি দূতগণে,—
জ্ঞান হয়, যত্ন করি তত্ত্ব নাহি লয়;
আপনি চলহ, রাজা, পুত্র-অন্বেষণে। ... ২০
বুঝি, মনোমত হয় নাই কোন কথা,
তাই বাছা ব্যথা পেয়ে মনে
লুকায়ে রয়েছে অভিমানে!
ঘোরে ফেরে 'মা' ব'লে সে আসে,
কটু তায় কহিয়াছি কত; ২৫

তাই কি করেছে রোষ অঞ্চলের নিধি ?
কি হলো, কুমার কোথা গেল !
চল, রাজা, যাই দুই জনে—
ভ্রমি বনে বনে 'প্রবীর' বলিয়ে ডাকি।
শোনে যদি আমার বচন, … ৫
কদাচন রহিতে নারিবে ;
'মা' ব'লে আসিবে ধেয়ে।

নীল। রাণি, বৃথা কোথা যাবে ?
দেউটী লইয়ে করে ফিরে লক্ষ চর,
সতর্ক ঘুরিছে আসোয়ার, ১০
চতুর্দ্দিকে দ্বাদশ যোজন
করিয়াছে অন্বেষণ।

জনা। চল, রাজা, চল চল—যাই দুইজনে,
নিশ্চয় সে করিয়াছে অভিমান,—
অভিমান কথায় কথায় তার ! … ১৫

নীল। স্থির হও, রাজ্ঞি,—আসি সভাতল হ'তে।

[প্রস্থান।

(মদনমঞ্জরীর প্রবেশ)

মদনমঞ্জরী। মাগো, কি হ'ল, কি হ'ল,
রণজয়ী প্রাণনাথ কেন না ফিরিল ?
নিরবধি কেঁদে প্রাণ উঠিছে, জননি,
চারিদিকে অমঙ্গল-ধ্বনি, … … ২০
মরি ভয়ে—গুণমণি নাহি ঘরে।
ঐ শোন,
মৃদু রোলে কাঁদে কে কোথায় !

জনা। সত্য শুনি রোদনের ধ্বনি,
কুহকিনী কে এসেছে পুরে?
সত্য! মৃদু রোল প্রবীরের নাম স্মরি!
মিশাইল রোল,
ওই ক্ষীণ কণ্ঠ পুনঃ উঠে, … … ৫
এ কি! ক্ষীণস্বর উচ্চতর ক্রমে,
কার মায়া বুঝিতে না পারি!
যাও গৃহে, স্মর দেবতায়;
দেখি, কে রাক্ষসী করে মায়া!

মদনমঞ্জরী। ওই মাগো, ওই সেই রোল! … ১০
যেন জ্ঞান হয়, কত জন আসে যায়!
এস গো, জননি,
মৃদু কণ্ঠধ্বনি ওই দিকে।

(অগ্নির প্রবেশ)

অগ্নি। বীরমাতা, শুন গো, জননি,
অমঙ্গল হেরি বড় পুরে! … … ১৫
কি জানি! কি মায়ার প্রভাবে
জ্ঞানচক্ষু আবদ্ধ আমার,
ধ্যানদৃষ্টি বদ্ধ অন্ধকারে!
কে জানে, কে দেবত্ব হরিল?
ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব-সমান এবে আমি! … ২০
যাইতেছিলাম, মাতা, নগর-বাহিরে
কুমারের অন্বেষণে,
অকস্মাৎ ভৈরব-মূরতি নিবারিল গতি,—

হুম্ হুম্ শব্দ আচম্বিতে !
ঘোর রজনীতে
শুনিলাম—নৃত্য থিয়া থিয়া,
হি-হি হি-হি হাস্যের ঝঙ্কার,
বিকট চীৎকার, ... ৫
বিকট ভৈরব করতাল,—
সভয় অন্তরে আসিয়াছি বার্ত্তা দিতে !
জ্ঞান হয় বিরূপ শঙ্কর,
তাই কৈলাসীয় বিকট কটক
নিশায় নগর-মাঝে। ১০
দুর্গার অর্চ্চনা শীঘ্র কর, রাজরাণি !

জনা। দুর্গা কেবা ? তারে নাহি জানি ;
শুনি—মায়ের সতিনী,
কি কারণে অর্চ্চনা করিব ডাকিনীর ?
শঙ্করে নাহিক মম ডর। ১৫
শিরে যারে ধরে গঙ্গাধর,—
দুস্তরহারিণী দুরিতবারিণী
সুরতরঙ্গিণী—সদয়া দাসীর প্রতি।
নারায়ণ, ত্রিলোচন, ভবানী না গণি ;
জানি মাত্র জাহ্নবী জননী। ... ২০
অমঙ্গল রহে কোথা মঙ্গলার বরে ?

অগ্নি। অভেদ করো না ভেদ, সতি !
জেনো, মাতা,
ভাগীরথী-পার্ব্বতী অভেদ।
বামদেব বাম ২৫

ভাবিলে মা অন্তর শিহরে !
কুমার আবদ্ধ বুঝি ভৈরবী মায়ায়—
বাক্য ধর, অনুরোধ রক্ষা কর মাতা ।
শিবরাণী সদয়া না হ'লে
রুষ্ট শিব তুষ্ট নাহি হবে,
ভীষণ ভৈরব-কোপে নিস্তার না পাবে ।

জনা । ভাগীরথী পার্ব্বতী অভেদ যদি জান,
তবে কেন অন্য নাম আন ?
নিশ্চয় দেবত্ব তব হয়েছে ভৈরবে.
নহে কহ পতিতপাবনী
এক আত্মা ডাকিনীর সনে !
বিকল অন্তর মম কুমারে না হেরি ।
উপদেশবাক্য এবে ধরিতে না পারি ;
হিতকারী যদি তুমি, যাও ত্বরাত্বরি,
দেখ কোথা প্রবীর আমার ।
নীরব নিশায়,
ধীরে যদি বায়ু ব'য়ে যায়,
আশঙ্কায় লোকে শোনে ভৈরব-নিনাদ ।
যাও ত্বরা, কুমারে আনিয়া রাখ প্রাণ !
কিন্তু যদি ভয় চিতে ভৈরব-হুঙ্কারে,
যাও দ্রুত স্বাহার মন্দিরে ।
অগ্রে করি গঙ্গাপূজা,
পরে দেখিব কে ভৈরব মূরতি
শূলহস্তে রোধে মোর গতি !
শাবকের অন্বেষণে সিংহিনী যাইবে ।

দেখি কোথা হাম্ হুম রব,
তাথেই তাথেই নৃত্য ভৈরব উৎসব।
ভূত প্রেত প্রেতিনীর নাহি ভয়,
যাব পুত্র-অন্বেষণে কে বিরোধী হবে?
আয় মাতা!

[মদনমঞ্জরী ও জনার প্রস্থান।

অগ্নি। এ কি, হরগৌরী-নিন্দা! এ পুরে ত আর থাকা হয় না! কিন্তু নারায়ণের নিষেধ, তিনি এ পুরে প্রবেশ না ক'ল্লে আমি স্থানান্তরে যেতে পারব না।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। দেব্তা, দেব্তা কি ভাব্ছ? ছেলেটা কোথা ব'লে দাও না? এতদিন জামাই-আদরে খেলে, হলেই বা দেবতা, একটা উপকার কর না। শুনেছি, তুমি অন্তর্য্যামী, ভূত, ভবিষ্যৎ ব'লতে পার, বল না, ছেলেটা কোথায় আটক প'ড়্ল?

অগ্নি। আজ আমার আর সে দেবশক্তি নাই।

বিদূ। তা থাকবে কেন? একখানি খড়ের ঘর এনে সাম্নে ধরি, এক্ষণি দাউ দাউ জ্বালিয়ে দেবে, ঘিয়ের মটকিটী দেখ্তে দেখ্তে ওজড় ক'রবে, কারুর কচি ছেলের কাঁথায় গিয়ে লাগ্বে, কারুর নূতন ঘর ক'রে দেবে। কেন অগ্নিদেব, যেখানে যে হোম করে, তা' এখান থেকে ব'সে ঠাওর্ পাও, অম্নি দপ্ ক'রে জ্ব'লে ওঠ!

অগ্নি। সত্য ব্রাহ্মণ, আমি ভৈরবী মায়ায় আচ্ছন্ন হ'য়েছি।

বিদূ। গা' ছম্ ছম্ একা আমার নয়, তোমারও করে দেখ্তে পাই। আচ্ছা ঠাকুর, এটা ব'ল্তে পার, থেকে থেকে কি হাঁক্ ডাক্ শুন্‌ছি? মুরলীবয়ান মুরলীনাদই কর্ত্তেন জানতুম, এমন যে বিকট আওয়াজ

ছাড়তে পটু, তা আমার বাপের জন্মেও জানতুম না; বাবা, আঁধার রেতে পিলে চম্‌কে ওঠে! কোথায় কে ক'চ্ছেন হুম, কোথায় কে ক'চ্ছেন হাম্।

অগ্নি। আমার জ্ঞান হয়—কৈলাসীয় মায়া।

বিদূ। আমি ভেবেছিলাম মোক্ষ দিতে বুঝি একলা হরি, তা নয়, আবার হরহরি! তা দেবদেবের বিনা আবাহনে এত কৃপা কেন? হরি না হয় অন্তর্য্যামী, ভোরে ডাক শুনে এসে পড়েছেন, এঁর দয়াটা কিসে ফুট্‌লো।

অগ্নি। আমি ত তোমায় বল্‌ছি, আমি দেব-দৃষ্টিহীন।

বিদূ। না, পুরী একগাড় ক'র্‌লে, ছাড়লে না! দেব্‌তা, তুমি ত ব'ল্‌ছ, হরিহর কৃপা ক'চ্ছেন, তুমি একটু অকৃপা ক'রে আমায় ব'লে দাও না, ফুটে না বল, আঁচে ইসারায় জানিয়ে দাও না, ভয়ই করুক আর যাই করুক, আমি একবার ঘুরে ফিরে দেখি।

অগ্নি। আমি তো তোমায় ব'ল্‌ছি, আমার সাধ্যাতীত।

বিদূ। আর কেন ছক্কাবাজী ঝাড়ছ? রসিকতা ত অনেক হ'লো! এই আদ্দিন যে জামাই-আদরে খেলে, দেব্‌তা হ'লেই কি সব ভুল্‌তে হয়? একা হরির দোষ দিলে কি হবে? দেবতার বাচ্ছা কেউ কম নয়, পূজো কল্লেই সর্ব্বনাশ! বাম্‌নীর ইতু ভাঁড়টি আগে টেনে ফেল্‌ছি, তবে আর কাজ।

[অগ্নির প্রস্থান।

পরিষ্কার চ'লে গেল। বেটাদের চোখে চামড়া নেই, তা পলক পড়্‌বে কি? হরকে শুনেছি দুটো বেলপাতা দিলে ঠাণ্ডা হয়, মরি বাঁচি কাল সকালে দুটো দেব। এখন হরির কি করি? ও তুল্‌সীপাতাও নেবে, জোড়া মড়াও বার ক'র্‌বে। মোক্ষদাতা হরি, হরের বাবা! গা-টা বড় ছম্ ছম্ ক'র্‌ছে, গায়ত্রী ত থান্‌কে থান্

বজায় রেখেছি, নষ্ট করিনি; দেখি যদি মনে পড়ে, একবার মনে মনে আওড়াই। একবারেই কি হয়? মোগুার চোটে মা গায়ত্রী মাথায় উঠে ব'সে আছেন! আর ডুব্‌লেই ত হয় না, নেয়েই ক্ষিদে পায়;— এইবার মনে প'ড়েছে। যেন ছম্‌ছমানীটে কতক গেল, জপ্‌তে জপতে দেখি ঘুরে, যদি কুমারের দেখা পাই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পাণ্ডব-শিবির-অভ্যন্তর

ভীম ও শ্রীকৃষ্ণ।

ভীম। হে মুরারি, বুঝিতে না পারি,
এ দুর্ম্মদ অরি
কিরূপে বা বধিবে অর্জ্জুন!
দুষ্কর সমর দেখেছি বিস্তর,
বিশ্বজয়ী রথিবৃন্দে প্রবোধিছি রণে;
দেখেছ শ্রীহরি,
ব্রহ্ম-অস্ত্র হেরি পলক পড়েনি মম।
কিন্তু,
বিস্ময় জন্মেছে, কৃষ্ণ, প্রবীরের রণে!
ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-শর চূর্ণ যে গদায়
অনায়াসে কাটিয়া পাড়িল!
সব্যসাচী অর্জ্জুনের করে—
অস্ত্র ঝরে বরিষার বারি সম।

কিন্তু বাসুকি-হুঙ্কার,
কুমারের অস্ত্রের ঝঙ্কার ;
মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-কর সম
শরশ্রেণী ভুবন ব্যাপিয়ে চলে !
এ রিপু, হে হৃষীকেশ, কেমনে নাশিবে ?

শ্রীকৃষ্ণ। শুন বৃকোদর !
সামান্য মানব এবে প্রবীর কুমার।
মাতৃবলে বলী, আজি, মায়ে অবহেলি,
অঙ্গনার করিয়াছে উপাসনা।
কুপিত শঙ্কর হরেছেন বল তার.
ব্যথা দেছে মা'র মনে আজি।
হের শিব-দূত আসিছে শিবিরে।

(শিব-দূতের প্রবেশ)

শিব-দূত। নমি পদে জনার্দ্দন ভুবন-পাবন !
ভুলেছে প্রবীর বীর নায়িকার ছলে।
ল'য়ে যোগিনী সঙ্গিনী,
মনোহর উপবন সৃজিল মোহিনী
ভীষণ শ্মশানভূমে।
কামদেব ছলিয়া তথায়
কুমারে লইয়া গেল।
কুহকিনী বিলোল নয়নে
হানিল কটাক্ষ-শর,
জরজর মদন পীড়ায়
নায়িকায় সম্ভাষিল প্রেমভাবে।
রণসাজ মায়াবিনী মায়ায় হরিল,

মায়ানিদ্রা তখনি ঘেরিল,
নিদ্রাঘোরে অচেতন ভীষণ শ্মশানে।
শিবের আদেশে, ত্রিশূল পরশে
হরিয়াছি বল তার।
ঝরে যার মা'র চক্ষে জল,
শিব-বল থাকে কি তাহার ?
ধর হে শারঙ্গ ধনু, লহ রণসাজ,
অর্পিলে কুমারে যাহা,
আদেশ' দাসেরে, যাই পূজিতে মহেশে।

শ্রীকৃষ্ণ। জানা'য়ো প্রণাম মম মহেশের পায়,
নগেন্দ্রনন্দিনী-পদে শত নমস্কার।
কহিও ভৈরবদূত, অকৃতি এ সুত,
মনে যেন রাখেন জননী।

শিবদূত। তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য ; প্রণাম চরণে। [প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। বাহিনী সাজায়ে শীঘ্র চল বৃকোদর,
বেড় মাহিষ্মতী পুরী ;
সাবধানে রক্ষা কর দ্বার,
আসে পাছে উন্মাদিনী পুত্র-অন্বেষণে।
মাতা পুত্রে দেখা হ'লে পড়িবে প্রমাদ,
মায়া-বল নায়িকার তখনি টুটিবে।
মাতৃ-দরশনে, মাতৃ-ভক্তি উদয় হইবে পুনঃ।
ভক্তিভাবে মাতৃ-মন্ত্র জপিলে প্রবীর,
শমনের অধিকার না রহিবে আর,—
অসংশয় রাজপুত্র জিনিবে সমর। [সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

প্রবীর।

প্রবীর। এস এস কোথা আদরিণি!
এ কি, কোথা আমি!
কোথা সে বাসর!—এ যে প্রান্তর নেহারি,
সুন্দরী লুকাল কোথা? এ কি ছল!

(শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও বৃষকেতুর প্রবেশ)

অর্জ্জুন। বীর্য্যবান রথিশ্রেষ্ঠ তুমি হে কুমার,
যজ্ঞের তুরঙ্গ মোরে দেহ ফিরাইয়ে।
প্রকাশিলে অতুল বিক্রম,
তোমা সম বীর নাহি ত্রিভুবনে;
কীর্ত্তিগান চিরদিন রহিবে ধরায়,
কৃষ্ণসনে অর্জ্জুনে জিনেছ রণে।
সমরে নাহিক কাজ দেহ বাজী ফিরে।

প্রবীর। রণসাধ অবসাদ যদি ধনঞ্জয়,
চাহ যদি ফিরে দিব হয়।
কিন্তু হে বিজয়! বুঝিতে না পারি
উপহাস কর কি আমার সনে?
ফাল্গুনী সমরক্লান্ত সম্ভব না হয়।

অর্জ্জুন। সত্য, নহি রণক্লান্ত; শুন বীরবর,
দেব বরে জিনেছ সমরে কালি মোরে
আজি যুদ্ধে হবে পরাভব,
দেব-কৃপা অদ্য মম প্রতি।

প্রবীর। অশ্ব দিব ফিরাইয়ে পরাজয় মানি,
ভেব না সম্ভব কভু।
দেবতার বলে যদি বলী তুমি আজি,
দেব-রোষ যদি মম প্রতি,
ক্ষত্রিয়-শোণিত বহে ধমনীতে মম,
রণে নাহি দিব ক্ষমা।

অর্জ্জুন। অবিলম্বে দেহ রণ, সাজ রথিবর!

প্রবীর। রণসাজ কোথায় আমার?
কুহকে আচ্ছন্ন আমি,
স্বপ্নসম সকলি হতেছে জ্ঞান!

শ্রীকৃষ্ণ। দেব-মায়া বুঝ রথিবর!
বিরূপ শঙ্কর,
যুদ্ধে তব জয় নাহি হবে।
ভাব মনে,
এ ঘোর শ্মশানে কিরূপে এসেছ তুমি;
ভেবে দেখ, রণসজ্জা কে হরিল তব?
নরের সহিত বাদ নরের সম্ভবে,
দেবতা-বিরুদ্ধে যুদ্ধে পতন নিশ্চয়।

প্রবীর। বুঝিয়াছি, চক্রি, চক্র সকলি তোমার।
ধিক্ ধিক মৃত্যু শ্রেয়ঃ, এ জীবনে ধিক্!
স্মরণ হতেছে এবে, কাম-পিপাসায়—
আসিয়াছি নারীর পশ্চাতে।
অস্ত্র ধনু হরিয়াছ হরি!
ভাব কি হে তাহে মম হবে পরাজয়?

দেখিব কেমনে তুমি রাখিবে অর্জ্জুনে,—
শীঘ্র সাজি রণ-সাজে হইব উদয়।

অর্জ্জুন। ধনু অস্ত্র বর্ম্ম আদি দিতেছি তোমায়,
ইচ্ছা যদি ধর করে গাণ্ডীব আমার,
লহ কপিধ্বজ রথ, সারথি নিপুণ,
অবিলম্বে সাজহ সংগ্রামে।

শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু বীর! যুদ্ধে কার্য্য কিবা?

প্রবীর। ইচ্ছা তব করিব কি পাণ্ডবের সেবা?
কহ, কৃষ্ণ, পাণ্ডব কি হেতু তোমা পূজে?
কপটের শিরোমণি তুমি,
ছল মাত্র বল তব;
মধুর বচনে কহ, 'মাগ পরাভব'।
শুন ওহে যাদব-প্রধান! কহে শুনি,—
ধর্ম্মের স্থাপন হেতু তব অবতার,
এ কথার অর্থ নাহি হয় প্রণিধান।
শুন যদুবীর, রাজা যুধিষ্ঠির
ধর্ম্মপুত্র ধর্ম্ম-অবতার—
তারে তুমি মিথ্যা কহাইলে।
তব উপদেশে,
গুরুজনে কৌশলে বধিল পাণ্ডু-সুত।
জগবন্ধু নারায়ণ যদি হে কেশব!
একের কি হেতু বন্ধু, বৈরী অপরের?
পাণ্ডবের সখা, আর নহ সখা কার?
মিষ্টভাষে উপদেশ দিতেছ আমায়,

ক্ষত্রধর্ম্ম দিব বিসর্জ্জন—
বিনা যুদ্ধে পরাজয় মাগি !

শ্রীকৃষ্ণ। রাখ রাখ রাজপুত্র বচন আমার,
অশ্বমেধ-অনুষ্ঠান মম উপদেশে,
রাখ অনুরোধ,
পার্থে দেহ ফিরাইয়ে বাজী ;
মম কার্য্যে বিঘ্ন নাহি কর।
তোমা দোঁহে কেহ নহে উন।
সমরে সোসর তুমি বীরবর,
কীর্ত্তি তব রবে লোকময়,
করি রণজয়
হয় দেহ ফিরাইয়ে আমার বচনে।
অপযশ কভু তব না হবে কুমার।

প্রবীর। অনুরোধে ফিরাইব বাজী ?
না, অনুরোধ না মানিব ;—
সম্মুখ-সমরে প্রাণ দিব,
প্রাণে মম জন্মেছে ধিক্কার !
ব্যভিচারী ফিরিলাম নারীর পশ্চাতে
কামোন্মত্ত হইয়ে নিশায়।
গঙ্গায় করেছি অপমান ;
জাহ্নবীর উপদেশ ঠেলি
ধনু-অস্ত্র অর্পিলাম বারাঙ্গনা-করে।
রণ-ক্ষেত্রে হৃদয়ের রুধির ঢালিব।
কিন্তু যদি হয় রণজয়, সম্ভব এ নয়,
গৃহে আর ফিরে নাহি যাব,

বেশ্যাদাস কবে সবে ;—
অগ্নিকুণ্ড জ্বালি তাহে করিব প্রবেশ।
হা বিধাতঃ, এ কলঙ্ক লিখেছিলে ভালে!
এস ধনঞ্জয়,
দেহ যেবা অস্ত্র তব অভিলাষ,
দেহ রণ, অধিক বিলম্ব কেন আর?

অর্জ্জুন। বাছি লও ধনু অস্ত্র ইচ্ছামত তব,
কিম্বা বীর আইস শিবিরে,
যত অস্ত্র আছে তথা দেখাই তোমায়,
যাহা রুচি তাহা তুমি করিও ধারণ।

প্রবীর। দেহ অস্ত্র, সাজ বীর, হও হে সত্বর।

অর্জ্জুন। দুইখান রথ দূরে কর দরশন,
যাহে ইচ্ছা তব বীর কর আরোহণ।

[অর্জ্জুন ও প্রবীরের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। এই উচ্চ শাখিচূড়ে কর আরোহণ,
দৃষ্ট হবে নগর তোমার।
সিংহনাদ শুনি ঘন ঘন,
আক্রমিছে বৃকোদর,
বল মোরে কোন্ যোধ বাদী?

বৃষকেতু। (বৃক্ষে আরোহণ করিয়া)
উত্তরে বিক্রম করে বৃকোদর-ঠাট,
সাত্যকি পশ্চিমভাগে চালিছে বাহিনী,
দৈত্য-সৈন্য ছোটে পূর্ব্বদ্বারে,
রাক্ষসীয় চমূ ধায় দক্ষিণ দুয়ারে।
ধ্বজা হেরি জ্ঞান হয় মনে,

আক্রমিতে বৃকোদরে অগ্নি আগুয়ান।
ওই শুন অস্ত্র-ঠন্‌ঠনি,
বেধেছে সমর ঘোর।
তমাচ্ছন্ন হেরি অস্ত্রজালে,
উল্কা সম মহাঅস্ত্র চলে,
হানে কেবা কারে নির্ণয় করিতে নারি।
হেরি একাকার, শুনি মাত্র অস্ত্রের ঝঙ্কার,
সৈন্যের হুঙ্কার ঘোর।
আশে পাশে পশ্চাতে সম্মুখে
মহাসৈন্য টলে,
যেন ঘোর রোলে সাগরতরঙ্গ দোলে।
বাণ-দীপ্তি ক্ষণে ক্ষণে হরে অন্ধকার,
আঁধার বাড়ায় তায়।

শ্রীকৃষ্ণ। সাবধানে দেখ বীরবর,
ভৈরবীরূপিণী রমণী কি লক্ষ্য হয়
অক্ষৌহিণী মাঝে?
বিহ্বলা পুত্রের তরে আসে যদি রাণী,
শক্তি কার না হইবে বারিতে ভীষণা।
নিশ্চয় আসিছে ভীমা পুত্র অন্বেষণে;
সে আসিলে অর্জ্জুনের নাহিক নিস্তার,
মহা তেজস্বিনী বামা জাহ্নবীর বরে।

বৃষকেতু। কই লক্ষ্য নাহি হয় কিছু!
হের হৃষীকেশ,
পাণ্ডব-গৌরব-রবি বুঝি অবসান।
দীপ্তিমান মহাঅস্ত্র ধরেছে কুমার।

অস্ত্রতেজে রুদ্রমূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড নেহারি!
ওই শুন বাসুকি-হুঙ্কার,
অস্ত্র ধায় বধিতে অর্জ্জুনে।

শ্রীকৃষ্ণ। দেখ বীর, ধনঞ্জয় নিবারিল শর,
কুমার বিকল হের সব্যসাচী-বাণে।

বৃষকেতু। যমরূপী অস্ত্র দেখ জুড়িল কুমার!
শুন প্রভু, ভীষণ উঠিছে হাহাকার,
কালানল অস্ত্র-মুখে ঝরে,
গর্জ্জে বাণ ভৈরব-বিষাণ জিনি।

শ্রীকৃষ্ণ। শূন্যে হের নন্দী অস্ত্র নিবারে ত্রিশূলে,
অস্ত্র-তেজ মহাতেজে মিশাইল।
পুনঃ হের নগর-মাঝারে,
হের কোন' রমণী মূরতি?
উন্মাদিনী আসিবে নিশ্চয়।

বৃষকেতু।

দারুণ ভীমের শরে অগ্নি ভঙ্গীয়ান,
সিংহনাদে যোঝে বীরবর।
হেরি দূরে উন্মত্তের প্রায়
দুইজন ধাইছে তোরণ-মুখে,
নির্ণয় করিতে নারি পুরুষ কি নারী!
উল্কা প্রায় আসে দ্রুতবেগে,
নারী হেন হয় অনুমান,—
স্তব্ধ সৈন্য অস্ত্র নাহি চালে।
কে ভীষণা, কহ দামোদর,
অন্য নারী কে বা তার সাথী?

শ্রীকৃষ্ণ। সঙ্কট পড়িল আজি অর্জ্জুনে লইয়ে
মাতার চরণে যদি প্রণমে প্রবীর,
শিব-বল ফিরিবে আবার।
কতদূরে নেহার ভীষণা ?

(যুদ্ধ করিতে করিতে অর্জ্জুন ও প্রবীরের পুনঃ প্রবেশ)

অর্জ্জুন। বীরবর, ক্ষমা দেহ রণে।
করিয়াছ দুষ্কর সমর,
দেবনরে অসম্ভব !
ক্লান্ত তুমি বিশ্রাম লভহ।
বিকলাঙ্গ দারুণ প্রহারে,
তবু কেন যাচিছ সমর ?

প্রবীর। যুদ্ধ—যুদ্ধ, কর আক্রমণ !

[যুদ্ধ ও পতন।

অর্জ্জুন। হায় ! বীরবর হইল নিপাত,
নির্দ্দয় ক্ষত্রিয়কার্য্য, বধিলাম শিশু ;
বীরকুলক্ষয় হেতু জনম আমার।

বৃষকেতু। ঐ আসিতেছে বিভীষণা এই দিকে,
সঙ্গে নারী উন্মাদিনী এলোকেশী !
পলায় পাণ্ডবসৈন্য ডরে।

শ্রীকৃষ্ণ। শীঘ্র নাম তরু হ'তে,—চল পলাইয়ে।

[বৃষকেতুর বৃক্ষ হইতে অবতরণ।

অর্জ্জুন। হরি, জীবিত কুমারে হেরি,
ঔষধে হে হবে কি উপায় ?
আহা বীরশ্রেষ্ঠ রথীন্দ্র প্রবীর !

শ্রীকৃষ্ণ। খেদ কর শিবিরে যাইয়া।

আসে জনা উন্মাদিনী ;
পুত্রবধ ক'রেছ কৌশলে,
তার কোপানলে ভস্ম হবে এইক্ষণে ;
শীঘ্র চল ত্যজি রণস্থল।

[প্রবীর ব্যতীত সকলের প্রস্থান

প্রবীর হে শঙ্কর ! এতদিনে—
দাসেরে কি পড়িয়াছে মনে ?
ভোলানাথ ! ভুলে ছিলে কত দিন।

(মৃত্যু)

(জনার প্রবেশ)

জনা। ওই ওই ওই যে কুমার,
বাপধন পড়েছ সংগ্রামে,
তাই যাদুমণি, এস নাই মার কাছে ?
হা পুত্র, প্রবীর আমার !

(মদনমঞ্জরীর প্রবেশ)

আরে অভাগিনী,
দেখ্‌রে কুমার কি দশায় !

মদনমঞ্জরী। হা প্রাণেশ্বর ! (মূর্চ্ছা)

জনা। মমতা, এস না বক্ষে মম !
জ্বল জ্বল রে অনল—
প্রতিহিংসানল জ্বল হৃদে !
পুত্রহন্তা জীবিত রয়েছে,
মমতার নহে ত সময়।
নখাঘাতে উৎপাটন করিব নয়ন,
বিন্দুবারি যেন নাহি ঝরে।

বীর-অবতার,
অসহায় পড়েছে কুমার,
প্রেত আত্মা তার—
নিত্য আসি মা ব'লে ডাকিবে,
নিত্য আসি করিবে ভৎ'সনা,
'পুত্রহন্তা অরি তোর জীবিত এখনো'।
শোণিতের সনে বহ গরল-প্রবাহ,
বৈশ্বানর খেল শ্বাস সনে,
পুত্রহন্তা বৈরিরে নাশিতে।
চক্ষু হ'তে প্রলয় অনল ছোট'—
হিংসা-তৃষা শুষ্ক কর হিয়া,
কক্ষচ্যুত হও দিনকর,
উঠরে প্রলয়ধূম বিশ্ব আবরিতে,
পুত্রঘাতী অরাতি জীবিত।
ঘুমাও নন্দন, অগ্রে করি বৈরনির্য্যাতন,
শোব শেষে তোরে ধরি কোলে।
জ্বলরে সন্তাপ হৃদে জ্বলরে দ্বিগুণ,
জ্বালা জুড়াইবে জনা শত্রুর শোণিতে।
হা পুত্র! হা স্বর্ণ-গিরিচূড়া!
যাই যাই বৈরী-নির্য্যাতনে।
দেখে যাই শেষ দেখা;—
আহা বাপধন,
পলক পোড়ো না চোখে নেহারি বাছারে।

মদনমঞ্জরী। (মূর্চ্ছান্তে) আহা!
প্রাণনাথ ভুলে আছ দাসীরে কেমনে?

ওঠ ওঠ, প্রাণনাথ, ঘুমা'ও না আর,
ফিরে চাও, মুছাও নয়ন-বারি !
পতিসোহাগিনী, পতি-কাঙ্গালিনী,
হের অভাগিনী তব পদতলে।
গর্জ্জে অরি, শুন, বীরবর, সাজহ সত্বর— ... ৫
কাতরে স্বপক্ষ সেনা ডাকিছে তোমায় !
ওঠ, বীরমণি—
ফাল্গুনীর বীর-গর্ব্ব খর্ব্ব কর ত্বরা।
কিবা অভিমানে ধরাসনে করেছ শয়ন ?
কথা কও, প্রাণ রাখ অভাগীর ! ... ১০
আরে প্রাণ পাষাণগঠিত,
প্রাণনাথ গেছে চ'লে, আছ কার তরে ?
কি হ'লো, মা, কি হ'লো আমার !

জনা। কাঁদ উচ্চৈস্বরে, শোক কর, বালা,
শোক নাহি জনার হৃদয়ে ! ... ১৫
অস্ত্রানলে দগ্ধ তনু তনয়ের মম,
আঁখিজলে কর, মা, শীতল !
নাহি বারি জনার নয়নে।
তীক্ষ্ণ অস্ত্রধার বেজেছে বাছার কায়,
বুঝি মর্ম্মস্থল জ্বলে, ... ২০
কর তায় ধারা বরিষণ !
কাঁদ কাঁদ, বালা, পতি তোর ধরাতলে;
রুধির-তৃষায় জ্বলে জনার অন্তর।

মদনমঞ্জরী। আজি এ শ্মশান পুনঃ বাসর আমার !
বিবাহের দিনে ... ২৫

পতি-প্রদক্ষিণ ক'রেছিনু সাত বার,
আজি পুনঃ বেড়িয়ে পতিরে
পদে করি নমস্কার।
কর রে মঙ্গলধ্বনি, শকুনি গৃধিনী ;
চিতাভস্ম ছড়াও, পবন, ... ৫
মাঙ্গলিক ফুল-সম।
শিবাগণে কর রে আনন্দধ্বনি।
হৃদয়রঞ্জন, নারীর জীবন,
রমণীর শিরোমণি, কর হে সোহাগ।
প্রাণপতি! কাঁদে সতী, ... ১০
সোহাগে কর হে সাথী ;
যাই যাই, প্রাণেশ্বর ডাকে মম !

(প্রবীরের পদতলে পতন ও মৃত্যু)

জনা। গুণবতি, ঘুমাও পতির কোলে !
জনা চলে প্রতিবিধিৎসিতে।
শুন শুন, ভীষণ শ্মশানভূমি, ... ১৫
শুন, সমীরণ,
শুন, প্রেত দানা ডাকিনী হাঁকিনী—
ফের যারা এ নির্ম্মমস্থলে !
শুন, রবি গগনমণ্ডলে !
জলে স্থলে অনিলে অনলে ২০
অলক্ষিতে ভ্রম যে শরীরী,
শুন, শুন, প্রতিজ্ঞা আমার,—
মহেশ্বর, চক্রধর, দণ্ডধর কিবা,
বজ্র-হাতে ঐরাবতে দেব পুরন্দর,

সবে মিলি হয় যদি অর্জ্জুন-সহায়,—
পুত্রহন্তা অরাতিরে রক্ষিতে নারিবে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে রোষানল মম
প্রবেশিবে দহিতে অর্জ্জুনে।
পুত্রশোকাতুরা মাতৃকোপানলে, ... ৫
দেখি পরিত্রাণ পাও কোন্ দেব-বলে।
যাই, যাই,
পুত্রহা অরাতি আছে জীবিত এখনো! [প্রস্থান।

(বেতাল, ভৈরব, যোগিনী, ডাকিনী, হাঁকিনী প্রভৃতির প্রবেশ)

(গীত)

আনন্দভৈরব—ত্রিতালী।

ভৈরব।—ভূতনাথ ভব ভৈরব শঙ্কর, গঙ্গাধর হর শ্মশানবিহারী।
ভৈরবী।—ঘোরা দিগম্বরী ঈশ্বরী শঙ্করী, উন্মাদিনী ভীমা ভবনারী॥ ১০
ভৈরব।—বিষাণগর্জ্জন বিশ্ববিনাশী,
ভৈরবী।—অট্ট অট্ট হাসি প্রলয় প্রকাশি,
জয় চামুণ্ডে,
ভৈরব।— সংহারকারী॥
মাতে ভৈরব, ভৈরবরঙ্গে, ... ১৫
ভৈরবী।—প্রমত্ত ভৈরবী ভীম তরঙ্গে,
রুধিরদশনা,
ভৈরব। জয় পিনাকধারী॥
বব-বম্ বব-বম্ গভীর ঘোর রোল,
ভৈরবী।—করাল কুন্তল আকুল দল দল, ... ২০
জয় ফণিকুণ্ডলা
ভৈরব। জয় ফণিহারী॥

ভৈরব। গঙ্গাজলে দুই দেহ করিয়ে অর্পণ,
কার্য্য সাঙ্গ—চল যাই কৈলাস-সদন! [সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শিবির-সম্মুখ

শ্রীকৃষ্ণ ও বৃষকেতু।

বৃষকেতু। হে মুরারি, বুঝিতে না পারি,
পদানত অরি,
তবে কেন বিষণ্ন তোমারে হেরি ?
অগ্নিদেব-অনুরোধে ক্ষান্ত আছে রণ,
নহে এতক্ষণ ৫
রাজধানী হ'ত অধিকার।
মনে হয়, নিশ্চয় ফিরায়ে দিবে হয়।
আর এক হ'তেছে বিস্ময় !
কৃপাময়, কে বুঝে তোমার মায়া !
পুত্রশোকাতুরা জনারে হেরিয়ে ... ১০
ডরে কেন পলাইয়ে এলে হরি ?
অগণন রণে
কত মাতা অপুত্র হ'য়েছে,
ক্ষত্রসুতা নহে কেবা পুত্রশোকাতুরা ?
জগন্নাথ, অকস্মাৎ জনারে হেরিয়ে, ... ১৫
সভয় হইলে কি কারণ ?

পুত্রশোকে গালি পাড়ে নারী,
কত-শত দেয় অভিশাপ,
অমঙ্গল ফলিলে তাহায়,
এতদিনে পাণ্ডুকুল হইত নির্ম্মূল।

শ্রীকৃষ্ণ। শুন, বীর, নহে জনা সামান্যা রমণী ; … ৫
জাহ্নবীর সহচরী মহা তেজস্বিনী !
ভোগ-লালসায় এসেছে ধরায়,
কাল পূর্ণ—মিশাবে জাহ্নবী-জলে।
মিলি মোরা তিন জন
পুত্রে তার করিয়াছি কৌশলে নিধন, … ১০
বেজেছে বেদনা তায় গঙ্গার হৃদয়ে।
ভাতিছে জনার চক্ষে জাহ্নবীর রোষ,
হর-কোপানলে যদি থাকে হে নিস্তার,
জাহ্নবীর ক্রোধে নাহি পরিত্রাণ কার।

বৃষকেতু। এ ঘোর বিপদে কহ, বিপদভঞ্জন, … ১৫
ধনঞ্জয়ে কি উপায়ে রাখিবে, মাধব ?

শ্রীকৃষ্ণ। একমাত্র উপায় ইহার,
তিন অংশ হয় যদি এই ক্রোধানল,
কষ্টে সাধ্য হয় তায় পার্থের উদ্ধার।
এক অংশ লইবারে পারি, … ২০
অধিক শকতি নাহি মম।
অন্য অংশ করিতে গ্রহণ
যদি কেহ থাকে মহাজন,
তবে রক্ষা হয় কিরীটীর।
কিন্তু কোথা কেবা শক্তিমান্, … ২৫

সে অনল পরের কারণ
কেবা করিবে ধারণ ?

বৃষকেতু। নারায়ণ, তব পদে আছে যার মন,
অসাধ্য সাধন
অনায়াসে করিবারে পারে। ... ৫
হে শ্রীপতি, তব পদে থাকে যদি মতি,
জাহ্নবীর রোষানল করিব গ্রহণ।
যে হয় সে হয়, করহ উপায়,
যাহে এক অংশ আসে মম 'পরে।

শ্রীকৃষ্ণ। এ কি কথা কহ, বীরমণি ? ... ১০
তুমি পাণ্ডবের নয়নের মণি,
অমঙ্গল যদি তায় হয়,
কি কবেন ধর্ম্মরাজ শুনি ?
কি জানি, যদ্যপি শক্তি নাহি হয় তব
ধরিতে সে দুরন্ত অনল ! ১৫
আমি, ধনঞ্জয়, আর দেব দিগম্বর,
পারি মাত্র এক অংশ করিতে গ্রহণ ;
জাহ্নবীর কোপানল বিশ্ববিনাশিনী।

বৃষকেতু। হে শ্রীপতি, শ্রীচরণে ধরি'
'ভক্তি' ভিক্ষা করিল কিঙ্কর, ... ২০
ভক্ত বলি আশ্বাসিলে দাসে পীতাম্বর।
তব বাক্য মিথ্যা কভু নয়,
হরিভক্ত হ'য়েছি নিশ্চয়।
কিবা শক্তি নাহি ধরে কৃষ্ণ-ভক্তজন ?
চক্রধারি, নাহি ডরি রোষানল। ... ২৫

ওহে সারাৎসার,
উচ্চ কার্য্যে দেহ অধিকার,
রোষাগ্নির অংশী মোরে কর, নারায়ণ।
যদি ভস্ম হই সে রোষ-অনলে,
হাসিবেন পিতৃদেব মিহিরমণ্ডলে ... ৫
তুষ্ট হয়ে মম প্রতি।

শ্রীকৃষ্ণ। ধন্য তুমি—ধন্য আত্মত্যাগ!
এই মহাপুণ্য-ফলে,
পাইবে নিস্তার রোষানলে;
তুমি, আমি, ধনঞ্জয়—অংশী এ রোষের। ১০
শুন, রথি, যেই হেতু রোষাগ্নি দুর্ম্মদ,
মাতৃপূজা-প্রতিবাদী মোরা তিনজন;
মাতৃপূজা করে যেই জন—
যেবা তায় হয় বিঘ্নকারী,
রুষ্টা জগন্মাতা দিগম্বরী তার প্রতি। ... ১৫
কুপিতা ভৈরবী এবে অর্জ্জুনের পরে,
অবশ্য হইবে তার শমন দর্শন।
কিন্তু পুত্রস্নেহ মম প্রতি,
কৃষ্ণ-মাতা নাম, মম ভক্ত জানি
নিস্তারিণী রাখিবেন পায়। ... ২০
ভেব না হুতাশ,
ভূমণ্ডলে পাণ্ডবের নাহিক বিনাশ,
ব্যাস-বাক্য হবে না লঙ্ঘন।
দেবীর প্রসাদে,
প্রসন্না প্রসন্নময়ী দাসে, ... ২৫

অবাধে এ রোষানল এড়াবে অর্জ্জুন
সঙ্গোপনে রেখো কথা,
স্মরিয়ে শঙ্করী আশীর্ব্বাদ করি,
অকল্যাণ হবে না তোমার।

বৃষকেতু। বন্ধু যার শ্রীমধুসূদন— ৫
নাহি ডরি তার তরে।
ও পদপঙ্কজ স্মরি
প্রাণের আশঙ্কা নাহি করি ;
কিন্তু
আকুল অন্তর মম, হে ব্রজবিহারি, ... ১০
তুমি অংশ করিবে গ্রহণ !
কল্পতরু তুমি ভগবান্,
কিঙ্করের পূরাও বাসনা,
বনমালি, মাগি বর—
ওহে বংশীধর, ... ১৫
তব অংশ দেহ এ দাসেরে।
নিত্য কত ক্ষুদ্র কীট পোড়ে হে অনলে,
এ পতঙ্গ রোষাগ্নিতে যদি যায় জ্ব'লে,
কমলাক্ষ, তাহে ক্ষতি কিছু নাহি হবে।
তুমি ব্যথা পাবে, ... ২০
এ যাতনা সহিতে নারিব !
রাঙ্গা পায় জানায় কিঙ্কর,
ব্রজেশ্বর, ক'র না বঞ্চনা।

শ্রীকৃষ্ণ। শুনিলে বীরেন্দ্র তুমি,
বিপদবারিণী কৃপাময়ী মম প্রতি ; ... ২৫

সে রোষ না স্পর্শিবে আমায়।
দেখ না প্রমাণ,
যদুকুল হ'ল কি নির্ম্মূল
গান্ধারীর অভিশাপে ?
যদুবংশ-বৃদ্ধি দিন দিন। ৫

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। নমি দানবারি,
ভয়ঙ্করী কোথা হ'তে আসিয়াছে নারী
এলোকেশী আরক্তনয়না,—
অস্ত্রধারী প্রহরী বারিতে নারে :
ফেরে শিবিরে শিবিরে, ... ১০
কেবা জানে, কি ভাবে ভীষণা
কারে করে অন্বেষণ ?
করালিনী কালভুজঙ্গিনী
শ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘনে, কাঁপে ওষ্ঠাধর,
দন্তে দন্তে ঘর্ষণ ভীষণ, ... ১৫
অনীকিনী আতঙ্কে কম্পিত !
অদ্ভুত কাহিনী শুন, যদুমণি,
যেন শিবির খুঁজিয়ে,
ক্লান্ত হ'য়ে চামুণ্ডারূপিনী
বসিল অশ্বত্থ-তরুমূলে— ২০
আচম্বিতে উঠিল গর্জ্জিয়ে,
'অর্জ্জুন' বলিয়ে ছাড়িল প্রবল শ্বাস,
শুকা'ল প্রবীণ বৃক্ষ সে শ্বাস-অনলে !

উন্মাদিনী উঠিল আবার,
থেকে থেকে করে বামা ভীষণ চীৎকার !
বড় ভাগ্যে ধনঞ্জয় নাহিক শিবিরে,
অনলদেবের সনে গেছেন নগরে,
নীলধ্বজ রাজার আলয়। ৪
নহে,—
নিশ্চয়, মঙ্গলময়, অনর্থ ঘটিত।

শ্রীকৃষ্ণ। যাও, দূত, সাবধানে !
কেহ কিছু না বলে বামারে,
নাহি ভয়, চলে যাবে নিজ স্থানে। ... ১০

[দূতের প্রস্থান।

বুঝেছ কি, কেবা সে ভীষণা ?
পুত্রশোকাতুরা জনা।
যে নিশ্বাসে অশ্বত্থ শুকা'ল,
ভস্ম তায় হইত অর্জ্জুন।
বৃক্ষ-রূপে আমি তাহা ক'রেছি গ্রহণ, ১৫
বিষহীন ভুজঙ্গিনী জনা এবে।

বৃষকেতু। হে প্রভু, হে নিরঞ্জন ব্রহ্মসনাতন,
কত সহ ভক্তের কারণ !
পাপ-তাপ-ভার বহি নরদেহ ধরি
ধরায় ভ্রমিছ, নারায়ণ ! ... ২০
করুণার তুলনা কি হয়,
সাগরের সাগর উপমা।
অজ্ঞ দাসে কহ, বিশ্বরূপ,
বৃক্ষ-দেহে সহিতেছ যেই রোষানল,

কিসে সে শীতল হবে ?
সাধ হয়, হৃদয়ের শোণিত ঢালিয়ে
লেপি, প্রভু, অশ্বত্থের গায়,
যদি ক্ষণেক জুড়ায় ঘোর জ্বালা।
কহ, নাথ, জীবিত কি হবে বৃক্ষ পুনঃ ? … ৫
নহে হরি,
রহিল দারুণ শেল কিঙ্করের বুকে।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমা সম ভক্ত মম বিরল ভুবনে,
ক্ষুব্ধচিত্ত না হও, ধীমান্।
বাড়াতে ভক্তের মান তাপ সহি আমি, … ১০
ভক্তের প্রসাদে সেই তাপ যায় দূরে।
এই রাজ্যে বৈসে এক মহাভক্ত দ্বিজ,
স্পর্শে তার তাপ দূরে যাবে,
নবীন পল্লব পুনঃ অশ্বত্থ ধরিবে।

বৃষকেতু। হেন ভক্ত কেবা, দয়াময় ! … … ১৫
পদে তার কোটি নমস্কার !

শ্রীকৃষ্ণ। অতীব সরলচিত্ত ব্রাহ্মণ-কুমার ;
বিশ্বাস তাহার,
জীবনে বারেক যেই স্মরে মম নাম,
পুলকে গোলোকধামে অন্তে পায় স্থান। … ২০
হস্তিনায় ল'য়ে যাব দ্বিজোত্তমে,
চল যাই, ব্যাকুল বাহিনী

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিদূষকের বাটীর সম্মুখ

(ইতুভাঁড় লইয়া বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। এই যে, দিব্বি ঘাসগুলি গজিয়েছে, বেশ ঘরে ব'সে পূজা খাচ্ছ, না ? তা চল, আমা হ'তে যদি ঠাকুর-কুল নির্ম্মূল হয়, তা আমি ছাড়ছি না। একগণ্ডা ইতু ব'সেছেন ঘরে। আমি বুঝে নিয়েছি, ঠাকুরের ছোট বড় নেই, সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে কেউ কসুর কর না।

(ব্রাহ্মণীর প্রবেশ)

ব্রাহ্মণী। তবে রে হতচ্ছাড়া মিন্‌সে, তুমি আমার ইতুভাঁড় চুরি ক'রে পালাচ্ছ ? ৬

বিদূ। আরে ক্ষেপী, বুঝিস্‌নে ? পুকুর-ধারে ভাল ক'রে পূজা কর্‌তে যাচ্ছি।

ব্রাহ্মণী। পুকুর-ধারে পূজো কি ?

বিদূ। তবে আজ সমস্ত রাত কি কচ্ছিলুম ? নোড়ানুড়ি বটতলায় অশ্বত্থতলায় যা যেখানে ছিল, সব একত্তরে জড় ক'রেছি, তোর এই ইতুভাঁড়গুলি বাকী ; দু'কাঁড়ী নোড়ানুড়ী সহর জুড়ে ছিলেন, বরাবর পূজো খেয়ে এলেন, আর কাজের বেলা কেউ নয় ; আচ্ছা, থাকুন দীঘির জলে ঠাণ্ডা হ'য়ে। ১৪

ব্রাহ্মণী। এ মিন্‌সে ক্ষেপেছে !

বিদূ। মিন্‌সে ক্ষেপে নি, রাজ্যিশুদ্ধ ক্ষেপেছে। কেউ ব'ল্‌ছেন, 'মা' কি কর্‌লেন' ; কেউ ব'ল্‌ছেন, 'বাবা, রক্ষা কর' ; কেউ ব'ল্‌ছেন, 'বিপদ-ভঞ্জন,'—দূর হোক, সকালবেলা আর ও নামটা ক'রব না। ওরে আবাগের বেটা-বেটীরে, বাবা-মা কাণের মাথা খেয়ে শুয়ে আছে ; জেগে আছেন কেবল দামোদর,তা যা করবার তা ক'রে যাবেন। ২০

বাহ্মণী। দাও—দাও, আমার ইতুভাঁড় দাও।

বিদূ। আরে আয় না, পুকুর-ধারে এক এক ক'রে ঝারায় বসাই গে।

ব্রাহ্মণী। তুমি কি ব'লছ?

বিদূ। তুমি কি ব'লছ?

ব্রাহ্মণী। ইতুভাঁড় নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? … … ৫

বিদূ। এই যে ছত্রিশবার বল্লুম।

ব্রাহ্মণী। তুমি কি জলে ফেল্‌তে যাচ্ছ না কি?

বিদূ। এম্‌নি ত বাসনা; তবে ইতু ঠাকুরের মনে কি আছে জানি নে।

ব্রাহ্মণী। ও মা কি সর্ব্বনাশ! তোমার এমন বুদ্ধি ঘট্‌লো কেন? ৯

বিদূ। দু'দিন বাঁচব ব'লে—আর কি? তোমার মাথায় সিঁদুর থাক্‌বে, খাড়ু খসবে না; নৈলে এই যে দেখ্‌ছ দূর্ব্বা ঘাস, ইতু ঠাকুরের বরে হাড়ে হাড়ে গজাবে! ওঁরা কেউ শুধু পূজা খান্‌ না।

ব্রাহ্মণী। না, দাও,—আমার ইতুভাঁড় দাও।

বিদূ। কেন পেড়াপীড়ি কচ্ছিস? দেখ্‌বি আয় না, ইতু ঠাকুর বুড়্‌ বুড়্‌ ক'রে তোকে বর দিয়ে যাবে এখন। … … ১৫

ব্রাহ্মণী। ও মা, কি সর্ব্বনাশ হলো! ঠাকুর দেবতা মান না?

বিদূ। মানি নে ত নিয়ে যাচ্ছি কেন? পৈতে ছুঁয়ে বল্‌ছি, খুব মানি। তবে যে কখনও কারুর ভালো করেন, এই কথাটি মানি নে। ছাড়, নে তোর ইতুভাঁড়। ঐ রাজবাড়ী থেকে না বদ্দি যাচ্ছে? ও বৈদ্যরাজ, ও বৈদ্যরাজ, বলি হন্‌ হন্‌ ক'রেই চলেছ যে? ২০

[ব্রাহ্মণীর প্রস্থান।

(বৈদ্যের প্রবেশ)

বৈদ্য। কি ঠাকুর, রাজবাটী থেকে চলে এলে কখন্‌?

বিদূ। মশায় যখন নাড়ী টিপে মাথা চাল্‌ছেন। আপনি চলে এলেন যে?

বৈদ্য। একটা ঔষধ প্রস্তুত ক'র্‌ব ভাব্‌ছি।

বিদু। কেমন দেখ্‌লেন ?

বৈদ্য। দেখ্‌লেম বড় সঙ্কট, আরোগ্য হ'লেও হ'তে পারেন, আর না হ'লেও হ'তে পারেন।

বিদু। আমিও বেশ বুঝ্‌লেম।

বৈদ্য। কি রূপ—কি রূপ ? … … ৫

বিদু। মশায়ও এখন বজ্রাঘাতে ম'র্‌লেও ম'র্‌তে পারেন, আর বেঁচে গেলেও যেতে পারেন।

বৈদ্য। দেখুন, হ'য়েছে কি—একে বৃদ্ধ শরীর, তায় অস্ত্রাঘাতে বিকলাঙ্গ, তায় পুত্রশোকে ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাচ্ছেন !

বিদু। এগুলি আমি জানি, এগুলি শুন্‌তে মশায়কে ক্লেশ দিতেম না ! জিজ্ঞাসা করি, কিছু উপায় আছে কি ? … ১১

বৈদ্য। উপায় কষ্টসাধ্য। আপনি যান, আপনি দেখেছি, উত্তম শুশ্রূষা করেন।

বিদু। আমি থাক্‌তেম,—মশাই ঠোঁট ডুবড়ে মাথা চাল্‌তে আরম্ভ ক'ল্লেন, সত্যি বল্‌তে কি, দেখে যেন যমদূত জ্ঞান হ'ল ; ভাব্‌লেম, উনি ততক্ষণ নাড়ী টিপুন, আমি একটা মাঙ্গলিক কাজ ক'রে আসি। ১৬

বৈদ্য। হাঁ উচিত।—নারায়ণকে তুলসী দেবেন ?

বিদু। তোমার সাত বেটার কল্যাণে দেব।

বৈদ্য। কেন ঠাকুর, তুলসীই তো ব্যবস্থা।

বিদু। ব্যবস্থা তো বটে, ভাল শালগ্রাম এখন কোথা পাই ? আপনার বাড়ী আছে কি ? … … ২১

বৈদ্য। হাঁ, উত্তম শালগ্রাম—গিরিধারী।

বিদু। তা দেবেন চলুন, আমি ঝারায় বসিয়ে তুলসী দেব। (স্বগত) যেমন নর-বংশ নাশ ক'চ্ছ, তোমার ঝুড়ীর বংশ নাশ ক'র্‌তে আমি ছাড়্‌ব না। যেখানে যা পাব—হাতাব, আর দীঘি-সই ক'র্‌ব।

তোমার মুড়ীর ঝাড়কে গেড়ে তারপর রাজবাড়ীতে যাচ্ছি!—ওঁরা ডাঙ্গায় থাকতে রাজার বড় ভাল বুঝি না।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর কক্ষ

নীলধ্বজ, মন্ত্রী, অগ্নি ও পারিষদগণ

নীল। হা প্রবীর, হা রথীন্দ্র, হা বংশধর, আমায় অসহায় ফেলে কোথায় গেলে? শত্রু নগর-দ্বারে, এখনও কেন বীর-সাজে সেজে আস্‌ছ না? বাপ্‌রে, তোমার অভাগা পিতা মরে, দেখে যাও। ... ৫

মন্ত্রী। হায় হায়, কি উপায় হবে! মহারাজের এই দশা, রাজ্ঞী উন্মত্তা! দেব, বল্‌তে পারেন, রাজ্ঞীর এখন কি দশা?

অগ্নি। তিনি আপন মন্দিরে প্রবেশ ক'রেছেন; স্বাহা তাঁর নিকট আছে। মহারাজ, শোকের সময় নয়, শত্রু গৃহদ্বারে, রথীন্দ্র কুমার হত, প্রজারা রোদন কর্‌ছে,—তাদের দশা কি হবে ভাবুন। ১০

নীল। চল, আমি একবার কৃষ্ণার্জ্জুনকে দর্শন ক'রব; আমি মুরলীধারীকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রব, এ বৃদ্ধ বয়সে কেন আমার বক্ষে দারুণ শেল আঘাত ক'ল্লেন? অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব যে, কুসুম-সুকুমার কুমারের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত ক'র্‌তে তাঁর মনে ব্যথা লাগ্‌ল না! কি হ'লো, আমার দুলাল কোথা গেল? ১৫

মন্ত্রী। হায় হায়, এ কি শোকের সময়!

নীল। ওহো ধনঞ্জয়, পুত্রশোক কি,তা ত তুমি জান! জেনে শুনে এ ব্যথা আমায় দিলে? তুমি কি জান না যে, তোমার তূণে এমন অস্ত্র নাই,

যায় পুত্র-শোকের তুল্য ব্যথা লাগে? কি দারুণ শেলাঘাত! জীবন থাক্‌তে কি ভুলতে পারব? হা প্রবীর, হা প্রবীর!

অগ্নি। মহারাজ, স্থির হোন, শ্রীকৃষ্ণ আপনার নিকট সন্ধির নিমিত্ত দূত পাঠিয়েছেন; তাঁর একান্ত অনুরোধ, পাণ্ডবের সহিত আপনি সদ্ভাব করেন। যা হবার হ'য়ে গিয়েছে, আর যুদ্ধে প্রাণিক্ষয় প্রয়োজন নাই। ৬

নীল। কি হ'য়েছে? কই আমার ত মৃত্যু হয় নি। আমি ত এখন' জীবিত আছি! প্রবীর ম'রেছে, আমি মরি নি! কোথায় যাব, কোথায় এ প্রাণের জ্বালা জুড়াব? শুনেছি, মধুসূদন-নামে বিপদ থাকে না, তবে কেন তাঁর আগমনে আমি এই বিপদ-সাগরে প'ড়লেম? ওহো, এ দারুণ জ্বালা আমি কি ক'রে ভুল্‌ব? ১১

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজ-আদেশের নিমিত্ত দূত অপেক্ষা ক'চ্ছে।

নীল। চল, যুদ্ধে চল, একত্রে সকলে প্রাণ দিই, মাহিষ্মতীপুরী আজ ধ্বংস হোক। আমার ঘরের প্রদীপ আজ নিবেছে, অন্ধকার ঘরে আর কেন বাস ক'চ্ছ? আমার প্রবীর নাই, কুমার আমার নাই, দাও, ধনু-অস্ত্র দাও, আমি যুদ্ধে যাই। ... ১৬

অগ্নি। মহারাজ, জেনে শুনে প্রজ্বলিত অনলে ঝাঁপ দেবেন না। প্রজা-রক্ষা রাজার অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সমরানলে তাদের ডালি দেবেন না। পাণ্ডব অজেয়, আপনাকে বার বার ব'লেছি। ... ১৯

নীল। যাব, আমি একা পাণ্ডব-শিবিরে যাব। প্রজারা কুশলে থাকুক। যেথানে আমার প্রবীর, সেইখানে যাব, রণক্ষেত্রে প্রাণ দেব। আহা, কুমার কোথায় গেল? মন্ত্রি, আমার পুত্রহন্তা কোথায়, দেখ্‌ব। ২২

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। মন্ত্রিবর, স্বয়ং অর্জ্জুন রাজপুরে উপস্থিত, রাজদর্শন ইচ্ছা ক'চ্ছেন।

নীল। অর্জ্জুন!—সমাদরে নিয়ে এস। [দূতের প্রস্থান।

প্রবীরকে বধ ক'রেছেন, আমায় বধ করুন। একবার জিজ্ঞাসা ক'র্ব্ব, কেমন ক'রে পাষাণ প্রাণে বাছার গায়ে অস্ত্রাঘাত কল্লেন!

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। মহারাজ, অতিথি এ পুরে।
তুমি ধার্ম্মিক সুধীর,
অতিথির অসম্মান ক'র না, ধীমান্! ... ৫
মাগি হে যজ্ঞের হয়,
ভিক্ষা মোরে দেহ, মহাশয়,—
নহে অতিথি ফিরিয়ে যাবে।
হ'লো যুদ্ধ সমানে সমান,
রহিল সম্মান, ... ১০
সখ্যভাবে আলিঙ্গন কর, মহারাজ!
পাণ্ডব সখ্যতা যাচে হ'ও না বিরূপ।
অকারণ হইয়াছে বহু প্রাণনাশ,
মহেষ্বাস, ক্ষান্ত দেহ রণে।

নীল। হে রথীন্দ্র, কাঁদে প্রাণ, ... ১৫
তাই কথা জিজ্ঞাসি তোমায়!
শুনি করাল কঠিন করে তব
পরাভব নিবাতকবচ,
কেমনে হে পাষাণ পরাণে,
সেই করে প্রহারিলে পুত্রে মম, ... ২০
ব্যথা কি হ'লো না ধনঞ্জয়?

অর্জ্জুন। লজ্জা নাহি দেহ, রাজা,
না কহ অধিক।

আত্মগ্লানি জ্বলে হৃদি-মাঝে,
তাই গাণ্ডীব রাখিয়ে,
ভিক্ষুকের সাজে এসেছি তোমার পাশে।
কর মার্জ্জনা, রাজন্,
অনুতাপ কর নিবারণ , ... ৫
শোক ত্যজ, মহীপাল।
দিক্‌পাল-সম তব আছিল নন্দন,
পাণ্ডব বিমুখ যার বাণে ;
এতদিনে ঘুচেছে বিজয় নাম।
আছিল প্রতিজ্ঞা মম শুন, নরনাথ, ... ১০
যম-সম শত্রু হ'লে পৃষ্ঠ নাহি দিব,
সে গর্ব্ব হ'য়েছে খর্ব্ব কুমারের বাণে।
রণে হত পুত্র হেতু শোক নাহি সাজে।
উজ্জ্বল তোমার বংশ পুত্রের গৌরবে,
শত মুখে শত্রু যার প্রশংসা গাহিছে। ... ১৫
দেব-দৈত্য-নাগ-সনে হ'য়েছে বিরোধ,

হেন যোধ-সনে কভু দ্বন্দ্ব না হইল।
ক্ষত্রিয়প্রধান তুমি, ধার্ম্মিকপ্রবর,
স্বর্গগত পুত্র হেতু কেন কর শোক ? .. ২০
ত্যজ তাপ,
হে সখা, সখার প্রতি হও হে সদয়।
নীল। বীরত্ব-সমান রথী মাহাত্ম্য তোমার,
সখা ভাবে সম্ভাষণ পতিত শত্রুরে !
সখা যদি আমি তব, হে বীর-কেশরী, ... ২৫

দেখাও পাণ্ডব-সখা সারথি তোমার,
করহ বন্ধুর কার্য্য দীনবন্ধু আনি।
মহিমা-অর্ণব, তব মহিমা কি কব!
কৃষ্ণ—সখা, অর্জ্জুনের সম্ভব কেবল।
বীর্য্য কিবা ক্ষমা তব অধিক প্রবল, … ৫
মূঢ় আমি—কি করিব তুল!
হে বিজয়, অভয় দানিলে,
রাখিলে অক্ষয় কীর্ত্তি ভুবন ভিতরে!
চরিতার্থ কর, সখা, কৃষ্ণে দেখাইয়ে।

অর্জ্জুন। হে রাজেন্দ্র, তব ভাগ্য কি কব অধিক, … ১০
ব্যাকুল মাধব তব আতিথ্য-গ্রহণে।
তোমা প্রতি রমাপতি-কৃপা অতিশয়,
আসিব কেশবে লয়ে, শুন, মহাশয়,
পরম অতিথি-সেবা কর আয়োজন;
শোক তাপ যাবে,—যাবে এ ভববন্ধন। … ১৫

[প্রস্থান।

নীল। যাও, মন্ত্রিবর,
সত্বর প্রদান আজ্ঞা সাজাতে নগর।
রাজ্যময় পড়ুক ঘোষণা,—
আনন্দের দিন আজি।
প্রজাগণে মহোৎসব করুক সকলে, … ২০
ঘরে ঘরে হয় যেন হরি-গুণ-গান।
ভগবান্ আসিবেন পুরে,
কদলীর তরুমালা করহ রোপণ।
রবি-অন্তে মেঘশ্রেণী-সম

উড়াও বিবিধ বর্ণে পতাকা সুন্দর,
পুষ্পহারে বেড় রাজধানী।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

দেব বৈশ্বানর,
তব বরে পীতাম্বরে পাব দরশন।
তোমার রক্ষার ভার মাহিষ্মতীপুরী। ... ৫
আমি হীনমতি করি হে মিনতি,
আসিবেন পরম অতিথি পুরে,
সেবার না হয় ত্রুটি।

অগ্নি। বড় ভাগ্য, ভূপাল, তোমার।
ঈশ্বর-পূজায় কোন বিঘ্ন নাহি হবে। ... ১০

(বিদূষকের প্রবেশ)

নীল। সখা, সফল জীবন মম,
পাব আজ কৃষ্ণ-দরশন। ... ১২

বিদূ। যা হোক্ খুব চুটিয়ে বর দিয়েছ, দেবতা! বাস্তবৃক্ষটী পর্য্যন্ত রাখ্‌লে না! এখন যান্, আর কোন ভাগ্যবান্ রাজার কন্যার পাণিগ্রহণ করুন। জামাই-আদরে দিনকতক থান, শেষটা একদিন ভোরে উঠে কল্পতরু হ'য়ে বর দেবেন। মুরলীধর এ পুরে না পদার্পণ ক'রে যদি দেবলোকে গিয়ে মুক্তিদান করেন, তা হ'লে লোকের বার আনা আপদ-বিপদ কেটে যায়। বিপদভঞ্জন কি তা ক'র্‌বেন, তা হ'লে যে লোকের বংশ থাক্‌বে! ননীচোর ননী খাবেন কোথা? তা রাজা, অমনি অমনি বিদায় হ'চ্ছিলেম; ভাব্‌লেম, অনেক দিনের আলাপ, একবার ব'লে যাই। ২১

নীল। সে কি, কোথায় যাবে?

বিদূ। যেখানে লোকালয় আছে, যেখানে সৌখীন জামাতা কল্পতরু

হন নাই, যে রাজ্যে মহারাজ মধুর হরিনাম ব'ল্‌তে শেখেন নাই, আর ব্রজের গোপালও উঁকি ঝুঁকি মারে নাই।

অগ্নি। ব্রাহ্মণ, তোমার নিন্দা নয়, স্তুতি। তুমি যথার্থ হরিভক্ত। হরি যে মুক্তিদাতা, তুমিই বুঝেছ। ৪

বিদূ। ও-টুকু বুঝেছি বটে, কিন্তু ভক্ত হ'ন আপনার শ্বশুর মশা'য়, আপনার তেত্রিশ কোটি দেবতা মিলে ভক্ত হ'য়ে নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করুন। যার বড় বুকের পাটা, তিনিই গিয়ে ভক্ত হোন; আমার অত সখ নেই। বিপদভঞ্জন তো নন, বিপদের ভার ঢেলে দেন।

নীল। ছিঃ সখা, তুমি এমন কথা বল? ... ৯

বিদূ। আরে বলি সাধে? এ যে চাক্ষুষ! বিপদভঞ্জন আঠার দিন ঘোড়ার লাগাম ধ'রে ঘুর্‌লেন—অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী কাত! মাহিষ্মতী-পুরী প্রবেশ ক'ল্লেন—যুবরাজের মোক্ষলাভ, রাণী পাগল, আর মহারাজকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি, হাজার হাজার বিধবা অগ্নি ছুঁয়ে শুদ্ধ হ'লো! তফাতে তফাতে থেকেই এই, এবার রাজগৃহে পদার্পণ! বৈকুণ্ঠে লক্ষ লক্ষ ঘোড়াকে লাগাম পরাচ্ছে আর কি,—ঝাঁকে ঝাঁকে রথ নেমে এলো ব'লে! ... ১৬

অগ্নি। আর ঠাকুর, যদি হরি এসে পড়ে?

বিদূ। তাতে কাণ খাড়া রেখেছি। শ্রীমধুসূদন নগর-দ্বারে এলেই অন্ততঃ দু'শো ব্যাটা চেঁচিয়ে মুখে রক্ত তুলে মর্‌ত; কম ত কম দু' পাঁচ হাজার রথের চাকায় বৈকুণ্ঠ লাভ ক'র্‌ত। আর চারিদিকে উঠ্‌তো "বল হরি—হরি বোল"—যেন দু'লাখ মুড়া বেরিয়েছে। দেব্‌তা, বড় মিছে বল নি, যেন রথের গুম্‌-গুম্‌নি আওয়াজ আস্‌ছে! আমি ত সটকাই। রাজা, আমার বাঁচবার আশা রইল, হরি-দর্শনের পর যদি টেঁকে যাও, তবে দেখা হবে, নইলে এই শেষ দেখা। ২৪

[প্রস্থান।

নীল। এ ব্রাহ্মণের যথার্থ বিশ্বাস। হরিনামে মুক্তি—হৃদয়ে ধ্রুব ধারণা।

অগ্নি। এ দ্বিজরাজের চরণ-ধূলি আমি প্রার্থী।

(জনার প্রবেশ)

জনা। আনন্দ-উৎসব
দেখিলাম নগরে, রাজন!
মহোৎসব—মহা-আয়োজন ... ৫
কার অভ্যর্থনা-হেতু?
বৈরী জিনি আসিছে কি প্রবীর কুমার?
কিম্বা, রাজা, সাজিছে বাহিনী
পুত্র-নাশ প্রতিবিধিৎসিতে?
পুত্রঘাতী অরাতি অর্জ্জুনে ... ১০
বাঁধিয়া কি আনিতেছে সেনাপতি তব?
পরাজিত পাণ্ডব কি
ফিরিল হস্তিনা-মুখে?
কহ, কেন নানা বর্ণ উড়িছে পতাকা,
নগর কুসুম মালী? ১৫
নব রাজ্য ক'রেছ কি অধিকার?
কিম্বা উন্মত্তের প্রায়
শৃঙ্খল পরিয়া পায় বিষম উল্লাস!
ধন্য ধন্য, মহারাজ,
দাসত্বে আনন্দ তব বহু! ... ২০
রাখিলে ক্ষত্রিয়-কীর্ত্তি অতুল জগতে,
পুত্র-ঘাতী বিপক্ষের দাস!
ধন্য ধন্য ধন্য প্রাণের মমতা,
ধন্য ধন্য জীবন প্রয়াস!

অমরত্ব পাবে বুঝি এড়াইলে রণ ?
চল রণে ক্ষত্রিয়-বিক্রমে,
বীর-দম্ভে ধর ধনু,
আনি রথ স্বহস্তে সাজায়ে,
ঘোর রবে বাজায়ে দুন্দুভি, … ৫
আজ্ঞা দেহ সাজাতে বাহিনী।
চল, চল, বিলম্ব কি হেতু ?
শত্রু যদি প্রবল, রাজন্,
জয়-আশা না থাকে বিগ্রহে,
মাহিষ্মতীপুরী নাশ হোক শত্রু-শরে,— … ১০
বীরত্ব দেখুক দেব-নরে।
মিলি বামাদলে,
প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পশি'
শোকানল করিব নির্ব্বাণ ;
শূন্য পুরী অধিকার করুক অরাতি। … ১৫
উঠ, উঠ, নরপতি,
পুত্রঘাতী র'য়েছে জীবিত !
সাজ, সাজ, বীরবীর্য্য করহ প্রকাশ।

নীল। স্থির হও, রাজ্ঞি, শুন বচন আমার,
প্রাণদানে পুত্র না ফিরিবে। ২০
আসিয়া অর্জ্জুন,
সখা-ভাবে সমাদর করিলেন মোরে ;
আসিছেন পতিতপাবন,
তাপিত প্রাণের জ্বালা জানাব চরণে।

জনা। ভাল সখা মিলেছে তোমার ! … ২৫

জান না কি, হীনজ্ঞানে ফাল্গুনী আসিয়ে
আতিথ্য করিল অঙ্গীকার !
যাও তবে হস্তিনানগরে—
অশ্বমেধে হইও সহায় ;
তথা বহু কার্য্য আছে তব,— ... ৫
ব্রাহ্মণ-ভোজনে যোগাইবে বারি
নহে দ্বারী হ'য়ে বসিয়ে দুয়ারে,
সখ্যতার দিবে পরিচয় ;
উচ্চাসনে বসিয়াছে রাজা যুধিষ্ঠির,
পদপ্রান্তে ব'স গিয়ে তার ! ... ১০
হ'তো ভাল, পারিতে যদ্যপি
আমারে লইয়ে যেতে দ্রৌপদী-সেবায় !

নীল। রাণি, শোক কর দূর,
কৃষ্ণ-দরশন পাব পাণ্ডব-কৃপায় ;
নরদেহ পবিত্র হইবে। ... ১৫

জনা। ধন্য ! ধন্য কৃষ্ণভক্তি তব !
কৃষ্ণভক্ত ছিল না কি শান্তনুনন্দন ?
জানিত—সাক্ষাৎ নারায়ণ,
জানিত—নিশ্চয় পরাজয় ;
তবু বীর-পণে ধরি ধনুর্ব্বাণ ... ২০
হরি-বক্ষে করিল সন্ধান,
মুরারির প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিল,—
রথ-চক্র ধরাইল কুরুক্ষেত্র-রণে।
বীরবর সূর্য্যের নন্দন
হরিপূজা ক'রেছিল পুত্রে দিয়া বলি ; ... ২৫

হরিভক্ত কেবা তার সম ?
কিন্তু সম্মুখ-সমরে, শরাসন করে
নিবারিল শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুনে,—
রাখিল ক্ষত্রিয়-কীর্ত্তি ভারত-সংগ্রামে !
জানিত নিশ্চয়, দিলে পরিচয়, ... ৫
যুধিষ্ঠির বসাইত সিংহাসনে ;
কিন্তু অরাতি-তপন
মাতৃবাক্য করিল হেলন,
কৃষ্ণে উপেক্ষিল,
প্রাণপণে কৌরবে রাখিল। ... ১০
হরিভক্তি নহে রাজা হীনতা স্বীকার।
বাঁধ বুক, ধর ধনু, প্রবেশ সমরে।

নীল। জয়-আশা নাহিক সমরে,
অকারণ প্রজা-নাশ।

জনা। একা রণে চল, নরনাথ, ... ১৫
বজ্র-সম শরে বিন্ধ নন্দনঘাতীরে।
চল, চল, না লও দোসর,
আমি চালাইব হয়।
অরি যদি দুর্ম্মদ এমন,
চল যাই দুই জনে পড়ি রণস্থলে। ... ২০
রহিবে সম্মান,
পুত্রশোকে পাবে পরিত্রাণ,
কীর্ত্তিগান বিপক্ষ করিবে।

নীল। নারী হ'য়ে একি তব আচার, মহিষি !
করিলেন নারায়ণ সন্ধি-সংস্থাপন। ... ২৫

জনা। শুনেছি সকলি,
অধিক বর্ণনা নাহি আর প্রয়োজন।
সন্ধি কর, থাক সুখে পূজে জনার্দ্দনে,
পুত্র, পুত্রবধূ তব ঘুমায় শ্মশানে,
পাণ্ডবের সেবা কর নিশ্চিন্ত হইয়ে। ... ৫
নীল। শান্ত হও, রাণি!
জনা। শান্ত!
অশান্ত হৃদয় শান্ত কিসে করি?
পুত্রশোকাতুরা
উন্মাদিনী করালিনী আমি। ... ১০
শান্ত?—শান্ত হবে পুত্রশোকাতুরা?
ধরা যদি পশে রসাতলে,
কক্ষচ্যুত হয় গ্রহ তারা,
নিভে দিনকর,—
প্রবল আঁধারে ঘেরে যদি বিশ্ব আসি, ... ১৫
জ্বলে যদি ক্ষীরোদ অনলে,
অষ্ট বজ্র চলে,
বিশ্ব চূর্ণ পরমাণুরূপে,
শান্ত কভু নাহি হয় পুত্রশোকাতুরা!
যথা পুত্রঘাতী অরাতির পূজা, ... ২০
হেন পাপস্থানে কদাচ না রব।
প্রতিহিংসা-তৃষা মিটাইব অরির শোণিতে!
দেখিবে জগত
পুত্রশোকাতুরা নারী ভীষণা কেমন!
সিংহিনীর দন্ত কাড়ি লব, ... ২৫

ফণিনীর গরল হরিব,
শোক-বলে বজ্র-অগ্নি নেব আকর্ষিয়ে
আরে-রে অর্জ্জুন,
আরে পুত্রঘাতী কপট ফাল্গুনী,
আরে বীর-গর্ব্বে গর্ব্বী ধনঞ্জয়, … ৫
দেখি, কে রাখে তোমায়—
কৃষ্ণ-সখা কেমনে নিস্তারে !
দুস্তর এ প্রতিহিংসানল—
দেখি, তোরে কে তারে, পামর !
যাই, রাজা, কাল ব'য়ে যায়, … ১০
প্রতিবিধিৎসার কাল বহে,
চলে জনা প্রতিবিধিৎসিতে।

[প্রস্থান।

অগ্নি　উন্মাদিনী বিভীষণা পুত্রশোকে !
নীল।　বৈশ্বানর, ফিরাও রাজ্ঞীরে।
অগ্নি　কার সাধ্য ফিরায় বামারে ! … ১৫
ধায় নারী পুত্রশোকে,
ঘোর শোকানল না হবে শীতল
প্রাণবায়ু থাকিতে শরীরে।
হরি-হরি-ধ্বনি শুনি পুরে,
বুঝি, … ২০
পবিত্র এ পুরী মুরারির আগমনে !
চল, নৃপ, কৃষ্ণ দরশনে।
নীল।　হরি, হরি, দীনবন্ধু ! তাপিত-আশ্রয়। [সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর সম্মুখস্থ পথ

বালকগণ

বালকগণ।— (গীত)

কীর্ত্তন—লোফা।

হামা দে পলায়, পাছু ফিরে চায়, রাণী পাছে তোলে কোলে।
রাণী কুতূহলে, ধর ধর বলে, হামা টেনে তত গোপাল চলে॥
প'ড়ে প'ড়ে যায়, ধূলা লাগে গায়, আবার উঠে আবার পলায়।
মুছায়ে অ'াচলে, রাণী কোলে তোলে, ব্রজের খেলায় পাষাণ গলায়॥
দিনে দিনে বাড়ে, হামা দেওয়া ছাড়ে, মাকে ধ'রে গোপাল দাঁড়ায়। ৫
কোল পাতে রাণী, ক্রমে নীলমণি, চ'লে চ'লে কোলে ঝাঁপায়॥
ক্রমেতে বাড়িল, গোঠেতে চলিল, গোপের বালক চরায় ধেনু।
বনের মালায়, রাখাল সাজায়, মজায় গোপী বাজায় বেণু॥
কার বা মাখন, কার হরে মন, মদনমোহন বসনচোরা।
প্রেমের ডোরে, কিশোর চোরে, বাঁধ্‌বি যদি আয় গো তোরা॥ ১০

(একদিকে কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভীম প্রভৃতি এবং অপরদিকে নীলধ্বজ ইত্যাদির প্রবেশ)

নীল। তাপহারী ভবের কাণ্ডারী,
গোলোকবিহারী,
রাঙ্গা পায় রাখ হে তাপিতে।
দীনগতি পাণ্ডব-সারথি,
বিশ্বপতি নিত্য-নিরঞ্জন, ... ১৫
হের অভাজনে করুণা-নয়নে।

গোপিনীরঞ্জন, মুরলীবদন,
বনমালী, হৃদয়ের কালী কর দূর,—
দীননাথ, দীনে কর ত্রাণ!

শ্রীকৃষ্ণ। মতিমান্! কি হেতু মিনতি?
অর্জ্জুনের সখা তুমি সখা হে আমার, ... ৫
দেহ, সখা, আলিঙ্গন।

নীল বংশীধর, কৃতার্থ কিঙ্কর!

শ্রীকৃষ্ণ। চল, রাজা, চল তব গৃহে,
হইয়াছে ক্ষুধার সময়।
কি কহ, হে বৃকোদর? ... ১০
জ্বলিছে জঠরানল,
চল যাই রাজপুরে হইব শীতল।
জানি, তব ক্ষুধা নাহি সহে।

ভীম দামোদর, ধরি ব্রহ্মাণ্ড উদরে
তবু ক্ষুধানল জ্বলে তব;— ... ১৫
গোপিনীর ননী কর চুরি,
কহ, বৃকোদর ক্ষুধায় কাতর!
রাজা, দামোদরে তুষ্ট কর আগে,
নহে—
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়ে মিষ্টান্ন করিবে চুরি। ... ২০

নীল। মধ্যম পাণ্ডব,
বহুভাগ্যে পাইয়াছি তব দরশন।

শ্রীকৃষ্ণ। চল, রাজা, মিষ্ট ভাষে তুষ্ট নহে ভীম,
দিবে চল মিষ্টান্নের কাঁড়ি।

বালকগণ।— (গীত)

দেশমিশ্র—দাদ্‌রা।

ঘরে কি নাইক নবনী—
কেন অমন ক'রে পরের ঘরে চুরি করিস্ নীলমণি ?
ওরে, ক্ষিদে যদি পায়, মা ব'লে ডেক রে আমায়,
সইবে কেন পরে ? কত কথা ব'লে যায় !
ওরে, পথে জুজু আছে ব'সে, যেও না, যাদুমণি !
খেতে ব'সে ছড়িয়ে ফেলে দাও,
মুখে তুলে খাইয়ে দিলে, কই রে যাদু খাও,
নন্দ বলে, তবু কেন পরের বাড়ী যাও ?
ওরে, ঘরে কি তোর মন ওঠে না, মিষ্টি কি পরের ননী ?

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

(জনার প্রবেশ)

জনা। দূরে—দূরে—ভীষণ প্রান্তরে—
মরুভূমে—দুরন্ত শ্মশানে—
হেথা তোর নাহি স্থান।
দুর্গম কান্তারে, তুষার-মাঝারে,
পর্ব্বত-শিখরে চল। ৫
চল পাপ-রাজ্য ত্যজি,
পতি তোর পুত্রঘাতী অরাতির সখা।
চল, পুত্রশোকাতুরা—
চল বালুময় বেলায় বসিয়ে
দেখিবি বাড়বানল। ১০
চল, যথা আগ্নেয় ভূধর
নিরন্তর গভীর হুঙ্কারে
উগারে অনলরাশি।
চল, যথা বাসুকির শ্বাসে
দগ্ধ দিগ্‌ দিগন্তর। ১৫
চল, যথা ঘোর তমোমাঝে,
খেলে নীল প্রলয়-অনল
লকলকি বিশ্বগ্রাসী জিহ্বা।
দূরে—দূরে—
হেথা তোর নাহি স্থান, পুত্রশোকাতুরা! ... ২০

(স্বাহার প্রবেশ)

স্বাহা। মা, কোথায় যাও—কোথায় যাও! আমায় কি দোষে মাতৃহীনা কর?

জনা। কে রাক্ষসী মা বলিস্ মোরে?
মরেছে প্রবীর, মরেছে কুমার,
পুত্র, পুত্রবধূ মম পড়িয়ে শ্মশানে,— ... ৫
ফুরায়েছে মা বলা আমায়।
দূরে—দূরে—
দিক-অন্তে নিশার আলয় যথা,
যথা একাকার প্রলয়-হুঙ্কার
উঠিতেছে রহি রহি, ... ১০
নাহি যথা সৃষ্টির অঙ্কুর—
দৃষ্টিহীন দিবাকর!
যথা নিবিড় আঁধারে
ঘোর রোলে পরমাণু ঘূর্ণ্যমান,
যথা জড়-জড়িমায় প্রকৃতি জড়িত— ... ১৫
ঘোর ধূমমাঝে,
চলে প্রলয়-জীমূতশ্রেণী,
বজ্র-অগ্নি-ধারা ঝরে!
যথা ঘোর হাহাকার, পিনাকটঙ্কার—
করি' স্থান পান শূল-করে মহারুদ্র ধায়, ... ২০
যথা
আভাহীন বহ্নি জ্বলে ঈশানের ভালে—
প্রলয়বিষাণ নাদে!
দূরে—দূরে—চল ত্বরা পুত্রশোকাতুরা।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর-মধ্যস্থ শুষ্ক অশ্বত্থতল

(দুই জন পাইকের প্রবেশ)

১ম পাইক। আজ যে আর ঘোড়ার পেছনে পেছনে ছুট্‌তে পারি, কিছুতেই না ; চুড়োতোলা মোণ্ডা ক'রেছিল—যেন ভীমের গদা।

২য় পাইক। আমি ত ভাই, একটু ঘুমুই। … … ৩

১ম পাইক। ঘুমুবি কি, শাঁকের আওয়াজে কাণ ফাটবে! এই আওয়াজ উঠ্‌লো ব'লে, এখনি ঘোড়া ছাড়বে; পাইকের বাঁচন কোন কালেই নেই। যুদ্ধ হ'ল ত আগে খাড়া হ, সন্ধি হ'ল ত চিঠি নিয়ে চল, আর তা নইলে মর-বাঁচ—ঘোড়ার পেছনে পেছনে ছোট।' … … ৮

২য় পাইক। যা বল্‌লে! ভাগ্যি রাজপুত্র ম'লো, তাই দু'দিন জিরিয়ে নিলেম দাদা। শুন্‌ছি না কি নীলধ্বজ রাজা ঘোড়ার সঙ্গে যাবে?

১ম পাইক। সখ হ'য়েছে চলুক, ঘোড়ার পিছনে যাওয়া কেমন মজা, একবার দেখে নিক্। হ্যাঁরে, তুই কি বেকুব, এখানে এলি শুতে,—এ ডাইনিখেগো গাছতলাটায়? মাগীর কি নিশ্বাসের ঝাঁজ, এত বড় অশ্বত্থ গাছটা একেবারে পুড়িয়ে দিলে! … ১৪

২য় পাইক। সে নাকি রাণী?

১ম পাইক। রাণী হ'লে কি হয়, তারে ডাইনে পেয়েছে! না ভাই, গা ছম্ ছম্ ক'র্‌ছে, আমি চল্লেম।

২য় পাইক। আর আমি কি না রইলেম !

[উভয়ের প্রস্থান।

(বিদূষক ও ব্রাহ্মণীর প্রবেশ)

বিদূ। বাম্‌নি—বাম্‌নি, এইখানটায় আয় ! ডাইনীর ভয়ে এখানটায় মধুর নাম কিছু কম হয়।

ব্রাহ্মণী। ও মা, এ ডাইনিখেগো গাছ-তলাটায় ব'স্‌ব কি গো ? ৪

বিদূ। আরে, ডাইনিখেগো নয় রে মাগী, ডাইনিখেগো নয় ; এইখানে পাণ্ডবের শিবির ছিল। বোধ হয়, শ্রীমধুসূদন মাঝে মাঝে এর তলায় এসে ব'স্‌তেন। তুই দেখ্‌ছিস্‌ কি—বাস্তবৃক্ষও থাকবে না।

ব্রাহ্মণী। দেখ দেখি—মিন্‌সে এইখানে নিয়ে এলো, ঘর-দোর কিছু গোছান হ'ল না। ৯

বিদূ। সেও—উঁকি মেরে দেখ—এতক্ষণ ধূ ধূ ক'রে জ্ব'ল্‌ছে।

ব্রাহ্মণী। ও মা, মিন্সে বলে কি গো !

বিদূ। আর বলে কি, কি ! রণরঘু রাজপুরে উঠেছেন।

ব্রাহ্মণী। হ্যাঁগা, তুমি দিনরাত্‌ কৃষ্ণনিন্দা কর কেন বলত ? ১৩

বিদূ। বুঝতে পারি নে,—তোর মত সূক্ষ্মবুদ্ধি নেই ব'লে। আরে মাগী, এই যে রাজবাড়ীতে হাহাকার উঠে গেল, দেখ্‌লি নি ? নামের গুণে ঐটুকু, এবার স্বয়ং উদয় !

ব্রাহ্মণী। চোখে কাপড় বাঁধ' কেন ? ১৭

বিদূ। খুসী।—তোর কি ? ওরে বাপ্‌রে—ঐ ঐরাবত-ধ্বনি উঠেছে ! (কর্ণ চাপিয়া) এ কি কাণে আঙ্গুলে শানে ?

ব্রাহ্মণী। হ্যাঁগা, চোখে কাপড় বেঁধে ব'স্‌লে কেন ?

বিদূ। তোমার বঙ্কিম নয়নের জ্বালায় !

আমার আবার বঙ্কিম নয়ন কি ? ... ২২

বিদূ। তোমার নয়—তোমার নয় ; তোমার ও গরুর মত চোখ কি আর দেখি নি ? ত্রিভঙ্গিম ঠাম, বঙ্কিম-নয়ন, মুরলী-বয়ান।

ব্রাহ্মণী। ওঃ,—হরি তোমায় দেখা দেবার জন্যে অম্নি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! মিন্সের বাহাত্তুরে ধ'রেছে। ... ৪

বিদূ। আরে থাম্ থাম্, ও নাম করিস্ নে,—ও নাম করিস্ নে! ওরে জানিস্ নে, জানিস্ নে—ডাক্‌লেই এসে উঁকি মারে। তোরে কৃপা ক'ল্লেই বা আমায় রেঁধে দেয় কে, আমায় কৃপা ক'ল্লেই বা তুই দাঁড়াস্ কোথা ?

ব্রাহ্মণী। হতচ্ছাড়া মিন্সের আক্কেল শোন,—যেন হরিকৃপা অমনি ছড়াছড়ি যাচ্চে! ১০

বিদূ। তুই কি বুঝ্‌বি বল্! মুরারি অবতার হ'য়ে এসেছেন, আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে কৃপা ছড়াচ্ছেন, আর নগর ভেঙ্গে মরুভূমি ক'চ্ছেন। ওরে কেউ এড়াবে না রে কেউ এড়াবে না; তবে আগু আর পাছু। চতুর্ভুজ না ক'রে ছাড়্‌ছেন না, তা বুঝেছি; তবে র'য়ে ব'সে একটু হাত গলায়, তারই চেষ্টা ক'রছি। ... ১৫

ব্রাহ্মণী। চতুর্ভুজ হবেন, উনি ভুলে মুখে কৃষ্ণনাম আনেন না, উনি চতুর্ভুজ হবেন! যোগী-ঋষিরা গাছের পাতা খেয়ে, ধ্যান ক'রে কিছু ক'রতে পারে না, আর উনি বৈকুণ্ঠে যাবেন!

বিদূ। আরে রেখে দে তোর জপ,—ও নামের ঠেলা জানিস্ নে।

ব্রাহ্মণী। তা তোমার কি ? তুমি ত ভুলেও নাম কর না। ২০

বিদূ। আরে ঝকমারি ক'রে ফেলেছি বই কি! তোর মনে নেই ? সেই যে দিন ব্রাহ্মণ-ভোজনের জন্যে মোণ্ডা তুলে রাখ্‌লি, আমায় খেতে দিলি নি, আমি মনের খেদে ডেকেছিলুম, "দয়াময় হরি, একবার দেখা দাও, বামনীর হাতের খাড়ু খোলো।" সেই অবধি আমার গা ছমছমানি একদিনের তরে যায় নি। ... ২৫

ব্রাহ্মণী। উনি একদিন হরি ডেকেছেন, ডেকে বৈকুণ্ঠে চ'ল্লেন! চল্ মিন্‌সে, ঘরে চল, ন্যাকাম করিস্ নে।

বিদু। তবে দেখ্‌বি? যা, তফাতে গিয়ে একবার ডাক্‌গে ,—যা থাকে কুলকপালে, না হয় রেঁধে খাব।

ব্রাহ্মণী। ও গো, দেখ দেখ, গাছটা গজিয়ে উঠ্‌ছে! ... ৫

বিদু। তোর কথা আমি শুনে চোখ্ খুলি! পাণ্ডব-শিবির না হয় উঠেছে; আর ঐ যে মধুর রব এখান অবধি আস্‌ছে, গাছ ত গাছ, গাছের বাবাকে গজাতে হবে না?

ব্রাহ্মণী। ও গো, চোখের কাপড়ই খোল না ছাই! সত্যি সত্যি নূতন পাতা গজাচ্ছে! এ গাছে উপদেবতা আছে, পালিয়ে এস্! ১০

বিদু। সত্যি না কি?

ব্রাহ্মণী। আরে চোখের কাপড় খুলে দেখ না ছাই।

বিদু। আচ্ছা দেখ্‌ছি, তুই এদিকে ওদিকে উঁকি মার,—কেউ কোথাও নেই ত?

ব্রাহ্মণী। কে আবার তোমার এ ভুতুড়ে গাছতলায় আস্‌বে? ১৫

বিদু। কে আর বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্ নে?

ব্রাহ্মণী। বুঝতে পেরেছি,—যে তোমার ঘাড় ভাঙ্‌বে।

বিদু। এতক্ষণে তোর আক্কেল জন্মাল। গাছের পাতা অমন গজায়; তুই এখানে চেপে ব'স্‌না। শুনছিস্ নে চারদিকে বেজায় গোলমাল।

(বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-বেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

ও বাম্‌নীঃ দেখ্ দেখ্, কার যেন পা'র শব্দ পাচ্ছি। ২০

ব্রাহ্মণী। ও একজন বুড়ো বামুন।

বিদু। ভয় দেখা—ভয় দেখা; স'রে পড়ুক। নিদেন দু'বার গাছতলায় ব'সে হাই তুলে নাম ক'রবে।

শ্রীকৃষ্ণ। আপনি কে ম'শায়?

বিদূ। আপনি কে, আগে বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।

বিদূ। আর আমি অন্ধ কন্ধকাটা।

শ্রীকৃষ্ণ। ম'শায়, আমি ক্ষুধার্ত্ত,—আপনার বাস কি এই নগরে?

বিদূ। পূর্ব্বে ছিল; এখন অশ্বত্থতলায় এসে বাসা ক'রেছি।

শ্রীকৃষ্ণ। ম'শায় যদি কৃপা ক'রে আমায় কিছু খেতে দেন। ৬

বিদূ। শুন্‌ছি তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, বুড়ো হ'লে, তবু একটু আক্কেল হ'ল না! শুন্‌ছ না, কার নাম ক'রে ঐ বেজায় গর্জ্জন উঠ্‌ছে? ঠাকুর স্বয়ং পুরে, যদি ভালাই চাও, নদী থেকে দু-আঁজলা জল খেয়ে পগার পার হও। নইলে বৈকুণ্ঠের হাত থেকে শিবের বাবা তোমায় ছাড়াতে পারবে না।

শ্রীকৃষ্ণ। আহা, বৈকুণ্ঠে যেতে কার অসাধ—বল! তুমি কি বৈকুণ্ঠে যেতে চাও না? ১২

বিদূ। একদম না।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন?

বিদূ। তোমার মত অত সৌখীন নই। তা সখ থাকে, নগরে গিয়ে সেধোঁন,—এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। চোখে কাপড় বেঁধেছেন কেন? ১৭

বিদূ। চোখের ব্যামো হ'য়েছে। আর কি কি জিজ্ঞাসা ক'রবে, খপ্‌ খপ্‌ ক'রে জিজ্ঞাসা কর, জবাব দিই, শুনে ঠাণ্ডা হ'য়ে স'রে পড়।

ব্রাহ্মণী। ও গো ঠাকুর, ও মিন্‌সের কথা শোন কেন?—পাছে শ্রীকৃষ্ণ এসে দেখা দিয়ে ওকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যায়, সেই ভয়ে চোখে কাপড় বেঁধে আছে! ক্ষেপেছে গো ক্ষেপেছে! ওকে আমি কোন মতে ঘরে নিয়ে যেতে পার্‌ছি নে। ২৩

। সত্যি ঠাকুর? তুমি কৃষ্ণ-দর্শনের ভয়ে প্যালিয়ে এসেছ? তুমি এমন কি পুণ্য ক'রেছ যে কৃষ্ণ-দর্শন পাবে?

বিদূ। ঝক্‌মারি ক'রেছি গো ঝক্‌মারি ক'রেছি; নইলে এ ভূতুড়ে গাছতলায় এসে ব'সেছি।

ব্রাহ্মণী। উনি কবে একদিন হরিনাম ক'রেছিলেন, তাই হরি এসে ওঁকে চতুর্ভুজ ক'র্‌বেন!—ন্যাকা মিন্‌সে!

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ ঠাকুর, একবার হরিনাম ক'র্‌লে কি চতুর্ভুজ হয়? ৫

বিদূ। তবে খোল খাড়ু, যা থাকে কপালে, দিক হরি দেখা!

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা ঠাকুর, যদি হরি এসে তোমার সাম্‌নে দাঁড়ায়, তা হ'লে তুমি কি কর?

বিদূ। গুটি গুটি গে রথে চড়ি, আর কি করি!

শ্রীকৃষ্ণ। আর হরি যদি এসে থাকে? ১০

বিদূ। কই—কোন্ দিকে? বাম্‌নী, চোখে কাপড় দে—চোখে কাপড় দে।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ, সত্যই আমি একবার ডাক্‌লে থাক্‌তে পারি নে।

বিদূ। তবে এসেছ?

ব্রাহ্মণী। না গো না, ও একজন বুড়ো বামুন। ... ১৫

বিদূ। হাঁ, আমি বুঝে নিয়েছি। বাম্‌নী বুঝিস্ নে,—ও কখন্ বুড়ো, কখন্ ছোঁড়া, তার কিছু ঠিকানা নেই!

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ, তুমি আমায় ভয় কর কেন? ... ১৮

বিদূ। যখন এসে দাঁড়িয়েছ, সে সব ত চুকে গিয়েছে। কিন্তু সাফ্ বল্‌ছি, যেথায় নিয়ে যাও, তুমি যে চাবুক হাতে ক'রে, কি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধ'রে এসে সাম্‌নে দাঁড়াবে, আমি তাতে চোখ খুল্‌ছি নি! যদি দেখা দেবে,—বাঁশী ধ'রে, তোমার রাধিকাকে ডেকে সাম্‌নে দাঁড়াও,—আমি চোখের কাপড় খুল্‌ছি। ... ২৩

শ্রীকৃষ্ণ। ঠাকুর, আমি ব্রজ ছাড়া অনেকদিন, সে রূপ কি ক'রে ধ'র্‌ব?

বিদূ। চেপে যাও না! যে না জানে, তার কাছে ভিরকুটী ক'রো।

পাণ্ডবেরও ঘোড়া হাঁকাও, আর রাধার কুঞ্জে গিয়ে শোও, এ আমি পাকা জানি। তা না হ'লে বেদ মিথ্যা হবে। ভাব্‌ছ বুঝি—বোকা বামুন খবর রাখে না? খবর না রাখ্‌লে তোমায় অত ভয় ক'র্‌তেম না। … … ৪

শ্রীকৃষ্ণ। দ্বিজোত্তম, তোমার অসীম ভক্তি। দেখ, তোমার পাদস্পর্শে আমার অশ্বত্থ-দেহ পল্লবিত হ'য়েছে! তুমি ধন্য—তোমার বিশ্বাস ধন্য!

বিদূ। ধন্য ধন্যই তো ক'চ্ছ, যা বল্লুম, তা কর না! তা নইলে আমি চোখ খুল্‌ছি নে, কালাচাঁদ! ঐ যে বুড়ো থুথ্‌ড়ে বৃষকেতুখেগো রূপে এসে দেখা দেবে, তাতে আমি রাজী নই। মুরলীধর হ'ও তো হও, নইলে সোজা পথ আছে—চ'লে যাও। আর চতুর্ভুজ কর, তার আর চারা কি? কিন্তু চোখের কাপড় আমি খুলছি নে। … ১১

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ, দেখ।

(কুঞ্জকাননে রাধা-কৃষ্ণ-মূর্ত্তির আবির্ভাব)

বিদূ। ওরে বাম্‌নী, দেখ্‌—দেখ্‌—দেখ্‌! এখন গোলোকেই যাই, আর বৈকুণ্ঠেই যাই, আর দুঃখ নাই।

উভয়ে। জয় রাধে, জয় রাধারঞ্জন! … … ১৫

গোপিনীগণ।—　　　　গীত

দেশঝিল্লা—দাদ্‌রা

সই লো ওই গোপীর মনচোরা।
বামে রাই কাঁচাসোণা প্রেমে বিভোরা॥
ছোটে বাণ কুটিল নয়নে,
জরজর দেখ্‌ লো দু'জনে,
মন-হরা ওই ঈষৎ হাসি চন্দ্র বদনে;— … ২০
ব্রজের এই রসের খেলা প্রেমিক-প্রাণভরা॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর কক্ষ

অগ্নি ও নীলধ্বজ

অগ্নি। বহুদিন তবাশ্রয়ে ছিলাম, রাজন্,
পুত্র-সম করিয়াছ স্নেহ ;
মনের আনন্দে, নৃপ, বঞ্চিলাম পুরে।
এবে পূর্ণ নির্ণীত সময়,
যেতে হবে নিজ ধামে,— ৫
তাই চাই বিদায়, রাজন্!
পূর্ণ মনস্কাম তব, নরনাথ,
রমানাথ রেখেছেন পায়,—
সফল কৃপায় তাঁর দাসের বচন।
এবে যদি থাকে কোন অন্য প্রয়োজন, ... ১০
আজ্ঞা কর, নৃপবর, করিব সাধন।

নীল। কৃপায় তোমার, বৈশ্বানর,
তব বরে পেয়েছি পরম নিধি ঘরে।
ধন্য মাহিষ্মতীপুরী,
ধন্য মম পিতৃদেবগণ, ... ১৫
ধন্য প্রজা,
ধন্য
পাখী শাখী জীবজন্তু পতঙ্গনিচয়!—
পরম পুরুষে হেরি পূরেছে বাসনা ;
নাহি আর অপর কামনা। ২০

এক খেদ আছে মম হৃদে,—
রাজ্যে মম গোবিন্দের পদার্পণে
কি কারণে নিরানন্দ হ'ল পুরী ?
সন্দেহ ভঞ্জন মোর কর কৃপা করি।

অগ্নি। অপার কৃপার খেলা বুঝ, নরপতি,— ... ৫
যার যেই পথে রতি,
সে পথে শ্রীপতি তারে দেন পদাশ্রয়।
দেখ, প্রবীর কুমার
যাইতে গৌরব-পথে করিল বাসনা,
পূর্ণ মনস্কাম, ... ১০
বীর নাম ব্যাপিল ভুবনে।
বিশ্বজয়ী অর্জ্জুনের শক্তি না হইল
ন্যায়-যুদ্ধে বধিতে কুমারে।
ক্ষত্রিয়-বিক্রমে
অসি করে পড়িল সম্মুখ-রণে। ... ১৫
মৃত্যুকালে উদয় শ্রীহরি,
সেইক্ষণে শিবত্ব লভিল।
শরীর-ধারণে
মৃত্যু আছে নাহিক সংশয় ;
কিন্তু কীর্ত্তি হেন বিরল ধরায়। ... ২০
সতীত্ব সমান নিধি নাহি রমণীর,
পুত্রবধূ তব পতিগতপ্রাণ—
পতির হৃদয়ে শুয়ে পরাণ ত্যজিল ;
স্বামী সনে
সাদরে চলিয়া গেল কৈলাস-ভবনে। ... ২৫

ছলে কৃষ্ণ ভুলাইলা তায়
অস্ত্রধনু করি দান,—
সে হেতু ব্রজেন্দ্র বাঁধা তার।
অবারিত গোলোকের দ্বার,
ইচ্ছামত রাসলীলা হেরিবে গোলোকে— ৫
শঙ্কর বিভোর যেই রসে।

নীল। কহ, অগ্নি, অভাগিনী জনা
গোবিন্দ-পদারবিন্দ কেন না পাইল ?
শোকাকুলা ত্যজি গেল গৃহবাস,—
হতাশ বহিছে শ্বাস আঁধার ধরণী! ... ১০
পুত্রহীনা উন্মাদিনী ধনি
স্মরি পুত্রে একাকিনী ভ্রমে বনপথে ;
রাণী হ'য়ে কাঙ্গালিনী !

অগ্নি। জনা গুণবতী
গঙ্গা-উপাসনা বিনা অন্য না জানিত, ... ১৫
গঙ্গায় ঢালিতে কায় ছিল সাধ মনে,
ধাইতেছে উন্মাদিনী গঙ্গা-দরশনে ;
গঙ্গার কিঙ্কর
নিরন্তর ভ্রমে তার সনে,
সাবধানে বিঘ্ন করে দূর। ২০
ধরা শূন্য পুত্রশোকে,
সকাতরে গঙ্গা ব'লে ডাকে,—
সদয়া অভয়া
ব্যাকুলা তাপিতে নিতে কোলে ;
তরঙ্গিনী বাঁশরীবয়ান ২৫

ভক্তে মোক্ষ প্রদানিতে।
যার যেই ভাব, লাভ তার সেইমত ;
বিশ্বরূপ সেই রূপে সদয় তাহার।
অচলা শ্রীকৃষ্ণে মতি যাচিলে, রাজন্,
বাঞ্ছা তব রাজীবচরণ ; … … ৫
বুঝ, ভূপ, বিচারিয়া মনে,
অচলা কি কৃষ্ণে মতি কভু রহে তার,
দারা-পুত্র যার নিয়ত সম্মুখে ফেরে ?
এবে শোকে, তাপে, আনন্দে, উৎসবে,
শ্রীপতির শ্রীপাদকমলে … … ১০
নিয়ত ধাইবে মতি।
দেহ বিদায়, রাজন্ !

নীল। বুঝেও না বুঝে মন, শুন, বৈশ্বানর,
পুত্রশোক নাহি হয় নিবারণ।
কঠিন বেদনা কভু কি ভুলিবে মন ? … ১৫
আছে স্বাহা আঁধার ঘরের দীপ-সম ;
তারে ল'য়ে যাবে, পুরী হবে অন্ধকার !

অগ্নি। আর কেন বাড়াও মমতা ?
পেয়েছ পরম নিধি—
আদরে হৃদয়ে তারে ধর, … …
অন্থে কেন মনে দেহ স্থান ?
করি আশীর্ব্বাদ,
জ্ঞানদৃষ্টি-দানে নারায়ণ
তাপ তব করুন মোচন ;
বিশ্বময় গোপিনীমোহন হের। … ২৫

(স্বাহার প্রবেশ)

স্বাহা। পাদপদ্ম স্পর্শে, পিতা, দুহিতা তোমার।
পতি চান ল'য়ে যেতে নিজ-নিকেতনে,
স'পিয়াছ যাঁর করে, যাব তাঁর সনে—
তাই চাই চরণে বিদায়।
কন্যা জ্ঞানহীনা করিয়াছি কত দোষ, … ৫
মার্জ্জনা ক'রেছ নিজ-গুণে।
বুদ্ধি-দোষে রোষ-ভাষ কহিয়াছি নানা,
সেবায় হ'য়েছে ত্রুটি,
কৃপায় সকলি ক্ষমিয়াছ তনয়ায়।
কর আশীর্ব্বাদ, তাত, … … ১০
হই যেন পতি-সোহাগিনী,
পতির সেবায় অলস না হই কভু।
ভুল না গো কন্যা তব জননীবিহীনা!

নীল। পতি-গৃহে যাও, গুণবতি,
ছেদি হৃদয়-বন্ধন … … ১৫
বিদায় দিতেছি তোরে!
বাছা, কে আছে আমার আর তোমা বিনা?
তোমা বিনা সংসার আঁধার হবে মম!
সুখে থাক, মনে রেখ অভাগা জনকে,
পতির সেবায় রত রহ, মা, নিয়ত। … ২০
শুন, বৈশ্বানর,
স'পি কন্যারে তোমার করে,—
থাকিলে মহিষী পুরে,
ভাসি' আঁখি-নীরে,

করে করে অর্পিত নন্দিনী ;
কেঁদে কত কহিত তোমায়
আদরে রাখিতে সুতা।
কথা না জুয়ায় মম,
দেখ—রেখ পায় দাসীরে তোমার। ... ৫

স্বাহা। পিতা,
কত দিনে আর
পাদপদ্ম হেরিব তোমার ?
কাঁদে প্রাণ ছেড়ে যেতে পুরী।
কত কথা উঠে মনে আজি,— ... ১০
পড়ে মনে বালিকা-বয়সে খেলা,
পড়ে মনে জননীর কোল,
পড়ে মনে অঙ্গুলী ধরিয়ে তব
ধীরে ধীরে উদ্যান-ভ্রমণ,
পড়ে মনে কুসুমচয়ন, ... ১৫
প্রবীরে পড়ে গো মনে,
পড়ে মনে জননীর বিষণ্ন বয়ান !
না জানি কেমনে ত্যজিয়ে তোমায়
পর-গৃহে রব,—
কতদিনে বন্দিব চরণ পুনঃ ! ... ২০

নীল। বুঝি এই শেষ দেখা।
বজ্রাহত তরু-সম জনক রে তোর !
দগ্ধ যত আশার পল্লব,
ফুরায়েছে সকলি সংসারে,
দগ্ধ কায়ে আছে মাত্র প্রাণ ! ... ২৫

যাও বৎসে, যাও,
দিছি তোরে যার করে,
আদরে সে ভুলায়ে রাখিবে।
তুমি তার জীবন-সঙ্গিনী,
যত্ন অতি তোমা প্রতি, ... ৫
যাও, সতি,
পতি-সনে বঞ্চহ কুশলে।

অগ্নি। বিদায়, রাজন্।

স্বাহা। তনয়া মেলানি মাগে।

[স্বাহা ও অগ্নির প্রস্থান।

নীল। শান্তি দেহ, সনাতন, ... ১০
শান্ত কর এ অশান্ত প্রাণ।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বন-পথ

(গঙ্গা-রক্ষকদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম রক্ষক। বরাতের ফের দেখ, আর আর মায়ের চরেরা কেমন মজা ক'রে লোকের ঘাড় ভাঙ্‌ছে।

২য় রক্ষক। কেউ ঘাড় ভাঙ্‌ছে, কেউ পগারে তুলে নে আছাড় মাচ্ছে; আর এই তোম্‌রা—চল মাগীকে সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে। ১৫

১ম রক্ষক। কি সমাচার—ঘোড়া চুরি কর! তবু ছুটো ঘোড়ার ঘাড় 'মট্‌কাতে পেলে বাঁচতুম,—তা না; সেই বামুনের সঙ্গে সমস্ত রাত ঘোরো,—নন্দী ভায়া এলেন তেড়ে।

২য় রক্ষক। এবারে মাকে স্পষ্ট ক'রে ব'ল্‌ব, ঘাড় মট্‌কাতে দাও, আর না দাও, অমন একটা বেখাপ্পা মাগীকে আগ্‌লে আগ্‌লে বেড়াতে পার্‌ব না!

১ম রক্ষক। মাগী খালি পথই চল্‌বে—পথই চল্‌বে; মর্‌বার নাম নাই গা! ৫

২য় রক্ষক। আর দেখ্‌ছিস? ধানকাণা মাগী—কাঁটাবন পেলে ত আর এদিক্ ওদিক্ হেল্‌বে না! ওঁর বাঘ তাড়াও, ওঁর ভালুক তাড়াও; আর, এদিকে গণ্ডা গণ্ডা গঙ্গাযাত্রী চ'লেছে। হায়, অজ্ঞান হ'য়ে সব শ্বাস টান্‌ছে, আছাড় না দিতে পাই, একবার চোখের দেখাও দেখ্‌তে পেলেম না গা! ১০

১ম রক্ষক। তা কি ক'র্‌বে ভাই,—বরাত—বরাত! আমি পথে যাই—আর গাছের ডালটা মানুষের গলা মনে ক'রে এক একবার টিপে ধরি!

২য় রক্ষক। আরে দূর ছাই, তাতে কি সুখ হয়? সে গলা-ঘড়ঘড়ানি নেই, সে খিঁচুনি নেই, পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে শ্বাস টানা নেই। ১৬

১ম রক্ষক। কি ক'র্‌বে দাদা! মনের দুঃখ মনেই মার।

২য় রক্ষক। এ ক'দিন শুন্‌ছি—ভারি জ্বরবিকার হ'চ্ছে, একদিনেই গঙ্গাযাত্রা ক'র্‌ছে।

১ম রক্ষক। আর বলিস্ নে, দাদা,—আর বলিস নে,! প্রাণ আমার ফেটে গেল। ২১

২য় রক্ষক। আর আবেগের বেটী ত সোজা পথে চ'লবে না! দুটো একটা এড়াটে ফেড়াটে যদি পাওয়া যেত, অম্‌নি রাস্তায় রাস্তায় সেরে যেতুম। বাঘিনীর মত মাগীর বেত-বনেই আমোদ! পা ফেটে রক্ত প'ড়্‌ছে, কাঁটায় গা দিয়ে রক্ত ঝ'রছে, তবু কি সোজা পথে যাচ্ছে!

১ম রক্ষক। মাগী ম'রবেও না, কাউকে আমোদ ক'রতেও দেবে না।

২য় রক্ষক। লক্ষীছাড়া-পথে একটা শ্মশানও নেই যে, মড়ার মুখ দেখে ঠাণ্ডা হই।

১ম রক্ষক। এমন কি বরাত ক'রেছ দাদা? ... ৪

২য় রক্ষক। ওই নাও, ওই মাঠে গিয়ে প'ড়লো! দুটো গাছের ডাল মটকে মোচড়াবে, তারও যো রাখ্‌লে না।

১ম রক্ষক। ওরে, ঐ পিছনে লোকের সাড়া শুন্‌ছি,—কারুকে বাঘে খাবে না? ... ৮

২য় রক্ষক। বাঘে খায়, তোমার আমার কি বল! ঐ দেখ, মাগী হন্ হন্ ক'রে চ'লেছে। ওরে, ওদিকে নজর রাখ্, পেছনে একটু নজর রাখ্—যদি দেবি কেউ এ পথে আসে, আমি দুটো তিনটে বেত-আচড়া সাপ ঝুলছে দেখেছিলুম। ... ১২

১ম রক্ষক। সাপ ঝোলাস্ এখন, ঐ মাগী ও দিকে উধাও হলো!

২য় রক্ষক। ওরে! তাই ত রে! চল্—চল্।

১ম রক্ষক। আরে দূর, ও কি কাঁটাবনের মায়া ছাড়তে পারে? ঐ দেখ, ও দিক আবার ঘুরে আসচে! ... ১৬

২য় রক্ষক। ওরে চল্—চল্, ভাল্লুক তাড়াই গে চল। ও দিক্‌টে ভারি ভাল্লুকের উৎপাত। ভাল এক কাজ পেয়েছি! কোথায় ভাল্লুকে বুক চিরে মেরে ফেল্‌বে, দেখ্‌ব;—তা নয়, ভাল্লুক তাড়া!

১ম রক্ষক। বরাত, দাদা, বরাত,—কি ক'রবে বল! [উভয়ের প্রস্থান। ২০

(জনার প্রবেশ)

জনা। হুহুঙ্কারে দীর্ঘ শ্বাস, ছাড় সমীরণ,
ঘোর ঘন,
গম্ভীর গর্জনে কর ধারা বরিষণ
মরেছে প্রবীর, ... ২৪

শোক-অশ্রু ঢালে নাহি কেহ !
অনল কেবল,
শোক নাই জনার হৃদয়ে।
তিমির-বসনে বজ্র-অগ্নি আভরণে
সাজ, নিশা ভয়ঙ্করী, … ৫
হেরি হৃদয়ের প্রতিরূপ মম।
ঘন-বক্ষে যেন ক্ষণপ্রভা,
অস্ত্রাঘাত কুমারের অঙ্গে যত
আছে থরে থরে হৃদয়-মাঝারে,
হেরে জনা,—আর কেহ নাহি দেখে। … ১০
ভীষণ শ্মশানভূমি নিবিড় আঁধারে,—
পুত্র-পুত্রবধূ মম লোটায় যথায় ;
ঘোর তমাবৃত বিকট শ্মশান
জনার অন্তরে,—
দেখে জনা, কেহ নাহি দেখে আর। … ১৫
জ্বলে তায় প্রতিহিংসানল,
মুষল-ধারায়
শত্রুর শোণিত বিনা নির্ব্বাণ না হবে !
সে আগুন কভু না নিভিবে,
যতদিন রবে জনা ধরাতলে। … ২০
ভস্মীভূত হ'য়েছে সকলি,
জ্বলে স্মৃতি—ভস্ম নাহি হয়।
নিশীথিনী
চামুণ্ডারূপিণী যথা আঁধার বসনে,
তাপধূমে চামুণ্ডারূপিণী জনা— … ২৫

শত্রু-বক্ষ-রুধির-লোলুপা !
হুহুঙ্কারে হাঁক, সমীরণ,
কঠোর কুলিশ, পড় উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে,
জ্বালো আলো দেখাতে আঁধার,
নিবিড় আঁধারে প্রকৃতি বেড়িয়া রহ ! ... ৫
ঘোর তম—
জনার হৃদয় মগ্ন যে তম-মাঝারে।

(উলুকের প্রবেশ)

উলুক। জনা, জনা, দিদি !

জনা। দাবানল জ্বাল, বনস্থলী,
দেখি দেখি—কত তাপ তাহে ! ... ১০
জ্বলে ঘোর প্রতিহিংসানল,
দেখি দেখি—কত তাপ দাবানলে !

উলুক। জনা, দিদি, একাকিনী এ ঘোর বনে কেন উন্মাদিনী
হ'য়ে বেড়াচ্চ ? গৃহে চল।

জনা। কে তুমি ? ... ১৫

উলুক। তোমার সহোদর,—চিন্‌তে পাচ্ছ না ?

জনা। সহোদর ?
ব'ধেছ কি পাণ্ডব অর্জ্জুনে ?
পাণ্ডব-শোণিতে
বাছার কি করেছ তর্পণ ? ... ২০
শকুনি গৃধিনী বজ্র-ওষ্ঠে
করিছে কি পাণ্ডবের চক্ষু উৎপাটন ?
অস্থি-মুণ্ড ল'য়ে
রণস্থলে গেণ্ডুয়া কি খেলায় পিশাচ ?

শক্র-মেদে কায়া-পুষ্টি ক'রেছে মেদিনী ?
শক্র-অস্থি-মালা প'রেছে কি রণভূমি ?
সহোদর !
সহোদর যদি, ত্বরা দেহ সমাচার,
নিষ্পাণ্ডবা ধরা তব শরে ? … ৫

উলুক। শুন, ভগ্নি ! অজেয় পাণ্ডব,
পাণ্ডব-সহায়—চক্রধারী,
পাণ্ডব-বিজয় নরে না সম্ভবে কভু !
তাই রাজা শান্ত করি মন,
ক্ষান্ত দিয়া রণ, … ১০
পাণ্ডব-সখার পদে নেছেন শরণ।
হ'য়ে গেছে, যা ছিল কপালে ;
অলঙ্ঘ্য বিধির লিপি।
চল ঘরে,—
বনে কেন ভ্রম একাকিনী ? … ১৫
ধৈর্য্য ধর—শোক পরিহর,
এস ঘরে, শোকে নাহি ফিরিবে কুমার।

জনা। কোথা ঘর ?
যথা পাণ্ডব-কিঙ্কর উচ্চ জয়-রবে
পাণ্ডবের প্রভুত্ব প্রচারে ? … ২০
যথা পুত্রঘাতী সিংহাসন' পরে ?
বার বার শুনিয়াছি অজেয় পাণ্ডব,
সে কথা শুনা'তে কেন অরণ্যে এসেছ ?
ঘরে যাব ?—কোথা ঘর ?
ম'রেছে প্রবীর—কে আছে আমার ? … ২৫

শূন্যাকার, চারিদিকে ঘোর হাহাকার !
শুন, হাহা রবে হাঁকে সমীরণ !
শুন, হাহা রবে কুলিশ-নিশ্বাস !
হাহা রবে বারির গর্জ্জন শুন !
উঠে হাহাকার, … ৫
অন্য রব নাহি কিছু আর !
হাহাকার-পূর্ণ দিশা !
হাহাকার জনার হৃদয়ে।
জান না কি সংসার অসার,—
গোবিন্দের পাদপদ্ম সার ? … ১০
শমনের কঠিন দুয়ার
শোকে কি খুলিবে ?
কুমার কি ফিরিবে তোমার ?

জনা। জানি আমি সমুদায়,
কিন্তু তুমি জান কি মায়ের প্রাণ ? … ১৫
যেই দিন তনয়ে জঠরে ধরে,
সেই দিন হ'তে
দিন দিন গাঁথা রহে স্মৃতি-মাঝে।
জাগে মার মনে—
নিরাশ্রয় শিশু … ২০
কোলে শুয়ে করে স্তন-পান ;
জাগে মার মনে—
খুলে দু'টী প্রফুল্ল নয়ন
মার মুখ চেয়ে বিধু-মুখে মৃদু হাসি ;
জাগে মার মনে— … ২৫

আধ-ভাবে মাতৃ-সম্ভাষণ।
চুম্বন-গ্রহণ-আশে লহর তুলিয়ে
ঘন ঘন চাহে শিশু,—
মার মনে জাগে নিরন্তর।
করিলে তাড়না, ... ৫
ক্ষুদ্র করে নয়ন মুছিয়ে
ডরে হেরে মায়ের বদন,—
জাগে সে নয়ন মনে।
ধূলায় ধূসর
ক্ষুধা পেলে মা ব'লে বালক ধেয়ে আসে। ... ১০
জান কি মায়ের মন ?
অসহায়—শত্রু-অস্ত্র-ঘায়
কুমার লুটায় বিকট শ্মশানভূমে !
হত পুত্র শত্রুর কৌশলে,
পতিপ্রাণা পুত্রবধূ লুটায় ধরায়, ... ১৫
মা হ'য়ে এ স্বচক্ষে দেখেছি !
জান না, ধর নি গর্ভে তারে,
জান না—জান না,—
কি বেদনা বেজে আছে বুকে !

উলুক উন্মাদিনী-বেশে ... ২০
ভ্রমি একাকিনী অরণ্য-মাঝারে
বেদনা কি হবে দূর ?
পুত্র-হন্তা শত্রু তাহে যন্ত্রণা কি পাবে ?
পুত্র-বধ-প্রতিশোধ হবে কি, ভগিনি,
হইলে অরণ্যবাসী ? ... ২৫

তবে
কি কারণে, অভাগিনী, ভ্রম এ দশায় ?

জনা। প্রতিশোধ নাহি হবে ?
তবে পাপ-প্রাণ কি কারণে রাখি—
প্রতিহিংসা-তৃষা মিটাইতে। ... ৫
নাহি শোক, নাহিক মমতা,
প্রতিহিংসানল শুধু জ্বলে,
ধুধু ধুধু চিতানল-সম জ্বলে—
গ্রাসিবারে পুত্রহন্তা অরাতি অর্জ্জুনে,
মেলি শত করাল রসনা ! ... ১০
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা,
মার প্রাণে প্রতিহিংসা জ্বলে.
পুত্রঘাতী পাবে না নিস্তার ;
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা জ্বলে !

উলুক। শোন, শোন, কোথা যাও ? ... ১৫

জনা। প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা জ্বলে।

[জনা ও তৎপশ্চাৎ উলুকের প্রস্থান।

(গঙ্গা-রক্ষকদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম রক্ষক। আবার চল্, কোন্ দিকে গেল, দেখি। বাঘ, ভাল্লুক, সাপ, বিছে—সব তাড়াতে তাড়াতে যাই।

২য় রক্ষক। ওরে ওই দেখ, মা শতমুখী হ'য়ে ধেয়ে আস্‌ছে।

(জনার পুনঃ প্রবেশ)

জনা। এলে কি, মা কল-নিনাদিনি, ... ২০
অভাগিনী নিতে কোলে ?
দেখ, দেখ, পুত্রশোকাতুরা

ছুহিতা তোমার, তারা !
দেখ, মা গো, আঁধার সংসার,
কেহ নাহি আর ;
তাই রণস্থলে পুত্রে ফেলে
তোর কোলে জুড়াতে এসেছি। ... ৫
দেখ, মা গো, পশি অন্তস্তলে,
নিদারুণ হুতাশন জ্বলে ;
কত তাপ বাড়ব-অনলে !
দাবানলে তাপ কিবা !
কত তাপ সহস্র তপনে ! ... ১০
ঈশানের ভালে বহ্নি—তাহে তাপ কিবা !
তাপহরা, হর এ দারুণ জ্বালা।
ওই শুন, শুন গো জননি !
তরু, গুল্ম, অশরীরী প্রাণী,
সবে কহে, 'ওই—ওই—অভাগিনী ... ১৫
শক্র-শরে পুত্রহারা।'
শূন্যে শুন উঠিতেছে ধ্বনি,
'ওই—ওই—অভাগিনী পুত্রহারা।'
'পুত্রহারা' 'পুত্রহারা' রব
শুন চারিদিকে,— ... ২০
এ রব শুনিতে নারি আর !
শুয়ে তোর কোলে—
শীতল সলিলে নিশ্চিন্ত ঘুমা'ব, মা গো,
ভবে ভ্রমি ক্লান্ত তোর সুতা।
ওই—ওই—হৈ হৈ রবে ... ২৫

চিতানল-সম স্মৃতি জ্বলে—
দুলাল অঙ্কিত তায় !
ভাগীরথি,
তোর জলে নিবাইতে স্মৃতি,
এড়াইতে দারুণ জীবন-তাপ, … … ৫
এসেছি, মা ! বঞ্চনা করো না,
নন্দিনীরে নে গো কোলে !

(গঙ্গাজলে ঝম্পপ্রদান)

গঙ্গার উত্থান

গঙ্গা। আরে রে অর্জ্জুন,
কত সব তোর অত্যাচার !
কপট সমরে … … ১০
বধেছিলি নন্দনে আমার—
পিতৃগুরু পিতামহে,
তাহে তোরে করিয়াছি ক্ষমা।
ব্যথা দেছ ভক্তের হৃদয়ে,
আর তোর নাহিক নিস্তার, .. ১৫
শঙ্কর রক্ষিতে তোরে নারিবে, পামর !
জাহ্নবীর কোপানলে
অচিরে পাইবি প্রতিফল !
শোকানলে দগ্ধ জনা নন্দিনী আমার—
সে অনল দেছে মোর বুকে। … ২০
ভক্ত-পুত্রে ক'রেছ নিধন,
নিজ পুত্র-শরে মুণ্ড লুটাবে ধরায়,
দেখি তোরে কেমনে রাখেন চক্রপাণি !

আরে রে ফাল্গুনি,
বার বার আমারে ছলনা!
যাও, শূল, মহেশের কর ত্যজি
বভ্রুবাহনের তূণে ব'সো বাণ-রূপে!
চামুণ্ডার খড়্গ, যাও, যাও মণিপুরে,— ... ৫
ক'রে এস অর্জ্জুনের রক্ত পান!
যাও, চক্র, ত্যজি চক্রধরে
মণিপুরে অস্ত্রাগারে রহ,
কর গিয়ে অর্জ্জুনে নিধন।
শক্তি, পাশ, দণ্ড-আদি দেব-প্রহরণ, ... ১০
বভ্রুবাহনের তূণে করহ প্রবেশ,
বধ—বধ দুরন্ত অর্জ্জুনে।
দেছে জনা তাপানল বুকে,
অর্জ্জুন-শোণিতে কর শীতল আমায়। (অন্তর্দ্ধান)

(শ্রীকৃষ্ণ ও নীলধ্বজের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। জেনো, বীর, প্রপঞ্চ সকলি ; ... ১৫
মহাকাল করে খেলা পঞ্চভূত ল'য়ে,
ভাঙ্গে গড়ে ইচ্ছামত তার।
করি দেব-দৃষ্টি দান,—

ক্রোড় অঙ্ক

(কৈলাস—নিম্নে গঙ্গা প্রবাহিতা)

হের, মতিমান,
ওই পুত্র—পুত্রবধূ তব ... ২০

ভীষণ তুষারাবৃত কৈলাস-শিখরে
বিল্বদলে জবাফুলে
পূজিছে পার্ব্বতী-হরে ;
নাহি মনে মর্ত্ত্যের বারতা।
হের, দুগ্ধময়ী সলিল মাঝারে ·· ··· ৫
মকরবাহিনী ভাগীরথী।
হের, জনা প্রসন্নবদনা
চামর ঢুলায় পাশে,—
নহে আর পুত্রশোকে উন্মাদিনী।
প্রপঞ্চ বুঝিয়ে, ভূপ, মন কর স্থির। ··· ১০

(জনৈক ভৈরবের প্রবেশ)

ভৈরব।— (গীত)

গান্ধারী টোড়ী—ধামার।

ধবল তুষার জিনি সিত শুভ্র কলেবর,
কনক বরণী সনে নেহার হে দিগম্বর।
ফণিমালা মণিমালা, ঝলকে উজ্জ্বল জ্বালা,
রাজীব চরণ দোলে, ক্ষরে তাহে রবিকর।
দুগ্ধময়ী বারি-মাঝে, মকর-বাহিনী রাজে, ··· ১৫
নলিনী-ভূষিতা বামা হের বরাভয়কর।

নীল। অজ্ঞান-তিমির-বিনাশন,
জয় জয় নিত্য নিরঞ্জন!

যবনিকা

জনা

১৩০০ সাল, ৯ই পৌষ, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

স্বত্বাধিকারী	...	স্বর্গীয় নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়।
অধ্যক্ষ	...	„ গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
শিক্ষক	...	„ গিরিশচন্দ্র ঘোষ। „ অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
সঙ্গীত-শিক্ষক	...	„ দেবকণ্ঠ বাগ্‌চি।
নৃত্য-শিক্ষক	...	„ শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু)
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	...	„ ধর্ম্মদাস সুর।

প্রথম অভিনয়-রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ

নীলধ্বজ	...	স্বর্গীয় হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
প্রবীর	...	„ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
অগ্নি ও ভৈরব	...	„ অঘোর নাথ পাঠক।
বিদূষক	...	„ অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।
শ্রীকৃষ্ণ	...	„ শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু)
মহাদেব ও ভীষ্ম	...	শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় (দাদু বাবু)
অর্জ্জুন	...	স্বর্গীয় চুনীলাল দেব।
বৃষকেতু	...	„ কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
অনুশাল্ব ও উলূক	...	„ অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল (Angus)।
১ম গঙ্গারক্ষক	...	„ বিনোদবিহারী সোম (পদবাবু)
২য় ঐ	...	শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়।
কাম	...	শ্রীমতী হরিদাসী (টল)।
মন্ত্রী	...	শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
সেনাপতি, শিব ও পাণ্ডবদূত	...	„ নীলমণি ঘোষ।
সেনানায়ক	...	স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ বসু।
প্রবীরের দূত	...	„ মাণিকলাল ভট্টাচার্য্য।
জনা	...	পরলোকগতা তিনকড়ি।
স্বাহা ও রতি	...	শ্রীমতী শরৎকুমারী।
মদনমঞ্জরী	...	পরলোকগতা ভূষণকুমারী।
বসন্তকুমারী	...	শ্রীমতী কুসুমকুমারী।
নায়িকা	...	পরলোকগতা ভবতারিণী।
ব্রাহ্মণী ও গঙ্গা	...	„ হরিমতী (গুলফন্)।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি স্বতন্ত্রাকারে পাওয়া যায়।

১। অশোক (ঐতিহাসিক নাটক। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ও এম-এ শ্রেণীর পাঠ্য) ১৲। ২। প্রফুল্ল (সামাজিক নাটক। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ও এম-এ শ্রেণীর পাঠ্য) ১৲। ৩। বলিদান (সামাজিক নাটক) ১৲। ৪। গৃহলক্ষ্মী (সামাজিক নাটক) ১৲। ৫। শাস্তি কি শান্তি ? (সামাজিক নাটক) ১৲। ৬। জনা (পৌরাণিক নাটক। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ও বি-এ শ্রেণীর পাঠ্য) ১৲। ৭। শঙ্করাচার্য্য (পৌরাণিক নাটক) ১৲। ৮। বুদ্ধদেব-চরিত (পৌরাণিক নাটক) ১৲। ৯। তপোবল (পৌরাণিক নাটক) ১৲। ১০। পাণ্ডব-গৌরব (পৌরাণিক নাটক) ১৲। ১১। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (পৌরাণিক নাটক) ১৲। ১২। ভ্রান্তি (রোমান্টিক নাটক) ১৲। ১৩। প্রতিধ্বনি (গিরিশচন্দ্র-রচিত যাবতীয় কবিতা-সংগ্রহ) সুন্দর বাঁধাই ৸৹ অবাঁধাই ৷৵৹। ১৪। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর (প্রেম ও বৈরাগ্য মূলক নাটক। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ শ্রেণীর পাঠ্য) ১৲। ১৫। মনের মতন (মিলনান্ত নাটক) ৸৹। ১৬। বাসর (মিলনান্ত নাটক) ৷৹। ১৭। আবুহোসেন (কৌতুক-গীতিনাট্য) ৷৹। ১৮। মণিহরণ (গীতি-নাট্য) ।৹। ১৯। দোলদার (গীতি-নাট্য) ।৵৹। ২০। আলাদিন (গীতি-নাট্য) ।৹। ২১। বেল্লিক বাজার (প্রহসন) ।৵৹। ২২। আয়না (প্রহসন) ।৹। ২৩। য্যায়সা-কা-ত্যায়সা (প্রহসন) ।৹। ২৪। ছটাকী (নূতন প্রকাশিত পারিবারিক প্রহসন) ।৵৹।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত ও সম্পাদিত

১। মেঘনাদ বধ (নটগুরু গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে গঠিত মাইকেলের মহাকাব্য) ৸৹। ২। ঝকমারী (সামাজিক প্রহসন) ।৵৹। ৩। ওলোট-পালোট (সামাজিক প্রহসম) ।৵৹। ৪। চাঁদে-চাঁদে (গীতি নাট্য) ।৹। ৫। শিব-চতুর্দ্দশী (গীতিনাট্য) ৵৹। নীতিশতক বা চাণক্য-শ্লোক (বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অনুমোদিত স্কুলপাঠ্য) ৵৹।

গিরিশচন্দ্র

নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের সুবিস্তৃত জীবন-চরিত।

নটগুরু গিরিশচন্দ্রের শেষ জীবনের নিত্যসহচর

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত

মহাকবির ধারাবাহিক জীবন-চরিত, তাঁহার কর্ম্মজীবন—নাট্যজীবন—ধর্ম্মজীবন কি উপাদানে তাঁহার প্রকৃতি গঠিত হইয়াছিল—তৎসম্বন্ধে বহুসংখ্যক গল্প ও প্রসঙ্গ, বঙ্গ নাট্যশালার ইতিহাস, অভিনেতা-অভিনেত্রী-গণের অভিনয়-কথা, কবির নাটক প্রভৃতি যাবতীয় রচনার আলোচনা এবং সে কালের সমাজ ও সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয় সংযোগে গ্রন্থখানি পরম উপাদেয় হইয়াছে। রচনা এবং ঘটনা-বৈচিত্র্যে ইহা উপন্যাসের ন্যায় সরস ও সুখপাঠ্য।

সাত শত পৃষ্ঠা এবং ৭৯ খানি ফটো-চিত্রে সুশোভিত। মূল্য ২৲ টাকা, সুন্দর বাঁধাই ৩৲ তিন টাকা।

সংবাদপত্রের মন্তব্য

১। "গিরিশচন্দ্র একাধারে নাট্যকার, নট, কবি ও সাধক ছিলেন। তাঁহার জীবন-কথা জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক। সে ঔৎসুক্য গিরিশ-চন্দ্রের ছায়ার ন্যায় সহচর অবিনাশবাবু মিটাইয়াছেন; তাঁহার চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায়ের গুণে আমরা গিরিশচন্দ্রের একখানি সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ জীবন-চরিত পাইয়াছি। অবিনাশবাবু এই উপলক্ষে গিরিশবাবুর সমস্ত নাটক-গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন; সে পরিচয় সংক্ষিপ্ত হইলেও সুন্দর। গিরিশবাবুর জীবন-কথা লিখিতে গেলেই বাঙ্গালা নাট্যশালার ইতিহাস লিখিতে হয়, অবিনাশবাবু সে ইতিহাসও লিখিয়াছেন। জীবন-চরিত লিখিতে গেলে যে সত্যনিষ্ঠা ও সংযমের আবশ্যক, এ পুস্তকে তাহা সর্ব্বতো-ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।" ভারতবর্ষ, পৌষ, ১৩৩৪ সাল।

২। "*** আমাদের মনে হয়, অবিনাশবাবু ভবিষ্যতে আর কিছু না লিখিলেও শুধু এই জীবনী খানি লিখিয়াই বঙ্গসাহিত্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিবেন।" উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৩৪ সাল। ৩০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা)।

৩। "*** গিরিশের কবি-জীবন ও কর্ম্মজীবন বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার শক্তি ও সাধনার কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণন করিতে ইতঃপূর্ব্বে কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেখি নাই। তাই অবিনাশচন্দ্রের এই "গিরিশচন্দ্র" পাইয়া আজ আমাদের এত আনন্দ। তিনি এই জীবন-কথা প্রণয়ন করিয়া গিরিশ-আলোচনার সকল পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। গিরিশ-চন্দ্রকে জানিবার ও বুঝিবার পক্ষে এই গ্রন্থ অতি উপাদেয় হইয়াছে।"

হিতবাদী, ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৩৪ সাল।

৪। "গিরিশবাবুর শেষ পনের বৎসরের ঘটনা অবিনাশবাবুর চক্ষের উপর ঘটিয়াছে, আর তাঁহার পূর্ব্বের ঘটনাগুলি নানা সময়ে নানা প্রসঙ্গে তিনি গিরিশবাবুর নিজের মুখেই শুনিয়াছেন। সুতরাং অবিনাশবাবুর লিখিত গিরিশবাবুর এই জীবনী যে সত্য তথ্যপূর্ণ. তাহাতেও সন্দেহ করিবার কিছু নাই। *** গিরিশচন্দ্রের এই জীবনী গ্রন্থে গ্রন্থকার গিরিশচন্দ্রের চরিত্রের যাহা দোষ তাহাও যেমন না ঢাকিয়া প্রকাশ করিয়া-ছেন, তেমনই গিরিশচন্দ্রের চরিত্রের গুণাবলীও নিপুণ তুলিকায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। * * * অবিনাশবাবুর সরস ও সরল গুছান লেখার ফলে ইহা যেন আরও উপন্যাস হইয়াছে। **"

বঙ্গবাসী, ১১ই চৈত্র, ১৩৩৪ সাল।

৫। "* * * গিরিশচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা এবং অনন্যসাধারণ চরিত্রখানি আলোচ্যগ্রন্থে আলেখ্যের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে—গ্রন্থকারের বহুবর্ষের সাধনা সার্থক। আজ অবিনাশবাবু তাঁহার সিদ্ধির সম্পদ দিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের জীবনচরিত-বিভাগের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন, সন্দেহ নাই। * * * গ্রন্থকারের ভাষার স্বচ্ছতা ও অনাবিল গতিভঙ্গীর সরসতায় এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি কোথাও আড়ষ্ট হয় নাই।"

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ই মাঘ, ১৩৩৪ সাল।

৬। "* * * কতকগুলি ঘটনা যেমন তেমন করিয়া লিপিবদ্ধ করিলেই যে মানুষের পরিচয় দেওয়া যায় না, ইহা জীবনী-রচয়িতারা ভুলিয়া যায়। অবিনাশবাবু যে তাহা ভুলিয়া যান নাই, ইহার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। গিরিশচন্দ্রের গার্হস্থ্য ও ধর্ম্মজীবনের কথা সত্যসত্যই অদ্ভুত, এবং উহার অভ্যন্তরেই এই মহাকবির ও মহাসাধকের সকল শক্তি যে নিহিত, লেখক ইহা ধরিয়া ফেলিয়াছেন। গিরিশের মৃত্যুর পর যে সকল

সাংবাদিক বলিয়াছিলেন যে গিরিশের পরিচয় তাঁহারা জানেন না, আমাদের অনুরোধ, অবিনাশবাবুর গ্রন্থ তাঁহারা অন্ততঃ ধার করিয়া লইয়া একবার পাঠ করেন। প্রত্যেক বঙ্গ-গৃহে এই পুস্তক আদৃত হোক, ইহাই আমাদের ইচ্ছা।" আত্মশক্তি, ২৮শে পৌষ, ১৩৩৪ সাল।

৭। "* * * অবিনাশবাবুর গ্রন্থখানি পড়িয়া কিন্তু যথার্থই তৃপ্তি পাইলাম। গিরিশচন্দ্রের মত মনীষীর চরিত্রকে বুঝিতে ও বুঝাইতে হইলে যে একাগ্র অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠ শ্রদ্ধার প্রয়োজন, অবিনাশবাবুর তাহা তো আছেই, তাহা ছাড়া তাঁহার লিপি-নৈপুণ্যের গুণে গিরিশচন্দ্রের জীবন-কথা পরম সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে। * *"

বাঙ্গলার কথা, ১৬ই মাঘ, ১৩৩৪ সাল।

৮। "* * গিরিশচন্দ্রের জীবনী রচনায় অবিনাশবাবুর যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিবার উপায় নাই। কারণ তিনি ছিলেন স্বর্গীয় নাট্যকারের পার্শ্বসহচর। * * অবিনাশবাবু যে দীর্ঘকালব্যাপী অশ্রান্ত পরিশ্রমে কাতর হন নি, এই বিরাট গ্রন্থখানি সে প্রমাণ দিচ্ছে। তথ্য ও উপাদান সংগ্রহে তাঁর বাহাদুরী আছে বটে—কোন পাথর উল্টাতেই তিনি বাকি রাখেন নি।" নাচঘর, ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৩৪ সাল।

৯। "* * * However, what it is, at present,in one word, Abinash Bubu's "Girish Chandra" is an encyclopaedia of informations about the Bengali Stages and its father. Every Bengalee should have a copy of this book in his Private Library." The Amrita Bazar Patrika—8th January, 1928.

১০। "* * * The author was one of the close followers of the great master and has thus been able to write it with an almost Boswellian thoroughness and acuracy. * * It is a very great book and will more than repay perusal." Forward, 27th May, 1928.

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

রঙ্গালয়ের রঙ্গ-কথা

নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু-লিখিত ভূমিকা সহ

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত

বহু-চিত্র সুশোভিত রসাল গল্পের বহি।

সুন্দর সিল্কের বাঁধাই,—মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

"পুস্তকখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে নিঃশেষ না করিয়া উঠিতে পারিবেন না, এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। পুস্তকখানি ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল এবং তাহার উপর বহু অভিনেতা অভিনেত্রীর ছবিও তাহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।"

বসুমতী (৬ই পৌষ, ১৩৩০

"Being the only mentionable biographer of our l[illegible] great actor-dramatist Girish Chandra Ghosh the aut[illegible] needs no introduction to our readers. In the pre[illegible] volume he has brought in existence a long-felt desid[illegible] tum of the Bengali literature in as much as the treat[illegible] supplies us with so many touches of light wit and rippli[illegible] humour our social life is badly wanting in." —

Forward (6th March, 1924.

"রঙ্গ-ব্যঙ্গ এখন একরকম উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে; এ সময় অবিনা[illegible] বাবু এই বইখানি ছাপাইয়া পাঠক-পাঠিকাগণকে দুই দণ্ড আ[illegible] উপভোগ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। [illegible] হিসাবে দেড় টাকা মূল্য খুব কমই হইয়াছে।" রায় শ্রী[illegible] সেন বাহাদুর।"

(ভারতবর্ষ, পৌষ, ১৩৩

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা